

মতামত
মতামত

শাইখুল ইসলাম
ড. তাহের আল-কাদেরী

مقام محمود
মকামে মাহমুদ

মূল

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী

সম্পাদনা

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

ভাষান্তর

মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মদ সলিমুল্লাহ

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

মকামে মাহমুদ

মূল : শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

ভাষান্তর : মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মদ সলিমুল্লাহ

সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

সন্জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তৃষা

প্রথম প্রকাশ : ৩ জানুয়ারী ২০১১ ইং, ২৭ মুহাররম হিজরি ১৪৩২, ২০ পৌষ ১৪১২ বাংলা

মূল্য : ১৬০ [একশত ষাট] টাকা মাত্র

Mokame Mahmud, By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated
By: Mawlana Abu Saleh Mohammad Salimullah. Edited By: Abu
Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad
Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 160/-

﴿ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾

সূচীক্রম

পবিত্র এ আয়াতের বিশ্লেষণধর্মী রহস্য	২
‘মকামে মাহমুদ’ এর অর্থ ও তাৎপর্য	৩
মাহমুদ (محمود) এর অর্থ	৪
‘হামদ’ ও ‘শোকর’ এর মধ্যে পার্থক্য	৪
“حمد” ‘হামদ’ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ	৫
মকামে মাহমুদ হজুর ﷺ এর হামদের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ	৬
‘হামদ’ শব্দের প্রয়োগ	৭
শিল্পকর্মের প্রশংসা মূলতঃ শিল্পীর প্রশংসা	৭
নবী করীম ﷺ এর প্রশংসা মূলতঃ আল্লাহরই প্রশংসা	৮
আল্লাহর বিশেষ নামটি শ্রেষ্ঠনবী ﷺ এর মর্যাদার আসন	৯
সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দু “মাহমুদ”	১০
“মকামে মাহমুদ” এবং মকামে মুহাম্মাদিয়ত ﷺ	১১
মুহাম্মাদ ﷺ নিজেই পূর্ণতার প্রতীক	১২
হাশরের ময়াদান, মকামে মাহমুদ এবং মহান শাফায়াত	১৪
হাশর দিবসে বিভিন্ন স্থানে হজুর ﷺ এর উপস্থিতি	১৬
‘মকামে মাহমুদ’ অর্থের সৎক্ষিপ্ত বিবরণ	১৭
১. ‘মকামে মাহমুদ’ মূলতঃ শাফায়াত করার মর্যাদা	১৮
২. হজুর আকরাম ﷺ কে পবিত্র আরশে আসন দান	১৯
৩. বিচার দিবসে তাকে হামদের ঝাঙা প্রদান	২০
৪. উম্মতদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান	২০
৫. হজুর ﷺ কে সবুজ ইউনিফর্ম পরিধান	২০
৬. পবিত্র আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থান	২০
৭. আল্লাহর বিশেষ আসনের পার্শ্বে বিশেষ অবস্থান	২০
৮. বিশেষ আহবানের পাশাপাশি প্রশংসার বিশেষ বাণী	২১
৯. সকল উম্মতের জন্য মহান শাফাআতের ক্ষমতা দান	২১
১০. আল্লাহ পাক জানবেনঃ আমি আপনার উম্মতের জন্য কী করতে পারি?	২১
১১. সকল উম্মতের জন্য মহান শাফাআতের ক্ষমতা দান	২১
১২. পূর্বাপর সকলেই প্রিয় নবী ﷺ এর প্রশংসা করবে	২১

“মকামে মাহমুদ” অর্থের বিস্তারিত বিবরণ	২৩
ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মতে	(২৩)
মকামে মাহমুদ এর তাফসীর	২৩
১. ‘মকামে মাহমুদ’ দ্বারা শাফায়াতের পজিশন উদ্দেশ্য	২৩
২. মহান আল্লাহর পাশাপাশি তাঁকে পবিত্র আরশে বসানো	২৬
ইমাম বাগাভী (রহ.)’র মতে মকামে মাহমুদ এর তাৎপর্য	২৭
আল্লামা কাজী আয়াজের নিকট মকামে মাহমুদের অর্থ ও তাৎপর্য	৩০
১. মকামে মাহমুদ মূলতঃ শাফাআতে কুবরা’র নাম	৩০
২. শাফাআতের পূর্বে নবী করীম ﷺ কে সবুজ পোশাক পরানো	৩৪
৩. পবিত্র আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থান	৩৫
৪. মহান আল্লাহ স্বীয় আসনে আরোহণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিশেষ অবস্থান	৩৬
৫. বিশেষ আহবান এবং প্রশংসার বাণী প্রদান	৩৮
৬. মু’মিনের সর্বশেষ দলটিকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান	৩৯
৭. সর্ব প্রকার উম্মতের জন্য মহান সুপারিশের অধিকার	৪৩
৮. মহান আল্লাহর জিজ্ঞাসাঃ আপনার উম্মতের জন্য কী করতে পারি?	৪৯
৯. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রাজকীয় সংবর্ধনা	৫০
১০. আল্লাহর বিশেষ আসনে হজুর ﷺ কে বাসানো	৫৩
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওযী (রহ.) এর তাফসীর	৫৫
ইমাম কুরতুবী (রহ.) এর মতে মকামে মাহমুদ এর তাৎপর্য ও প্রয়োগ	৫৬
শাফায়াতের প্রকার	৫৭
১. শাফাআতে আম্মাহ বা সর্ব সাধারণের জন্য সুপারিশ	৫৮
নবী করীম ﷺ অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেন	৬১
কিয়ামত দিবসে উসিলা ও শাফায়াত	৬১
২. সমগ্র উম্মতকে বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ	৬৩
৩. শান্তিযোগ্য উম্মতদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ	৬৮
৪. উম্মতগণকে জাহান্নাম থেকে এনে জান্নাতে দাখিলের সুপারিশ	৭১
৫. জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ	৭৫
জান্নাতের মর্যাদা সমূহ	৭৫
২. বিচার দিবসে হামদ (প্রশংসা)’র পতাকা প্রদান করা হবে	৮০
৩. মহান আল্লাহ স্বীয় আরশের উপর নবী করীম ﷺ কে বসাবেন	৮২
মুফাস্সির এবং মুহাদ্দিসগণের অভিমত	৮২

৪. (শান্তিপ্রাপ্ত) স্বীয় উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান	৮৪
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে ইমাম খাজেন (রহ.) এর অভিমত	৮৭
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অভিমত	৮৯
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কাইয়িমের সুস্পষ্ট অভিমত	৯১
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে ইবনে হাজর আসকালানীর বিশ্লেষণ	৯২
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী'র বিশ্লেষণ	৯৬
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে ইমাম কাস্তালানীর সম্পূর্ণ বর্ণনা	৯৮
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে কাজী ছানা উল্লাহ পানিপথীর বিশ্লেষণ	১০০
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানীর বিশ্লেষণ	১০২
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসেমীর বিস্তারিত বিবরণ	১০৪
এ প্রসঙ্গে আল্লামা ওয়াহেদীর আপত্তিসমূহ	১০৫
আপত্তি সমূহের জবাব	১০৬
মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে আপরাপর ইমামগণের বক্তব্যের বিরোধ	১০৭
পবিত্র আরশে উপবিষ্ট হওয়া আর দণ্ডায়মান থাকা এ দু'টি বর্ণনার সমন্বয়	১১২
প্রমাণপঞ্জী	১১৬

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানুষের হেদায়তের জন্য এ ধরাধমে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানবজাতিকে সত্যের পথে আহ্বান করেছেন। নিয়ে এসেছেন অন্ধকার হতে আলোর পথে, মিথ্যার পথ হতে সত্যের পথে এবং শয়তানের পথ হতে আল্লাহর পথে। এ সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সকল নবী-রাসূলদের সর্দার এবং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁর কেউ সমকক্ষ নেই। খোদার পর তাঁরই স্থান। তিনি আল্লাহর প্রিয় হাবিব।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অসংখ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতমটি হচ্ছে 'মকামে মাহমুদ'। মকামে মাহমুদের একাধিক ব্যাখ্যা থাকলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনদের মতে, 'মকামে মাহমুদ' হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ করার সুমহান মর্যাদা।

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানের বিভীষিকাময় করুণ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে সকল নবী-রাসূলসহ গোটা মানব সমাজ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য তাঁর নিকট আবেদন জানাবে। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসার সুউচ্চ রব তুলে জান্নাতী বিশেষ বাহনে আরোহণ করে আল্লাহর নিকট যাবেন। এমতাবস্থায় গোটা সৃষ্টিজগত তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। তিনি স্বর্গীয় গৌরবোজ্জ্বল পোশাক পরিধান করে মহান আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার ডানে উপবিষ্ট হবেন। সেখানে তার জন্য একটি বিশেষ মঞ্চ স্থাপন করা হবে। আল্লাহর নির্দেশে তিনি এ মঞ্চে অধিষ্ঠিত হবেন। সকল নবী-রাসূলের উম্মতগণ তাঁকে নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার আবেদন জানাবে, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরপর তিনি স্বীয় গোনাহগার উম্মতদের জন্য সুপারিশ করবেন। এটাই হচ্ছে 'মকামে মাহমুদ'। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাখ্যাটি সমর্থন করেছেন। আমরা

পাপী, গোনাহগার উম্মতরাও তখন প্রিয় নবীজির সুপারিশের প্রত্যাশা রাখি। বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয় হলেও এ বিষয়ে বাজারে তত্ত্ব ও তথ্যবহুল কোন বই এখনো আমাদের গোচরাভূত হয়নি। তাই বইটি এ বিষয়ে আমাদেরকে বিষয়টির প্রতি পথ দেখাবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেমেদ্বীন শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী রচিত “مقام محمود” বইটিতে তিনি ‘মকামে মাহমুদ’ সম্পর্কে একটি সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাই বইটি অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বায়তুল মোকাররমস্থ ইসলামী বই মেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল আবেদন অটুট রাখার চেষ্টা করেছি। তবে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল। ইনশাআল্লাহ।

সালামসহ

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক

সন্জরী পাবলিকেশন

শুরু কথা

‘মিনহাজুল কুরআন’ একটি আন্দোলন, একটি সংগ্রাম। এ যুগ সন্ধিক্ষণে তা নিঃসন্দেহে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। ফিৎনা-ফাসাদের এ যুগে হাজারো প্রতিরোধের মুখে এর অগ্রযাত্র সামান্য পরিমাণও ব্যাহত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ‘রাসূল নোমা’ গণজাগরণ ও আন্দোলনের মতো এর গতি একধাপ এগিয়ে রয়েছে। ফলে বাতিল আকীদাপন্থীদের জাগরণ নিবৃত্ত হওয়ার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসালামের প্রতি ভালবাসার চর্চাও সর্বস্তরে বেড়েই চলেছে। এতে প্রত্যেকের বিশ্বাস ও কর্মে এক আলোকিত রূপ ধারণ করেছে।

উল্লেখিত আন্দোলনের সিপাহসালার ব্যাপক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে মানব হৃদয়ে নবী প্রেমের বুনিয়াদ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষতঃ ঈমান ও কর্মের তেজস্বী উদ্দীপনার ভিত্তিতে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর প্রদত্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষণ, ওয়াজ-নসীহত এবং প্রকাশিত পুস্তিকা ও গ্রন্থাবলীও ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেই চলেছে।

পবিত্র মাহে রবিউল আওয়াল উপলক্ষ্যে এ মহিমামণ্ডিত মাহিনার দিবারাতে অতীব আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সাথে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানাদি উদযাপন হয়। এতে সর্বপর্যায়ের নেতৃবর্গ, কর্মী বাহিনী, ভক্ত-অনুরক্ত এবং আপামর জনতার ঢল নামে। তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা, আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ-উৎসাহ ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হয়। এ ধারা পাকিস্তানের ছোট-বড় শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তেও বিস্তার লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে রাসূলপ্রেম এমন এক আত্মিক ক্ষমতা যা পৃথিবীর কোন ভৌগলিক সীমারেখা, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বলয়ে আবদ্ধ থাকেনা। জাতি বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে এটা সকল জনপদে ছড়িয়ে পড়ে।

বিগত বছর পবিত্র রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম দশকে এমন এক অনুভূতি, আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও গভীর ভালবাসার অভিব্যক্তি লাহোর মডেল টাউনস্থ ‘গাউসিয়া পার্কে’ সে পবিত্র মুহূর্তগুলো বর্ণাঢ্য সাজে শোভা পেয়েছিল। রাসূলপ্রেমিক হাজারো জনতার স্বতস্কৃত উপস্থিতি। নারী-পুরুষগণ পৃথক আয়োজনে সুসজ্জিতভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। এ বর্ণিল সমাবেশের মধ্যমাণি, হৃদয়ের স্পন্দন আলামা ড. তাহের আল-কাদেরীকে সেদিন অসাধারণ দেখাচ্ছিল। তাঁর মধ্যে বিশেষ আবেগ, উৎসুক ও প্রত্যয় ছিল লক্ষ্য করার মত।

প্রতিদিনের কর্মসূচী অনুযায়ী পরিচালক মাহফিলের উদ্ভোধন ঘোষণা দিবেন; সে মুহর্তে আলামা ড. তাহের মহোদয় স্বপ্রণেদিত হয়ে বললেন, “পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত আমি নিজেই করতে চাই।” ঘোষণা শোনা মাত্রই উপস্থিতির মধ্যে এক নতুন অনুভূতি- এক আত্মিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। সূরা বনী ইসরাঈলের নির্ধারিত একটি অংশ থেকে তিনি তেলাওয়াত শুরু করলেন। এ ছিল সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী এক অপূর্ব তেলাওয়াত।

তেলাওয়াতের ধারাবাহিকতায় মহান আল্লাহর কালাম পর্যন্ত পৌঁছা মাত্র তিনি এ আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন; এতে তাঁর কণ্ঠ ও তেলাওয়াতের স্বাদটাই ছিল ব্যতিক্রম। প্রতিবারের আবৃত্তিতে যেন সমগ্র মাহফিল আলোর বারিধারায় সিক্ত হতেই চলেছে। পবিত্র তেলাওয়াত শেষে সাদাসিধে তিনি অনুবাদও করেই চলেছেন। জ্ঞানগর্ভ বর্ণনার বলক এতো উচ্চঙ্গের যে, শ্রোতামন্ডলী নিজেদের মাঝে যেন নিজেদের হারিয়ে বসেছেন। হৃদয়তাপূর্ণ, আবেগ-উচ্ছ্বাস ও প্রেম-প্রীতিপূর্ণ শৈল্পিক অনুভূতি সম্পন্ন ভাষণ দ্বারা বারবার আল্লাত হচ্ছেন।

আলোচনার বিষয় শুরু হয়েছে কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্যের বিবরণ দিয়ে। কঠিন বিপদের মাঝে উম্মতের জন্য আশাবাদ, হুজুর সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের বিভিন্ন স্তর এবং বিশেষতঃ শুধুমাত্র তার জন্যে বরাদ্দকৃত ‘মকামে মাহমুদ’ এর একক পজিশনের বিশদ বিবরণ মাহফিলকে মুগ্ধ করে তোলে।

‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত ঘন্টা খানেকের এ ভাষণটির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে পূর্ণভাষণ প্রদানের জন্য বিশিষ্টজনের শ্রদ্ধেয় শাইখুল ইসলাম ড. তাহের কাদেরী মহোদয়কে অনুরোধ করেন। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ‘মিনহাজুল কুরআন মুভমেন্ট’ এর পরিচালক ড. রফিক আহমদ আব্বাসী অন্যতম। অতঃপর ‘ফরিদুল মিলাত রিচার্স’ হলে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে তিনি একই বিষয়ের উপর যুগান্তকারী ভাষণ উপস্থাপন করেন। বাদ এশা থেকে এ ভাষণ প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী ছিল।

অপরাপর ভাষণ সিরিজের মত এ ভাষণটিও গ্রন্থাকারে প্রকাশের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভূত হয়। অতঃপর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এ আকাজক্ষা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নবীন রিচার্স ফলার মুহতরম আজমল আলী মুজাদ্দেদীকে এটা সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সংকলনের পর এটা ‘মাসিক মিনহাজুল কুরআন’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ

পত্রিকার সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ এটা প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনসহ পুস্তক আকারে সম্পাদন করেন। একই সাথে নিম্ন স্বাক্ষরকারী প্রয়োজনীয় সংযোজনসহ উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের সব আয়োজন সম্পন্ন করেন এবং তথ্য-উপাত্তসমূহ দ্বিতীয় দফা যাচাই-বাছাই করে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন।

উল্লেখ্য যে, শাইখুল ইসলামের প্রথম ভাষণটি “সাহেবানে মকামে মাহমুদ” নামে বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়। ‘মকামে মাহমুদ’ নামে চমৎকার এ গ্রন্থটি সদ্য প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যা আপনার সংগ্রহে রাখার মত।

প্রকাশনায় আমার যতটুকু বিচরণ হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, ‘মকামে মাহমুদ’ বিষয়ে এটাই সর্বপ্রথম গ্রন্থ। ইতিপূর্বে বিজ্ঞ উলামায়ে দ্বীন কর্তৃক লিখিত তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থে এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা স্থান পেয়েছে। অনেক মুফাসসীরগণ নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আয়াতের অধীনে ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদিস ও সাহাবীদের গুরুত্বপূর্ণ বাণী উল্লেখ করেছেন। তবে এ সব প্রমাণাদি বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু একত্রে সংকলিত হয়নি।

মহান আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী তিনি তাঁর বিশেষ এক মকবুল বান্দা শাইখুল ইসলাম সাহেবকে ‘মকামে মাহমুদ’ বিষয়ে এক যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনার সুযোগ করে দিলেন। সেই সঙ্গে আমাদেরকে তাঁর সহযোগী টীম হিসেবে কাজ করার তাওফীক দান করেছেন।

মহান আল্লাহ মূল্যবান এ গ্রন্থ প্রণেতার যাবতীয় শ্রম কবুল করত: তাঁকে উভয় জাহানে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুক। জ্ঞানের এ বিশাল জগত থেকে আমাদেরকেও পরস্পর সুখা অবগাহনের তাওফীক দিন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশে সহযোগী উম্মাহ হিসেবে কবুল করুন।

آمین بجاه سيد المرسلين صلي اله عليه وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিশ্ব জাহানের রব ও মালিক মানবতার হেদায়তের জন্যে প্রায় ১লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসূল আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াসসালাম প্রেরণ করেছেন। এসব নবী ও রাসূল যেখানে উন্নত চরিত্র ও উত্তম গুণাবলী দ্বারা ভূষিত, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে এমন সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে মহান আল্লাহ অলংকৃত করেছেন যা সাধারণত মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। মূলত নবী-রাসূলগণ এসব বৈশিষ্ট্য নিয়েই সাধারণ মানব সত্তা থেকে পৃথক এক সত্তায় অবস্থান করে থাকেন।

নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সুমহান মর্যাদার অধিকারী নবী-রাসূলদের বিশাল বাহিনীর সেনাপতি এবং তাঁদের ইমাম ও সরদার। তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে সকল নবী-রাসূলের সব বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর সমকক্ষ পূর্বাপর কোন নবী-রাসূল হতে পারেন না এবং দ্বিতীয়ত তাঁর মত অন্য কেউ নেই।

বিশ্বনবী ও সরওয়ারে কায়েনাত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন সব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছেন যা অনুপম ও সীমাহীন। এসব বৈশিষ্ট্য পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান এবং সকল নবী-রাসূলের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমন উঁচু মানের বিষয়াবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের ক্ষুদ্র বিবেক ও জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

কিয়ামত দিবসে হুজুর আকরাম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী রাসূলের ইমাম এবং সকল বণী-আদমের একমাত্র পথনির্দেশক ও সরদার হবেন। তিনি সে দিন ফিরিশতাকূলের মহড়ায় বুরাকে আরোহণকারী থাকবেন। ‘লিওয়ায়ে হামদ’ বা হামদের ঝাঙা তাঁর পবিত্র হাত মুবারকে সে দিন শোভা পাবে। সৃষ্টির আদি-অন্তের সবাই কাতার বন্দী হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে থাকবে। মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৌরবান্বিত পোশাক সেদিন তাঁকে অসাধারণ দেখাবে। পবিত্র আরশে তিনি উপবিষ্ট থাকবেন। আরশে আযীমের উপর তাঁর জন্যে বিশেষ আসন সজ্জিত থাকবে। যাতে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশনায় তশরীফ রাখবেন। সকল উম্মত আল্লাহর নিকট তারই (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুপারিশ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে।

হুজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘শাফায়াতে কুবরা’ তথা মহান সুপারিশের বিশেষ অনুমতি দেয়া হবে। তিনি গুনাহগার উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে (পরকালের) বিচার দিবসে তাঁর জন্য এক বিশেষ মর্যাদার আসন সংরক্ষিত থাকবে। যাকে বলা হয় ‘মকামে মাহমুদ’-প্রশংসিত অবস্থান (পজিশন)। সে দিন তার যে সব অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে, সব কিছু ‘মকামে মাহমুদ’ এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

পরকালীন জীবনে হুজুর আকরাম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাপ্য সকল অনন্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য “মকামে মাহমুদ” হিসেবে বিবেচ্য হবে। তিনি যে বিশেষ মর্যাদার আসনে ভূষিত হবেন, মূলত পবিত্র কুরআনুল কারীমে তাকে ‘মকামে মাহমুদ’ হিসেবে নামকরণ করা হয়।

মহান আল্লাহর ফরমান হল-

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

حَمُودًا ﴿١٠٠﴾

“রাতের কিছু অংশ কোরআন পাঠ সহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।”

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতসহ রাত্রি জাগরণের অংশ হিসেবে রাতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময়ে আপনি তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার প্রতি অতিরিক্ত কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা’আলা অচিরেই আপনাকে ‘মকামে মাহমুদ’ এর উপর অধিষ্ঠিত করবেন। (অর্থাৎ এটি শাফায়াতে কুরবা তথা মহান সুপারিশ করার সে বিশেষ মর্যাদার অবস্থান, সেখানে পূর্বাকার সকল সৃষ্টি আপনার দিকেই ধাবিত হয়ে আপনার প্রশংসায় রত থাকবে।)

পবিত্র এ আয়াতের বিশ্লেষণধর্মী রহস্য

আয়াতে উল্লেখিত عَسَى শব্দটির ব্যবহার সাধারণত সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয়াবলী প্রকাশার্থে হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধ করা হলে তাতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না, উপরন্তু তা দ্বারা অকাট্য ও দৃঢ়তার অর্থ প্রকাশ পাওয়া যায়। মূলত সংশয় ও সন্দেহভাজন বক্তব্য আল্লাহর পবিত্র মর্যাদার পরিপন্থি।

তাঁর প্রতিটি বাণী অকাট্য ও আবশ্যিকীয় পর্যায়ের হয়ে থাকে। তাই এখানে عسى শব্দটি দৃঢ়তার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণ এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের যে সব স্থানে عسى শব্দটি এসেছে এবং আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ হয়েছে, সেখানে এটা নিশ্চয়্য ও অকাট্য অর্থ প্রদান করবে। কাজেই এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে; নিশ্চয় আপনার রব আপনাকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন।^১ এ আয়াতের আরো এক সুস্বপ্ন রহস্য এ যে, আল্লাহ পাক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দিলেন। এ বিশেষ সম্পর্কের বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) ‘মকামে মাহমুদ’এ অধিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার করলেন। তাহলে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন- বিশেষ নফল নামায়ের সম্পর্কের বিনিময় যদি এই হয় (মকামে মাহমুদ হয়) তবে ফরজ ইবাদত সমূহের বিনিময়ে পুরস্কার কতো উঁচু মানের হতে পারে? মূলত এসব আমাদের ধারণ-কল্পনার নাগালের অনেক উর্ধ্ব। ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে নিম্নে আলোচনা করা হল-

‘মকামে মাহমুদ’ এর অর্থ ও তাৎপর্য

মাহমুদ এমন এক অবস্থান, যার উপর বিচার দিবসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিষ্ঠিত করা হবে। “মকাম” একটি অধিকৃত স্থান বিশেষ। ‘মকামে মাহমুদ’ বলতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়াবার স্থান বা বিশেষ সজ্জিত মঞ্চ বলে কোন কোন বিজ্ঞ আলোচক দ্বীন ধারণা করেছেন। অর্থাৎ বিশেষ যে মঞ্চ বা স্থানে তার অবস্থান থাকবে তাকে ‘মকাম’ বলা হয়েছে।

আবার কোন কোন বিজ্ঞ আলোচক দ্বীন ‘মকামে মাহমুদ’ বলতে সে বিশেষ মর্যাদা, পজিশন ও সুউচ্চ মানের কথা ভেবেছেন, যে বিশেষ মান ও মর্যাদায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিষ্ঠিত করা হবে। এ অর্থটি অধিক অলংকরণ, বিশুদ্ধতা ও ব্যাপকতার ইঙ্গিত বহন করে। মূলত ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে যেসব বর্ণনা পবিত্র হাদিসে রয়েছে তার সমন্বিত সারাংশ এ মতামতেরই প্রাধান্য প্রমাণ করে। এছাড়া অধিকাংশ আলোচক দ্বীন ও তাফসীর

১. তাবারী, জামেউল বয়ান ফী তাফসীর আল-কুরআন, খন্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১৪৩

২. ইবনুল জাওয়ী, যাদুল মসীর ফী ইলমিত তাফসীর, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭৬

৩. ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪২

৪. সুয়ুতী, আদ-দুররুল মানছুর, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৪০

শাস্ত্রের ইমামগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর এটাই গ্রহণযোগ্য মতামত ও সমন্বিত সিদ্ধান্ত।

এ পবিত্র ‘মকাম’ বা পজিশনকে ‘মকামে মাহমুদ’ বলার তাৎপর্য প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য পবিত্র হাদিসের কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থসমূহেও এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উন্নতমানের ও সর্বোত্তম বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন ইমাম ইবনে কাসীর (৭০০-৭৭৪ হি.) তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে। তিনি মকামে মাহমুদ এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন,

أَفْعَلْ هَذَا الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ، لِنُفْتِيَمِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا يَحْسُدُكَ فِيهِ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ وَخَالَفَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

‘হে আমার প্রিয় বন্ধু, তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস আপনি গড়ে তুলুন। এ কর্মে যেহেতু আপনি আদিষ্ট। এতে বিচার দিবসে আপনাকে এমন এক মর্যাদাপূর্ণ পজিশন দেয়া হবে ও এমন স্থানে আপনাকে অধিষ্ঠিত করা হবে। যেখানে সকল সৃষ্টি আপনার প্রশংসায় রত থাকতে এবং স্বয়ং সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা আপনার প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করবেন।’^২

মাহমুদ (محمود) এর অর্থ

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রারম্ভে আমরা এ আয়াত দিয়ে শুরু করে থাকি যে, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ “সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের, যিনি সারা জাহানের রব।”

মাহমুদ শব্দটি ‘হামদ’ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মহান আল্লাহর পবিত্র একটি নামও ‘মাহমুদ’ হিসেবে প্রসিদ্ধ। ‘মাহমুদ’ অর্থ যিনি অধিক প্রশংসিত। পূর্ণতা অনন্য বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা, মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যিনি অধিক প্রশংসার যোগ্য তাকে ‘মাহমুদ’ বলা হয়।

‘হামদ’ ও ‘শোকর’ এর মধ্যে পার্থক্য

‘হামদ’ ও ‘শোকর’ এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, কারো সত্তাগত মৌলিক বিষয়ের পূর্ণতার প্রশংসাকে ‘হামদ’ বলা হয়। কারো নিজস্ব সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, ব্যক্তিত্ব, মহানুভবতা এবং রূপ-গুণের প্রশংসা করাকে ‘হামদ’ বলা হয়। আর কারো বদান্যতা এবং অনুগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে ‘শোকর’ বলে।

২. ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০৪

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভে رَبِّ الْعَالَمِينَ বুলেন নি। যেহেতু ‘الْحَمْدُ’ না বলে ‘الشُّكْرُ’ বলা হলে সমস্যা এই ছিল যে, সৃষ্টি জগতের সকলেই তো শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ‘শোকর’ এর সম্বন্ধ কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেই শোকরিয়া হয়, অন্যথায় নয়। নিখিল জগতের সকলেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী যেমন আছে তেমনি অকৃতজ্ঞ এবং দুর্গামকারীও রয়েছে। অনেকে পেয়ে কৃতজ্ঞ হয় আর অনেকে না পেয়ে অকৃতজ্ঞ হয়; কিন্তু কাফিরগণ তো সর্বাবস্থায় অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহর স্মারভৌমত্বে বিশ্বাসী নয়। তাঁর প্রভুত্ব মেনে নেয় না। তার নে’মতরাজিতে আকর্ষণ নিমজ্জিত থেকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। কাজেই ‘الشُّكْرُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ’ বলা হলে কৃতজ্ঞতা শুধু বিশ্বাসীদের মাধ্যমে হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্ট হতো। আল্লাহর সীমাহীন প্রশংসার বিষয়টি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে যেত, তাই (ব্যাপকার্থে) ‘হামদ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে, কৃতজ্ঞতা কেবল তারাই প্রকাশ করে যাদের মধ্যে বদান্যতা এবং অনুগ্রহ পাওয়ার অনুভূতি কার্যকর। কেননা এমন অনেকেই আছে, ঈমান আনার পরও যাদের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত অনুভূতি জাগ্রত হয় না। এ জন্যে মহান আল্লাহ ‘হামদ’ শব্দটি উল্লেখ করেছেন, ‘শোকর’ শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

“حَمْدٌ” ‘হামদ’ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ

পূর্ববর্তী বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট হল যে, ‘শোকর’ শব্দের তুলনায় ‘হামদ’ এর মধ্যে ব্যাপকতা অত্যধিক। মূলত ‘শোকর’ বিষয়টি ‘হামদ’ এর অংশ বিশেষ। পক্ষান্তরে ‘শোকর’ এর মধ্যে ‘হামদ’ অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। ‘হামদ’ এর পরিধি ব্যাপক। আর ‘শোকর’ এর পরিধি সীমিত। এ জন্যে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভে ‘الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ’ বাক্যে ‘হামদ’ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

হামদ অনেক বড় একটি বিষয়। এটা মহান আল্লাহর বিশেষ গুণ; এ ভিত্তিতেই তিনি ‘مُحَمَّدٌ’ ‘মাহমুদ’ বা প্রশংসিত। যখন থেকে কোন প্রশংসাকারী সৃষ্টি হয়নি তখন থেকেই তিনি প্রশংসিত। যেহেতু ‘হামদ’ বা প্রশংসা তাঁর সত্তাগত সৌন্দর্য্য তাই এজন্যে সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রশংসাকারীদের মুখাপেক্ষী নন। ‘الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ’ এর মাধ্যমে তিনি এ দাবী করেন নি যে, প্রশংসাকারীদের সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। অধিকন্তু সকল প্রশংসাকারীকেই তিনি এক পাশে রেখে দিয়েছেন। কেউ প্রশংসা করুক বা নাই করুক, তিনি সত্তাগতভাবেই

সৌন্দর্য্য, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার একচ্ছত্র হকদার। এ প্রশংসা ‘হামদ’ এর ভিত্তিতেই তিনি ‘মাহমুদ’ বা প্রশংসিত।

‘মকামে মাহমুদ’ হজুর ﷺ এর হামদের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ

উপরোক্ত বর্ণনায় মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে ‘হামদ’ এর যে ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তেমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রক্ষিত ‘মকামে মাহমুদ’ এর ক্ষেত্রে সে ব্যাপকতাই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, এক লাখ চব্বিশ হাজার তথা অসংখ্য নবী-রাসূলকে মহান আল্লাহ যেসব মর্যাদা দিয়েছেন, তাদের কাউকে এ ‘মকামে মাহমুদ’ দেয়া হয় নি। যেহেতু ‘মাহমুদ’ বা ‘স্ব-প্রশংসিত’ বিষয়টি আল্লাহর সত্তাগত বিশেষণের অংশ, প্রকৃত মাহমুদের দাবীদার তিনি নিজেই, তাই ‘মকামে মাহমুদ’ এ অধিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই নির্বাচিত করেছেন।

সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করুন, পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভে আল্লাহ পাক اللهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ শব্দের ঘোষণা দিয়ে স্বীয় বক্তব্য শুরু করেন। প্রকৃত পক্ষে মাহমুদ বা অগণিত প্রশংসার একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ। আর সব কিছুর সমাপ্তি লগ্নে অর্থাৎ বিচার দিবসে যে দিন সমগ্র সৃষ্টি প্রাপ্ত সীমায় দাঁড়িয়ে যাবে ঠিক সে মুহূর্তে মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘মকামে মাহমুদ’ এ অধিষ্ঠিত করে স্বয়ং তাঁর প্রশংসায় রত থাকবেন; তিনি এ বিষয় সুস্পষ্ট করবেন যে, আজ চূড়ান্ত প্রশংসার অধিকারী কেবলা আমার হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জেনে রাখ- মহান আল্লাহর ঘোষণা এই যে, “দুনিয়াতে প্রশংসা পেয়ে ‘মাহমুদ’ হবার যে বৈশিষ্ট্য আমি একচ্ছত্রভাবে হাসিল করেছি, বস্তুত এটাই আমার নামের অংশ। হে আমার হাবীব! আজ সে ‘মাহমুদ’কে আপনার মকান তথা বিশেষ মর্যাদার আসন বানিয়ে দিলাম।” আবার আকস্মিকভাবে এ ‘মকামে মাহমুদে’ তাকে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে না। বরং সে মহান মর্যাদা হাসিলের জন্য তাঁর প্রতি নির্দেশনা ছিল “হে আমার হাবীব শেষ রজনীতে আমার দরবারে হাজিরা দিতে থাকুন; পরকালে সমগ্র সৃষ্টির বিশাল সমাবেশে আমি আপনাকে ‘মকামে মাহমুদ’ এ অধিষ্ঠিত করব।

আল্লামা ইবনে কাসীর ‘মকামে মাহমুদ’ এর যে তাৎপর্য্য ব্যক্ত করেন, তা হল- ‘মকামে মাহমুদ’ এমন এক বিশেষ অবস্থানের নাম বা পজিশন, যেখানে সৃষ্টির সকলে একদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা

করতে থাকবে অপর দিকে মহান আল্লাহ স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রত থাকবেন।

‘হামদ’ শব্দের প্রয়োগ

“মৌলিকভাবে ‘হামদ’ শব্দটি ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, এটা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করা যায় না।” এমন ধারণা যারা পোষণ করে তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের “না’ত” শব্দটি প্রয়োগ করাই যথার্থ মনে করে।

অথচ লক্ষ্যণীয়, মহান আল্লাহ হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম রেখেছেন ‘মুহাম্মদ’। এ শব্দটি ‘محمّد’ ‘হামদ’ থেকে উৎকলিত। শব্দটি مبالغة এর শব্দরূপ। অর্থাৎ যার অসংখ্য ও অগণিত প্রশংসা করা হয়, তাকেই ‘মুহাম্মদ’ বলে। মূলত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাই হল প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর প্রশংসা। অধিকন্তু তাঁরই প্রশংসাকে মহান আল্লাহ সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে থাকেন।

শিল্প কর্মের প্রশংসা মূলতঃ শিল্পীর প্রশংসা

কোন নির্মাণ শিল্পী একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। মানুষ যদি এ প্রাসাদের সৌন্দর্য এবং সুনিপুণ শিল্পকর্মের প্রশংসা করে, তাহলে নির্মাতা কী এতে অসন্তুষ্ট হবেন? কখনো নয়! উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্য করুন। ঈগল টাওয়ার, শাহী মসজিদ, শালিমার পার্ক, তাজমহল ইত্যাদি স্থাপনাসমূহের প্রশংসায় মানুষ পঞ্চমুখ থাকে। যেকোন দর্শনার্থী আশ্চর্য হয়ে এ সবে গুণগান না করে পারে না। এমন প্রশংসায় সংশ্লিষ্ট নির্মাতাগণ কী অসন্তুষ্ট হন? হ্যাঁ, এর পাশাপাশি অপর একটি স্থাপনা যা অন্যজন নির্মাণ করেছেন, যদি এর গুণকীর্তন করা হয় আর বর্ণিত স্থাপনাগুলোর প্রশংসা না করা হয় তবে উক্ত নির্মাতাগণ নিশ্চয় নারাজ হবে। বস্তুতঃ একটি সুদৃশ্য স্থাপনার প্রশংসা যদি আজীবন অব্যাহত থাকে তাতে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ শিল্প অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকবে। কেননা তার সুনিপুণ শিল্পকর্মের প্রশংসা করার অর্থই হল তার প্রশংসা করা। নির্মাণ শিল্পীকে হয়তো কেউ দেখতে পারে আবার কেউ নাও দেখতে পারে, কিন্তু স্থাপনাটি সকলেই অবলোকন করে। প্রকৃত পক্ষে স্থাপনার প্রশংসাই মূলতঃ নির্মাতার প্রশংসা বলে মনে করা হয়।

ঠিক সেভাবে সকল সৃষ্টি মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনকে দেখেনি কিন্তু তার অসাধারণ সৃষ্টি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই দেখেছে। কাজেই হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাই হল মূলত আল্লাহর প্রশংসা।

এভাবে কবি ও তার কাব্যের বিষয় ভেবে দেখুন! যেকোন কবিতার প্রশংসা করা প্রকৃত পক্ষে কবির প্রশংসা করা নামান্তর। মূলত কবিত্বের প্রশংসায় সংশ্লিষ্ট কবি নেহায়েত খুশি হন। যেমন- আল্লামা ইকবালের কবিতার প্রশংসা আপনি এ জন্যেই করেন, যে তাঁর বক্তব্য অসাধারণ, তাঁর বাচনভঙ্গি উন্নত। এতে আল্লামা ইকবালের প্রশংসাই হয়ে যায়। যে কোন শিল্প, বাণিজ্য এবং স্থাপনার প্রশংসা করা হলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট নির্মাতা, মালিক ও কোম্পানীর প্রশংসা করা হচ্ছে। বস্তুত সারা বিশ্বে অভিন্নভাবে এ নীতিই কার্যকর।

নবী করীম ﷺ এর প্রশংসা মূলতঃ আল্লাহরই প্রশংসা

উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টি কারণ নয়। উপরন্তু আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির এটাই অন্যতম মাধ্যম। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, কেউ শতশত বছর আয়ু হাসিলের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় সার্বক্ষণিক রত থাকেন, তাহলে মহান আল্লাহ তার প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং তিনি একধাপ বাড়িয়ে বলবেন, “আমি এ বিশাল সৃষ্টি জগত পয়দা করেছি শুধুমাত্র আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করার জন্য। যেহেতু সৃষ্টির প্রশংসা প্রকৃত পক্ষে স্রষ্টার প্রশংসার নামান্তর। আল্লাহ পাকের অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে কেউ যদি হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর বলে আখ্যায়িত করে, সে ব্যক্তি মূলত এর মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। কেননা আল্লাহই তাঁকে সুন্দর করে পয়দা করেছেন। সন্তানের প্রশংসায় পিতা-মাতা খুশি হন এবং শিক্ষার্থীর প্রশংসায় শিক্ষক সন্তুষ্ট হন। যদি সন্তানের প্রশংসা শুনে পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন তার প্রশংসা করা হচ্ছে অথচ আমাদের প্রশংসা কেন করা হচ্ছে না? তাহলে ধরে নিতে হবে উভয়েই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। যেহেতু সন্তানের প্রশংসা মূলত পিতা-মাতার প্রশংসা। আর গ্রন্থের প্রশংসা প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থকারের প্রশংসা বলেই বিবেচিত।

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা’আলা বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ “সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর।” এ বাণী গুন্যের সাথে সাথে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগ হয় যে, সকল প্রশংসা কেন আল্লাহর হবে? নিশ্চয় এর যৌক্তিক প্রমাণ আছে, সাথে সাথে উত্তর আসল رَبُّ الْمَالِئِينَ যেহেতু তিনি সারা জাহানের ‘রব’ তাই সকল প্রশংসা তার জন্যে অবধারিত। বিশ্ব জগতে যা কিছু তিনি পয়দা করেছেন এর প্রতিটি বস্তু দেখার সাথে সাথে তার প্রশংসা আপনিতাই চলে আসে। সৃষ্টির প্রশংসার মধ্যে

স্রষ্টার প্রশংসা নিহিত। এতে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর ওলীদের যদি প্রশংসা করা হয়, এতে আল্লাহ খুশি হন। কেননা ‘বেলায়ত’ এর বিশেষ মর্যাদা মহান আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। নবী-রাসূলদের প্রশংসা করলে মহান আল্লাহ খুশী হন, কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে ‘নব্যুত’ দান করেছেন। কাজেই তাদের প্রশংসা মানে আল্লাহর প্রশংসা। এতে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে যদি কেউ আজীবন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রত থাকেন, এতে তার প্রতি মহান আল্লাহ কখনো অসন্তুষ্ট হবে না বরং সন্তুষ্ট হবেন। কেননা যেসব দিক বিভাগেই হজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করা হয় সবকিছুই ‘الْحَمْدُ لِلَّهِ’ এর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কিছু আল্লাহর সৃষ্টি। তার স্রষ্টা ও রূপকার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কাজেই হামদে রাসূল অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাই মূলত আল্লাহর প্রশংসা।

আল্লাহর বিশেষ নামটি শ্রেষ্ঠনবী ﷺ এর মর্যাদার আসন

প্রশংসার যেমন সীমা আছে, তেমনি প্রশংসাকারীরও সীমা আছে। যার প্রশংসা করা হয় তিনি মাহমুদ বা প্রশংসিত। আল্লাহ বলেন, “প্রশংসা পাওয়া আমার অধিকার তাই আমি হলাম ‘মাহমুদ’ বা প্রশংসিত সত্তা। কিয়ামত পর্যন্ত এ ‘মাহমুদ’ আমার নাম হিসেবেই থাকবে। যখন সৃষ্টি জগত ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আমি আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ নাম দান করব।” প্রভুত্বের দাবী অনুযায়ী যে সব প্রশংসা পাবার অধিকার আল্লাহর আছে তা ব্যতীত বাকী সব ধরণের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের প্রতিচ্ছবি প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হবে। পরকালে সকল উম্মত মিলে চাইলেও এ মহান মর্যাদা তাকে দিতে পারতো না, যদি আল্লাহ তাকে দান না করতেন। যেহেতু এটা মহান আল্লাহর নাম বিশেষ। আল্লাহ নিজেই তার নামের এ অংশ ‘মাহমুদ’ নামটি তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন।

লক্ষ্য করুন, ইতোপূর্বে মহান আল্লাহ তাঁর অনেক গুণবাচক নাম তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। যেমন- আল্লাহ হলেন, ‘শাহীদ’ বা সাক্ষ্যদাতা, এ বৈশিষ্ট্যটি তিনি তাঁর বন্ধুকে দান করেছেন। তিনি রহীম (দয়ালু), এ বৈশিষ্ট্যটিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। তিনি (আল্লাহ) ‘রাউফ’ (অতিশয় মেহেরবান), এ বৈশিষ্ট্যটি তাকে দান করেছেন। এভাবে ‘সামী ও বসীর’ (সর্বশ্রোতা ও সর্বদেষ্ঠা) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সমূহের মাধ্যমে তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে এমন অনেক

বৈশিষ্ট্য যা মহান আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য তা তিনি তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। আর যে বৈশিষ্ট্য ও গুণবাচক নাম ‘মাহমুদ’ নিজের জন্যে সংরক্ষিত রেখেছিলেন, সে বৈশিষ্ট্যটি পরকালে তাঁর প্রিয় বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদার আসন বানিয়ে দেবেন। সকলেই তার প্রশংসায় রত থাকবে। যেন পরকালের অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করবে।

সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দু ‘মাহমুদ’

এখানে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, পৃথিবীতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা চালু থাকে। পরকালে সৃষ্টি জগতের সকলে একযোগে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রত থাকবে। মহান আল্লাহও তাঁর প্রশংসা করবেন। এমন অবস্থা কেন হবে?

উক্ত প্রশ্নের জবাব এই যে, ‘হামদ’ (প্রশংসা করা) হল একটি সৎকর্ম বিশেষ, যা মৌখিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যারা আল্লাহর ‘হামদ’ (প্রশংসা) করবে, তাদের অবশ্যই এর বিনিময় দেয়া হবে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন সকল আমলের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যাবে। সেই সাথে এর বিনিময়ও বিলুপ্তি হবে।

পরকালের একটি দিন হবে দুনিয়ার ৫০ হাজার দিনের মত, এত ব্যাপক সময়ে আমল করাম মত কোন আমল থাকবে না। শুধু দুনিয়ায় কৃত সব আমলের বিনিময় ও বিচার পাবার সুযোগ ছাড়া আর কিছু নেই। মহান আল্লাহ সেদিন ঘোষণা দেবেন আজ আমল করার সব সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে গেল। কারো করার মত কোন আমল নেই এবং এর বিনিময়ও নেই। আজ সকল নিয়ম-নীতি পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আরো বলবেন, আজ সৃষ্টির সকলে মিলে আমার হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রত থাকবে এবং আমিও তাঁর প্রশংসায় রত থাকব। অর্থাৎ সকল মাখলুক হবে ‘হামেদুন’ বা প্রশংসাকারী আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবেন ‘মাহমুদ’ বা প্রশংসিত। এজন্যে তাঁর বিশেষ পজিশনের নাম ‘মকামে মাহমুদ’। যেখানে সকল নবী রাসূল স্বয়ং তাঁর প্রশংসা করবেন। তাই মহান বিচার দিবসে হজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে পজিশন দেয়া হবে তার নাম হবে ‘মকামে মাহমুদ’। এ ‘মকামে মাহমুদ’ এর যিনি অধিকারী পৃথিবীতে তাঁর পবিত্র নাম রাখা হল মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (সুবহানাল্লাহ)

“মকামে মাহমুদ” এবং মকামে মুহাম্মদিয়ত

মুহাম্মদ ‘مُحَمَّدٌ’ শব্দটি ‘مِإْلَفَةٌ’ (মুবালাগা) বা অধিক বিশেষণে বিশেষিত করার শব্দরূপ। অর্থ- সর্বাধিক ও পুণঃ পুণঃ প্রশংসিত যিনি। আর ‘মাহমুদ’ অর্থ যার প্রশংসা করা হয়। এখন অন্তরে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, “হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার, যেহেতু তুমি সৃষ্টিকর্তা। হজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা যতই হোক, তিনি তো আপনার সৃষ্টি। আপনার প্রেরিত রাসূল এবং আপনার প্রিয় বন্ধু। ঈমান-আকীদার দৃষ্টিতে নয়, শুধু বিন্ধকের দৃষ্টিতে বলতে হয় মুহাম্মদ (অধিক প্রশংসিত) নামটি আপনার হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। যেহেতু সর্বাধিক প্রশংসা আপনারই হয়ে থাকে।

এ প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ বলছেন, আমার কোন কর্মই ভুল নয়। আমি ভুলক্রটি থেকে পবিত্র। আর আমার নাম মাহমুদ আর আমার হাবিবের নাম ‘মাহমুদ’ রাখাটা যথার্থ ছিল। যেহেতু তার প্রশংসা সৃষ্টিজগত সবাই করে। আমিও তাঁর প্রশংসা করি। তার প্রশংসা যখন আমি করে যাই, তখন তার প্রশংসা হয় সর্বাধিক। আর যদি তোমরা কর তা কী সর্বাধিক হতে পারবে।

যেহেতু আল্লাহ স্বয়ং তার প্রশংসা করেন তাই তাকে মুহাম্মদিয়তের পজিশন দেয়া হয়েছে। অন্যথায় তিনি এ পজিশনে উত্তীর্ণ হতেন না। লক্ষ্যণীয় যে, ফরয কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনের ফলে যে পজিশন তিনি হাসিল করেন তার নাম ‘মকামে মাহমুদিয়ত’। আর নফল ইবাদতের মাধ্যমে যে পজিশন হাসিল করেন তার নাম ‘মকামে মাহমুদ’।

মূলত একটু উঁচু মাপের চিন্তাধারা হল- হামদ বা প্রশংসা প্রাপ্তির যোগ্যতা কোন আমল ছাড়াই হাসিল হতে পারে। এ জন্যে প্রথম দিন থেকে মহান আল্লাহ তার হাবিবের নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখেছেন। প্রশংসাকারী যেখানে আল্লাহ নিজে সেখানে প্রশংসার কোন সীমা থাকে না, তা হয়ে যায় অসীম। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ প্রশংসা সীমাহীন হয় তখন আপনি আর আমি হাজারো চেষ্টা করে কী প্রশংসার সীমা বাড়াতে পারি? যত অধিক প্রশংসাই হোক, আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে তাঁর অসীম প্রশংসা সম্ভব নয়।

কাজেই স্বীকার করতেই হয়, যিনি তার বেণুমার (অত্যাধিক) প্রশংসা করেছেন, সে মহান আল্লাহ তার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখেছেন। মহান আল্লাহ স্বীয় বাণীর সূচনা করেছেন ‘মাহমুদ’ (অধিক প্রশংসিত)। আর সৃষ্টি জগতের প্রথম ছবির নাম রাখলেন ‘আহমদ’ এবং ‘মুহাম্মদ’। অতএব জানা গেল যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির সূচনাতেই স্বীয় নাম

‘মাহমুদ’ রাখলেন। ‘হামদ’ শব্দের উৎপত্তি থেকে প্রিয় হাবীবের নাম ‘মুহাম্মদ’ রাখলেন। আর পরকালে স্বীয় নামটি প্রিয় হাবীবকে প্রদানের মাধ্যমে তার পজিশনটির নাম দিবেন ‘মকামে মাহমুদ’। মূলত প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বিষয় ও পজিশনের সাথে ‘হামদ’ শব্দটি অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত। তাই ‘মকামে মাহমুদ’ প্রকৃত পক্ষে ‘মকামে মুহাম্মদিয়তের’ চূড়ান্ত রূপ হিসেবে স্বীকৃত।

মুহাম্মদ ﷺ নিজেই পূর্ণতার প্রতীক

‘হামদ’ শব্দটি কেবল প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেখানে শুধু প্রশংসা থাকবে সেখানে কোন ক্রটির স্থান নেই। যেমন কোন কিছু জানা হল সৌন্দর্য আর অজ্ঞতা হল ক্রটি। যখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাম্মদ আখ্যায়িত করা হয়, তখন প্রশংসার বিষয়ে সর্বপ্রকারের জ্ঞান তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। এতে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অজ্ঞতাও কাম্য নয়। যদি এমন হয় তবে তিনি আর মুহাম্মদ থাকেন না। অর্থাৎ প্রশংসিত হন না। প্রশংসা না হলে বা না থাকলে ক্রটি অবশিষ্ট থাকে। যদি কোন এক অংশে হামদ (প্রশংসা) না হয় তবে মুহাম্মদ (সর্বাধিক প্রশংসিত) শব্দটি আর থাকে না। যেকোন মর্যাদা দান করা হচ্ছে সৌন্দর্য আর এ মর্যাদা না থাকলে হয় ক্রটি। যদি হামদের (প্রশংসার) এ মর্যাদা তার জন্য না থাকে তবে তিনি মুহাম্মদও থাকবে না।

আমরা তাঁর নিকট দরুদ ও সালাম প্রেরণ করি। আর তিনি এটা শুনতে থাকেন, এটাই পূর্ণতা। যদি না শোনেন তবে গুণ্যতা বা ক্রটি সৃষ্টি হয়। এতে ‘হামদ’ (প্রশংসা) থাকে না। যেহেতু কখনো ক্রটি সৃষ্টি হয় না তাই তার মধ্যে হামদ এর পূর্ণতা সর্বদা বিরাজমান।

মুহাম্মদ (সর্বাধিক প্রশংসিত) এ নামে সে সৌন্দর্য বিরাজমান। যেমন আল্লাহর নাম ‘সুবহান’ (অতি পবিত্র সত্তা) এর মধ্যে বিরাজমান। ‘সুবহান’ অর্থ পবিত্র সে সত্তা যিনি সর্বপ্রকার দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত। কোন প্রকারের কমতি বা দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করে না। মহান আল্লাহর এ সুবহানিয়তের প্রতিচ্ছবি হল হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাম্মদিয়তের পজিশন। অর্থাৎ আল্লাহর সুবহানিয়তের পজিশনে যেমন ক্রটি নেই- তা পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতীক তেমনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাম্মদিয়তের পজিশনেও কোন ক্রটি নেই- যা পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতীক।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, হে আল্লাহ! পরকালে আপনি শুধু আপনার প্রিয় হাবীবের প্রশংসা করবেন এটা কী সে দিনের জন্য নির্ধারিত? না কী এটা সৃষ্টির শুরু থেকেই আপনি করে এসেছেন? উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন, “সে

দিন আমি তাকে এ পজিশন দেব, যার সূচনা আমি সৃষ্টির আদি থেকেই করে এসেছি।” তাই আমি বলেছি—

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿١﴾

“হে হাবীব, আমি আপনার স্বার্থে আপনার মর্যাদা সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছি।”^৪

আমি তো আমার মাহমুদের প্রশংসা সর্বাবস্থায় করে আসছি। প্রশংসার কর্ম তো একটি চলে আসছে। তবে বিষয়ের ভিন্নতাই শুধু লক্ষ্যণীয়।

কখনো তার প্রশংসায় বলেছি ‘إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ’-নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।^৫ এ বাণীর চাদরে পরিপূর্ণ প্রশংসা করেছি। কখনো ‘إِنَّ اللَّهَ إِنِّي لَأَكْتُبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يُكْتَبُ بِالْإِسْمِ الَّذِي اسْتَنْبَأْتَ رَبَّكَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ وَمَنْ يَمُوتْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَرْضًى’-নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাকুল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরদ পড়েন। হে মু’মীনগণ তোমরাও তাঁর প্রতি দরদ পড় এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে সালাম দাও।^৬ ‘মুহাম্মদ’ এবং ‘মাহমুদ’ এ দু’টি শব্দের মধ্যে অপূর্ব মিল দেখিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব নিজ কবিতায় তা ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তীতে হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেন,

وَسَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فُذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

‘মহান আল্লাহ হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারই স্বার্থে আপন নামের উৎস থেকে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম রেখেছেন। তাই আরশে আযীমের অধিপতি মহান আল্লাহর পবিত্র নাম ‘মাহমুদ’ এবং এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম রাখা হলো মুহাম্মদ।’^৭

^৪ আল-কুরআন, সূরা আল- ইনশিরাহ্ ৯৪:৪

^৫ সূরা কলম ৬৮:৪

^৬ আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৭৯

^৭ ১. হাস্‌সান বিন সাবিত (রাদি.) : দিওয়ান, পৃষ্ঠা : ৫৪

২. বুখারী : আত্ তারিখুস্ সাগীর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮

৩. বায়হাকী : দালায়িলুন্ নুবুয়াত, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৫

৪. ইবনু আবদিল বার : আত্ ডামহীদ লিমা ফিল মুআত্তা মিনাল মা’আনী ওয়াল আসানীদ, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৫৪

৫. যাহাবী : সিয়াকু আ’লামিন নুবলা, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৬

হাশরের ময়াদান, মকামে মাহমুদ এবং মহান শাফায়াত

‘মকামে মাহমুদ’ প্রকৃতপক্ষে সে মহান স্তর ও পজিশন কে বলা হয়, যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে থেকে মহাবনী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআতে কুবরা তথা মহান শাফায়াতের দায়িত্ব পালন করবেন। সকল সৃষ্টি তারই গুণগান ও প্রশংসায় রত থাকবে।

চক্ষু বন্ধ করে একটু চিন্তা করে দেখুন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ পজিশন যখন সে মহান বিচার দিবসে আত্মপ্রকাশ ঘটবে, পূর্বাপর সকল সৃষ্টি তাঁর প্রশংসায় রত থাকবে, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণার দৃষ্টি সর্বত্র বিরাজ করতে থাকবে, তখন তিনি বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহে উপস্থিত হয়ে সুপারিশ করার মধ্য দিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করবেন।

হাশরের মাঠে উপস্থিত সকলে ‘পুলসিরাত’ নামক সাঁকো পাড়ি দেবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠবে, তখন তিনি তথায় উপস্থিত হয়ে সীমাহীন কান্নাকাটি ও আহাজারীর মধ্য দিয়ে গুনাহগার উন্মত্তের জন্য সহজে এটা পরোপারের ব্যবস্থার্থে সুপারিশ করে বলবেন, ‘رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ’ “হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক নিরাপদে আমার উন্মত্তদের পরোপারের ব্যবস্থা করুন।” হে মুনিব, এ সব গুনাহগারদের রক্ষা করুন। নিজের ক্ষমা ও মেহেরবাণীর চাদরে তাদের হেফাজত করুন। ওহে আহকামুল হাকেমীন স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে আমার পাপী উন্মত্তদের নাজাত দিন।

ঐ দিন হবে শুধু নাফসী...নাফসী বা নিজকে রক্ষ করার ভয়ে তটস্থ থাকার দিন। পিতা-পুত্র থেকে পরস্পর পালানোর দিন। যার উপর সামান্য ভরসা থাকবে তারাও পালিয়ে যাবে। সকল আপনজন হবে সেদিন আপরিচিত। পাপের হেঁচট খেয়ে পড়ে গেলে উঠিয়ে নেয়ার কেউ নেই। ভয়াবহ এ অবস্থার বিবরণ মহান আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন,

৬. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযীন, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২৬

৭. আসকালানী : ইরশাদুস্ সারী শরহে বুখারী, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৫৫

৮. কুসতুলানী : ইরশাদুস্ সারী, শরহে বুখারী, খন্ড : , পৃষ্ঠা : ২১

৯. কুসতুলানী : আল্ মাওয়াহিবুল লুদুনিয়াহ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫

১০. যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়াহ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩৭

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ﴿١٦﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿١٧﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ

﴿١٨﴾ وَصَحْبَتَيْهِ وَبَنِيهِ ﴿١٩﴾ لِكُلِّ آخِرِيٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٢٠﴾

“যখন কানফাটা বিকট শব্দে পরিবেশ ভারী করে তুলবে, সে দিন মানুষ আপন ভাই থেকে পালিয়ে বেড়াবে, নিজের মাতা-পিতা থেকেও পালাবে। নিজেদের স্ত্রী-পরিজন থেকে দূরে সড়ে দাড়াবে। সন্তানাদির খবর কেউ নেবে না। প্রত্যেকেই চিন্তায়ুক্ত ও আতঙ্কিত অবস্থায় কালাতিপাত করতে থাকবে।”^৮

এ কাঠিন দিবসে পূর্বাপর সকলেই ‘শাফিয়ে মাহশর’ দয়ালনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কদমের নিকট উপস্থিত হবে। সে কাঠিনতম মুহূর্তে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সবস্থানে উপস্থিত হবেন এবং সুপারিশ রত থাকবেন।

কখনো তিনি (মিযানে) পাপ-পুণ্যের মাপ যন্ত্রের নিকট উপস্থিত হবেন। আমলনামাসমূহ পরিদর্শন করত পাপীগণ চিহ্নিত হলে তাদের জন্য বিশেষ সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। অতঃপর তিনি ‘পুলসিরাতের’ পাদদেশে উপস্থিত হবেন। তথায় সুপারিশ করবেন। (যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।) আবার এক মুহূর্তে ‘হাউজে কাউসার’ এর নিকট হাজির হবেন। সেখানে তৃষ্ণার্থ উম্মতদের তিনি নিজ হাতে পানি পান করাবেন। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত তিনি স্থানে অবস্থানের বিষয়টি তিনি নিজেই উম্মতের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দিয়েছেন।

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْمَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيَّنَ أَطْلُبُكَ قَالَ أَطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي

عَلَى الصَّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ

قُلْتُ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُحْطِي هَذِهِ

الثَّلَاثِ الْمَوَاطِنِ.

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি কিয়ামতের দিন

^৮ আল-কোরআন, সূরা আবাসা, ৮০: ৩৩-৩৭

হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা করব। তখন আমি জানতে চাইলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় গেলে সেদিন আপনার সাক্ষাত মিলবে? জবাবে তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তুমি আমাকে ‘পুলসিরাত’ এর নিকট খুঁজবে। আমি আরজ করলাম, ‘হুজুর, আপনাকে যদি সেখানে না পাই? জবাবে তিনি বলেন, আমাকে মিযানের (নেকী ও পাপের মাপযন্ত্রের) নিকট খুঁজবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করলাম সেখানেও যদি আপনার সাক্ষাত না মিলে? তিনি বলেন, তাহলে আমাকে হাউজে কাউসারের নিকট খুঁজে দেখবে। মূলত এ তিনটি স্থানের মাঝেই আমি অবর্তিত থাকব।^৯

হাশর দিবসে বিভিন্ন স্থানে হুজুর صلى الله عليه وسلم এর উপস্থিতি

উপরোল্লিখিত বর্ণনাসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়নের পর সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হাশর দিবসে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করবেন না, বরং তিনি বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে এক একটি স্থানে অবস্থান করবেন। এর পেছনে রহস্য এবং উদ্দেশ্য এই যে, যেখানে বা যে অবস্থানে উম্মতের প্রয়োজনে তাঁর সহযোগিতা ও সুপারিশ কাম্য সেখানে দ্রুত তিনি উপস্থিত হবেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আঁচল ধরে তিনি প্রয়োজনীয় সব সুপারিশ করবেন।

কখনো দেখা যাবে তিনি পিপাসার্থ উম্মতদের পানি পান করানোর কর্মে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন। কখনো দৃষ্টি পড়বে যে, তিনি গুনাহগার উম্মতদের নিরাপদে পারাপারের ব্যবস্থা নিতে পুলসিরাতের পাদদেশে উপস্থিত। কখনো অবলোকন করা যাবে যে, তিনি সে সব উম্মতের উদ্ধার কার্যে নিয়োজিত যারা নিশ্চিত জাহান্নাম পানে ধাবিত। যেখানে সকলের মুখে অভিন্ন শব্দ নাফসি-নাফসি (আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও) সে ক্ষেত্রে তিনি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুমোদন নিয়ে সব শ্রেণীর সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর দয়া, মায়া, ক্ষমা ও মুক্তি বিতরণে ব্যস্ত থাকবেন।

^৯ ১. তিরমিযি : আল জামিউস সহীহ, সিফাতুল কিয়ামাহ পরিচ্ছেদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬২১, হাদিস : ২৪৩৩

২. আহমদ বিন হামল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৮, হাদিস : ১২৮৪৮

৩. মুশযির : আত্ তাবগীর-ওয়াত তারহীব, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩০, হাদিস : ৪৮৫৮

৪. আসকালানী : ইবনু হাজর, ফতহুল বারী শরহে সহীহ বুখারী, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৬৬

যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্ধারিত একটি স্থানে অবস্থান নেন তাহলে 'মিয়ান'এর নিকট অসহায় উম্মতের খবর কে নেবেন? কারো পাপের বোঝা ভারী হয়ে সে অসহায়ত্ব বোধ করছে, তাকে সাহায্য কে দেবেন? মূলত প্রতিটি স্থান থেকে তাঁর সহযোগিতা প্রাপ্তির ফরিয়াদ আসবে। বিশাল উপস্থিতির ভীড়েও তিনি সকল বিপদগ্রস্ত উম্মতের নিকট হাজির হবেন। মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ সুগন্ধি সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি বিপদগ্রস্ত উম্মতকে সেভাবে উদ্ধারে এগিয়ে আসবেন যেমনি কোন মা তার প্রতিবন্দি শিশুর যত্নে এগিয়ে আসে। তার পবিত্র হৃদয় সর্বদা ব্যথিত থাকবে কিন্তু মুখে মহান আল্লাহর গুণগান অব্যাহত থাকবে। চক্ষু থাকবে সকল বিপদগ্রস্তের দিকে নিবেদিত। কখনো হোঁচট খেয়ে পড়ন্তদের উঠাতে ব্যস্ত, ঘামের সাগরে ডুবন্তদের উদ্ধার তৎপরতায় লিপ্ত, আবার কখনো জাহান্নামীদেরকে বাঁচাতে তৎপর। মূলত সবখানেই থাকবে তাঁর পবিত্র বিচরণ। যেকোন বিপদগ্রস্ত জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতার জন্য তাঁকেই আহ্বান জানাতে থাকবে।

সবদিকে শুধু আহাজারি, কান্নাকাটি, ফরিয়াদ, হতাশা ও বঞ্চনার কঠিন মুহূর্ত হঠাৎ করে মহান আল্লাহ পূর্বাপর সকল বণী আদম, সকল নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতগণকে একত্রিত হবার নির্দেশ দিবেন। সকলেই একত্রিত হতে থাকবে। তাদের মুখে মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা জারি থাকবে। এ অভূতপূর্ব দৃশ্যের সম্মুখে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় মাহবুব মহান সরদার দয়ালনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের পাশের আসনে পবিত্র আরশের উপর উপবিষ্ট করাবেন। এখানে বসেই তিনি পূর্বাপর সকল সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত হবেন। (সুবহানাল্লাহ)

'মকামে মাহমুদ' প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ এবং এর বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গি ও দিক-বিভাগ পরিলক্ষিত হয়, যা বরণ্য মনীষীদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। নিম্নে এসব বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হল :

'মকামে মাহমুদ' অর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বর্ণিত আয়াত (সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ নং) এর তাফসীর ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমত উপস্থাপন করা হবে, অতঃপর বিস্তারিত বিবরণের প্রয়াস রাখছি। (ইনশাআল্লাহ)

১. 'মকামে মাহমুদ' মূলতঃ শাফায়াত করার মর্যাদা

তাফসীর ও হাদিস শাস্ত্রের প্রায় সকল ইমাম ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন যে, 'মকামে মাহমুদ' মূলত 'মকামে শাফায়াত' হিসেবে বিবেচিত। কিয়ামত দিবসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। এ বিশেষ মর্যাদা ও পজিশন কেবল উনাকে দেয়া হয়েছে বিধায় এটি একটি বিশেষ পজিশন। যাকে 'মকামে মাহমুদ' বলা হয়।

এ মতের অধিকারী তাফসীর ও হাদিস শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ইমামের নাম হচ্ছে—

১. ইমাম ইবনে জরীর তাবারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
২. ইমাম বাগাভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩. কাজী আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৪. ইমাম ইবনে জওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৫. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৬. ইমাম কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৭. ইমাম খাজেন রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৮. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৯. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১০. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১১. ইমাম কাস্তালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১২. কাজী সানা উল্লাহ পানিপথী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৩. ইমাম শাওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এবং
১৪. আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।

আল্লামা কাজী আয়াজ শাফায়াতের ৫টি স্তর বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম কুরতুবী তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে :

১. শাফায়াতে আম্মাহ বা সাধারণ সুপারিশ, যা সবার জন্য।
২. বিনা হিসাবে কিছু লোকের জান্নাতে যাবার সুপারিশ।
৩. শাস্তিযোগ্য উম্মতদেরকে জান্নাতে পৌঁছানোর সুপারিশ।
৪. জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ।
৫. জান্নাতে মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধির সুপারিশ।

২. হুজুর আকরাম ﷺ কে পবিত্র আরশে আসন দান

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশ আযীমে বসানোর ব্যবস্থা করার মহা মূল্যবান মর্যাদার নাম 'মকামে মাহমুদ'। এ বিষয়ের উপর যে সকল ইমাম মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. ইমাম ইবনে জারীর আত্-তাবারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
২. ইমাম বাগাজী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩. কাজী আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৪. ইমাম ইবনে জাওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৫. ইমাম কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৬. ইমাম খাজেন রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৭. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
৮. আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম আয্ যাওযীয়াহ।
৯. ইমাম ইবনু হাজার আস্ কালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১০. আল্লামা আইনী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১১. ইমাম কাস্তালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১২. কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৩. ইমাম শওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৪. ইমাম জামাল উদ্দীন কাসেমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ।

এ মতামতের বিপক্ষে ইমাম ওয়াহেদীসহ কতিপয় ইমাম অবস্থান নিয়েছেন। তাদের মতামতকে আকলী এবং নকলী তথা বিবেকসম্মত বর্ণনামূলক প্রমাণাদি দ্বারা অনেক ইমাম খণ্ডন করেছেন।

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, 'মকামে মাহমুদ' সম্পর্কে বর্ণিত অপরাপর সব অর্থই উল্লেখিত অর্থ তথা 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আরশ আযীমে উপবিষ্ট হবেন' এই অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রকৃত পক্ষে 'মকামে মাহমুদ' এর সকল মর্মার্থ 'শাফাআতে আম্মাহ' বা সবার জন্যে সুপারিশ বিষয়ের সাথে পরিপূর্ণ মিলে যায়। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হামদ-এর পতাকা প্রদান করা, স্বয়ং মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁর প্রশংসা করা, সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলা, আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ আসনে আরোহণ করা, জিবরাঈলের যেখানে ক্ষমতা নেই, সেই স্তরে গিয়ে আল্লাহর সাথে

সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি এসব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব একমাত্র তাকে দেয়া মানে সে 'মকামে মাহমুদের' অনন্য বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। যে বিশেষ পজিশন অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি সকলের জন্য সুপারিশ করতে থাকবেন।

৩. বিচার দিবসে তাকে হামদের ঝাণ্ডা প্রদান

'মকামে মাহমুদ' এর তৃতীয় অর্থ হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরকালে 'হামদ'এর পতাকা প্রদান করা হবে। ইমাম কুরতুবী, ইবনে হাজার আসালানী এবং ইমাম শওকানী এ অর্থ নিয়েছেন।

৪. উম্মতদের জাহান্নম থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান

'মকামে মাহমুদ'এর আরো একটি অর্থ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরকালে সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামী উম্মতগণকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। কাজী আয়াজ এবং ইমাম কুরতুবী প্রমুখ এ অর্থ গ্রহণ করেছেন।

৫. হুজুর ﷺ কে সবুজ ইউনিফর্ম পরিধান

'মকামে মাহমুদ' এর আরো একটি অর্থ এই যে, কিয়ামতের কঠিন দিবসে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবুজ ইউনিফর্ম (পোশাক) পরানোর মাধ্যমে সম্মানিত করা হবে। 'মকামে শাফায়াত' অর্জন করার পর তাকে ফিরিশতা কর্তৃক এ বিশেষ আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করানো হবে। কাজী আয়াজ এবং ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ ইমামগণ এ অর্থ নিয়েছেন।

৬. পবিত্র আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থান

'মকামে মাহমুদ' এর অন্য একটি অর্থ হল, কিয়ামত দিবসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আরশের ডানপাশে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এ পজিশন শুধুমাত্র তাকে দেয়া হবে। কাজী আয়াজ এবং ইবনে হাজার আসকালানী এ অর্থ নিয়েছেন।

৭. আল্লাহর বিশেষ আসনের পার্শ্বে বিশেষ অবস্থান

হাশরের কঠিন ময়দানে মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ মর্যাদা অনুযায়ী স্বীয় বিশেষ আসনে যখন আরোহণ করবেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আসনের ডানপাশে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনে অবস্থান করবেন। মূলত এটাই 'মকামে মাহমুদ'। কাজী আয়াজ প্রমুখ মুফাস্‌সির এ অর্থ নিয়েছে।

মকামে মাহমুদ

﴿২১﴾

৮. বিশেষ আহবানের পাশাপাশি প্রশংসার বিশেষ বাণী

কিয়ামতের ময়াদানে মহান আল্লাহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ আহবানে ডাকবেন। আরশে আযীমে উপবিষ্ট হওয়ার পর মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি তথায় উপস্থিত হলে মহান আল্লাহ তাঁকে প্রশংসা করার জন্য বিশেষ বাণীসমূহ উপহার দেবেন ও শিখাবেন। যা ইতোপূর্বে কাউকে শিখানো হয় নি। এ বিশেষ মর্যাদাও কাজী আয়াজ এবং ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ মুফাস্সির এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৯. সকল উম্মতের জন্য মহান শাফাআতের ক্ষমতা দান

হাশরের ময়াদানে সকল নবী ও রাসূল নিজ নিজ উম্মতসহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হবেন। সে কঠিন মুহূর্তে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। মহান সুপারিশের এ ক্ষমতা হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করা হবে। কাজী আয়াজ প্রমুখ এ মতামত ব্যক্ত করেন।

১০. আল্লাহ পাক জানবেনঃ আমি আপনার উম্মতের জন্য কী করতে পারি?

কিয়ামতের কঠিন ময়াদানে যখন হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআতের জন্য মহান আল্লাহর গভীর ভালবাসার দৃষ্টিতে তাঁর নিকট জানতে চাইবেন এবং বলবেন, “হে আমার হাবীব আপনার উম্মতের জন্য আমি কী করতে পারি? কী ধরনের আচরণ করলে আপনি খুশি হবেন?” এ ধরনের বিশেষ মর্যাদা তাকে দেয়া হবে। এটাই মকামে মাহমুদ হিসেবে স্বীকৃতি। কাজী আয়াজ প্রমুখ তাফসীরকারকগণ এ অর্থ নিয়েছেন।

১১. সকল উম্মতের জন্য মহান শাফাআতের ক্ষমতা দান

বিচার দিবসে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবেন, তখন মহান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ সংবর্ধনা দানে ধন্য করবেন। এটাই ‘মকামে মাহমুদ’ হিসেবে বিবেচিত। কাজী আয়াজ প্রমুখ ইমামগণ এ অর্থ নিয়েছেন।

১২. পূর্বাঙ্গর সকলেই প্রিয় নবী এর প্রশংসা করবে

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়াদানে উপস্থিত পূর্বাঙ্গর সকল বনী আদম, সৃষ্টি জগত, নবী-রাসূল আউলিয়ায়ে কেলাম এবং সমস্ত উম্মত একযোগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রত থাকবে। এটাই ‘মকামে মাহমুদ’

মকামে মাহমুদ

﴿২২﴾

হিসেবে বিবেচ্য হবে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম এবং আল্লামা শাওকানী এ অর্থ নিয়েছেন।

বিঃদ্র: ‘মকামে মাহমুদ’ এর সে সব অর্থ ও তাৎপর্য বিভিন্ন তাফসীরকারক ও ইমামগণ উল্লেখ করেছেন এর বিস্তারিত বিবরণ নিজেদের দলীল প্রমাণসহ তাফসীর ও হাদীসের সূত্র উল্লেখ পূর্বক উপস্থাপন করা হচ্ছে।

‘মকামে মাহমুদ’ অর্থের বিস্তারিত বিবরণ

উপরোল্লিখিত আলোচনা ইমাম ও তাফসীরকারকগণের মতামত ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশ্যই তাদের মতামতের স্বপক্ষে দলীল প্রমাণসমূহ বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হল—

ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর মতে ‘মকামে মাহমুদ’ এর তাফসীর

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত তাবারী (২২৪-৩১০ হি.) হিজরি তৃতীয় শতকের একজন মহান মুফাসসির হিসেবে খ্যাত। তার বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর ‘জামেউল বয়ান ফী তাফসিরিল কুরআন’ অর্থাৎ তাফসীরে তাবারী ১৫ খন্ড, ৯৬-১০০ পৃষ্ঠাতে ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ ২টি বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনার প্রয়াস পেলাম।

১. ‘মকামে মাহমুদ’ দ্বারা শাফায়াতের পজিশন উদ্দেশ্য

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন, ‘তাফসীরকারকগণের মধ্যে ‘মকামে মাহমুদ’ এর অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

অধিকাংশ তাফসীরকারকগণের মতে এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিবস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাফায়াতের বিশেষ পজিশনে স্থান দিবেন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণিত দলীলসমূহ কতিপয় উদ্ধৃতি করা হল—

দলিল নং : ১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فِي قَوْلِهِ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ سُئِلَ عَنْهَا قَالَ هِيَ الشَّفَاعَةُ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মহান আল্লাহর বাণী “অচিরেই মহান আল্লাহ আপনাকে মকামে মাহমুদ স্তরে উপনীত করবেন” এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, জবাবে তিনি বললেন, এটা শাফায়াতের মর্যাদা বা পজিশন।^{১০}

^{১০} ১. তিরমিযি : আল জামেউস সহীহ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩০৩, হাদিস : ৩১৩৭

২. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৯

দলিল নং : ২

قَالَ حَدِيثُهُ ﷺ : ... : يَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ، وَيَفْهَدُهُمُ الْبَصَرَ حُفَاةَ عُرَاةٍ كَمَا خَلِقُوا، سَكُونًا لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، قَالَ : فَيُنَادِي مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَلْمَهْدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، سُبْحَانَ رَبِّ الْبَيْتِ، قَالَ : فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾

হযরত হোয়াইফা রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হাশরের দিন বিস্তীর্ণ ও সমতল ময়দানে মহান আল্লাহ সকল বনী আদমকে একত্রিত করবেন। যেখানে আহবানকারীর বক্তব্য সকলে শুনবে এবং তাকে সবাই দেখবে। সকলেই জন্মদিনের মতো বিবস্ত্র হবে। সকলেই চুপ থাকবে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে সাহস পাবে না। তখন মহান আল্লাহ উঁচু কণ্ঠে ডাকবেন, বলবেন “মুহাম্মদ” জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন “উপস্থিত, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার দরবারে হাজির। সকল কল্যাণ আপনার হাতে অকল্যাণ বলতে কিছু নেই। আপনি যাকে হেদায়ত দান করবেন, সেই হেদায়ত পাবে। আপনার বান্দা আপনার দরবারে উপস্থিত। আমি আপনার পবিত্র কদমে নিবেদিত, আমার দৌড়-ঝাঁপ শুধু আপনার দিকে, আপনার দরবার ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, নেই কোন মুক্তির পথ। আপনি বরকতময়, পবিত্র ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে বাইতুল্লাহর মালিক রাক্বুল আলামীন!” হযরত হোয়াইফা রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু বলেন, এটা সেই মর্যাদা ও পজিশন, যা মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করেছেন। তিনি (আল্লাহ) বলেন, “অচিরেই আপনার রব আপনাকে ‘মকামে মাহমুদ’ এ অধিষ্ঠিত করবেন।”^{১১}

৩. সুয়ুতী : আদ দুররুল মনসুর ফি তাফসির বিল মনসুর, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৫৪৩

^{১১} ১. হাকিম : (বুখারী-মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) আল-মুসতাদরিক, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৫, হাদিস : ২৩৮৪

২. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২১৯, হাদিস : ২১৭৪৪

দলিল নং : ৩

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ' মকামে মাহমুদ সে মর্যাদাপূর্ণ পজিশনের নাম, যেখানে পৌছে আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করব।^{১২}

দলিল নং : ৪

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَذْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعُرْقَ نِصْفَ الْأُذُنِ، فَيَبْنَاهُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا بِأَدَمَ، فَيَقُولُ: لَسْتَ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ثُمَّ مُوسَى، فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَشْفَعُ، فَيَقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ، فَيَوْمِئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَجْمُدُهُ أَهْلَ الْجَمْعِ كُلَّهُمْ»

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিনি সূর্য মানুষের মস্তকের কাছাকাছি স্থাপিত হবে। (সূর্যের পথর তাপের কারণে) মানুষের ঘাম এক বেশী হবে যে, তা কান পর্যন্ত পৌছে যাবে। তখন সকলে এ কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি চেয়ে হযরত আদম আলাহিস্ সালামের নিকট সুপারিশ পাবার আশায় উপস্থিত হবে। তিনি জানিয়ে দেবেন, “আমার আজ সে অধিকার নেই।” অতঃপর মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট গেলে তিনিও একই জবাব দেবেন। তখন সকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি সুপারিশ করবেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু এগিয়ে জান্নাতের দরজাসমূহ স্পর্শ করবেন। এদিন মহান আল্লাহু তাকে ‘মকামে মাহমুদ’ এ অধিষ্ঠিত করবেন। হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলেই তাঁর প্রশংসায় রত থাকবে।^{১৩}

২. মহান আল্লাহর পাশাপাশি তাঁকে পবিত্র আরশে বসানো

ইমাম ইবনে জরীর তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, ‘মকামে মাহমুদ’ শব্দের বিশ্লেষণে কতিপয় আলেমের মতামত হল, বিচার দিবসে মহান আল্লাহ হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘মকামে মাহমুদ’ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য হল, মহান আল্লাহর পাশে পবিত্র আরশ আযীমে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বসাবেন। প্রমাণ স্বরূপ হযরত মুজাহিদ এর নিম্ন বর্ণিত বক্তব্যটি উল্লেখ যোগ্য।

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قَالَ: يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى عَرْشِهِ.

হযরত মুজাহিদ আল্লাহর বাণী- “অচিরেই আপনার রব আপনাকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন” এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, “আপনার বর আপনাকে নিজের পাশেই পবিত্র আরশে বসাবেন।”

মকামে মাহমুদ দ্বারা যদিও মহামে শাফাআত উদ্দেশ্য, তথাপি মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরশের উপর মহান আল্লাহর সাথে বসানোর বিষয়টি অত্যধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কেননা সাহাবী ও তাবেরীয়দের বর্ণনা কখনো খন্ডন করার মত নয়।

উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কে একই মতামত ব্যক্ত করতঃ অনেক ইমাম ও মুফাসসির হযরত বিভিন্ন প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন যার বিবরণ একটু পরেই যথাস্থানে অবগত হতে সক্ষম হবেন।

১২. ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৪১, হাদীস : ১০৮৫১

২. ইবনে কাসীর : তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৯

১৩. ১. তাবরানী : আল মুজামুল আউসাত, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২১১, হাদীস : ৮৭২৫

২. দায়লামী : মুসনদে ফেরদাউস, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৭, হাদীস : ২৬৭৭

ইমাম বগাভী (রহ.)'র মতে মকামে মাহমুদ এর তাৎপর্য

ইমাম বাগাভী (ওফাত : ৫১৬ হি.) যিনি হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হিসেবে খ্যাত ছিলেন। যিনি 'মুহিউস্ সুন্নাহ' উপাধিতে ভূষিত। ইমাম বাগাভী এবং ইমাম গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দ্বীন ইসলামের ব্যাপক খেদমত আনজান দেন। ইমাম বাগাভী হযরত গাউসুল আযম রাহমতুল্লাহি আলাইহি এবং দাতাগঞ্জ বখশ রাহমতুল্লাহি আলাইহির যুগেরও আগ থেকে মুহাদ্দিস এবং মুফাসসির হিসেবে খ্যাত। একাধারে তিনি 'মুআলিমুত্ তানযীল' ও 'মসাবিহুস্ সুন্নাহ্' এর মত বিশাল হাদীস শাস্ত্রসমূহের গ্রন্থাগার ছিলেন।

এসব বিবরণের উদ্দেশ্য এই যে, ইমাম বাগাভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এতো উঁচু মাপের মুহাদ্দিস ও মুফাসসির, যিনি কোন দুর্বল ও ভিত্তিহীন বিবরণ উপস্থাপন করেন না। বিখ্যাত সাহাবী ও তাবেরীয়দের বক্তব্য নিয়েই তিনি স্বীয় গ্রন্থসমূহ সমৃদ্ধ করেছেন।

ইমাম বাগাভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মুআলিমুত্ তানযীল, খন্ড : ৩, পৃ. ১৩২- এ মকামে মাহমুদ এর দু'টি অর্থ উল্লেখ করেছেন।

১. মকামে মাহমুদ অর্থ মকামে শাফা'আত। শাফায়াতের সে মর্যাদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করা হবে, যার ভিত্তিতে তিনি গুনাহগার উম্মতগণের জন্য নাযাতের ব্যবস্থা করবেন। জাহান্নামীদেরকে বের করে জান্নাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন। মূলত শাফায়াতের (সুপারিশের) এ স্তরের নাম হলো 'মকামে মাহমুদ'।

সুপারিশ তথা শাফায়াতের বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত।

শাফায়াতের অস্বীকৃতি জানিয়েছিল সর্বপ্রথম 'আমর বিন উবাইদ' নামক জনৈক খারেজী। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদিস দ্বারা জানা যায় শাফায়াত অস্বীকারকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিল একজন খারেজী। পরবর্তীতে এ বিষয়ে সকলে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত একটি হাদিস নিম্নে প্রদত্ত হল-

عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ قَالَ : كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيِي مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عَصَابَةِ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحْجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ : فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةِ، عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيَّ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ! مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ وَاللَّهِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ﴾ وَ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ : فَقَالَ أَنْفَرَأ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ! قَالَ : فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ (يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ)؟ قُلْتُ : نَعَمْ! قَالَ : فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ ﷺ الْمُحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ.....

হযরত ইয়াযীদ ফাকীর বর্ণনা করেন, খারেজী মতাদর্শে আমি নিমজ্জিত ছিলাম। (আমার ধারণা ছিল যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।) এ ধারণা লালন করা অবস্থায় একদিন আমি সঙ্গী-সাহাবীদের একটি দল নিয়ে হজ্ব করার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দিলাম। (মনে মনে ভাবলাম) যখনি যাদের দেখা হবে তাদের নিকট আমার নিজস্ব মত (খারেজীদের এ আকীদা-বিশ্বাস) উপস্থাপন করব। তিনি বলেন সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হজ্ব যাত্রা পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার পাদদেশ দিয়ে সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। মদীনা শরীফে হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখলাম মসজিদে নববীতে একটি স্তম্ভে হেলান দেয়া অবস্থায় পবিত্র হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার ফাঁকে হঠাৎ জাহান্নামীদের প্রসংগ আসল। আমি তাকে লক্ষ্য করে জানতে চাইলাম “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, জাহান্নামীদের ব্যাপারে আপনি এসব কি বলছেন? অথচ মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন “যাকে তুমি জাহান্নামে দেবে তাকে লাঞ্চিত করবে।” অন্যত্র বলেছেন, “যদি কেউ জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চায় তাকে পুণরায় সেখানে ঢুকিয়ে দেয়া হবে।” কজেই এ আয়াতদ্বয়ের আলোকে জাহান্নামীদের ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কী? তখন তিনি আমাকে বললেন তুমি কী কুরআন পড়েছ? বললাম, হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, সেখানে হজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ প্রদত্ত সে মকাম- যাকে মকামে মাহমুদ বলা হয় তা কী পড়েছ? বললাম, হ্যাঁ। তাহলে জেনে রাখ, ইহাই তাঁর

মকাম ও পজিশন যে অসংখ্য জাহান্নামীকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।^{১৪}

অতঃপর এ প্রসঙ্গে তিনি শাফায়াতের একটি পূর্ণাঙ্গ হাদিস বর্ণনা করে শুনালেন।

২. মকামে মাহমুদ অর্থ বিশেষ আসন- কুরসী। ইমাম বাগতী স্বয়ং বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম থেকে মকামে মাহমুদের দ্বিতীয় এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এটা হলো কুরসী বা সে আসন যার উপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ মর্যাদায় বসানো হবে। হযরত মুজাহিদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-“يُجْلِسُهُ عَلَي الْعَرْشِ” অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানো হবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, “يُعَدُّهُ” উপর বসানো হবে।

হাশরের মাঠে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থাকবে। কেউ বিস্তীর্ণ জমিনে বসে থাকবে, কেউ আলোর পাহাড়ে অবস্থান করবে আবার কেউ মিম্বরের উপর আরোহণ করবে। সে সময় সকলে দেখবে আরশে মুআ'ল্লার উপর দু'টি আসন (কুরসী) সজ্জিত। একটি কুরসী (মহান আসন) এর উপর রাব্বুল আলামীন আপন শানে উলুহিয়াতের ভিত্তিতে উপবিষ্ট হবেন। দ্বিতীয় আসনের উপর মহান আল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসাবেন।

উপরোক্ত দু'টি বিবরণের পর ইমাম বাগতী এ বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত করেন। এ বিষয়ে আর আলোচনার অবতারণা না করার উদ্দেশ্য হলো এ দু'টি অর্থই মকবুল (গৃহীত) হয়েছে। এ ছাড়াও এ বিষয় দু'টির বিপক্ষে কোন তাফসীর কারক বা ইমাম বক্তব্য রাখেন নি। এতে প্রমাণিত যে বিষয় দু'টি তাদের নিকটও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

^{১৪} ১. মুসলিম : আস্ সাহীহ, কিতাবুল ইমান, বাবু আদনা আহল ওয়া-জান্নাহ মানযিলাতান ফীহা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৯, হাদিস : ১৯১

২. আবু আওয়ানা : আল মুসনাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৪, হাদিস : ৪৪৮

৩. ইবনু মুনদাহ : আল ইমাম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৩৯, হাদিস : ৩১৫

৪. কাজী আযায় : আশ্ শিফা, বিতারীফি হুকুকিল মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃষ্ঠা : ২৭২

আল্লামা কাজী আযাজের নিকট মকামে মাহমুদের অর্থ ও তাৎপর্য

কাজী আযাজ (রহঃ) (৪৭১-৫৪৪ হি.) যিনি হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একজন যুগশ্রেষ্ঠ সুমহান চিন্তাবিদ, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর বিশ্ব খ্যাত কিতাব 'আশ্ শিফা বি তারিফী হুকুকিল মোস্তফা' গ্রন্থে বর্ণিত (৬৬৯-৬৭৭ নং পৃষ্ঠা) সমূহে 'মকামে মাহমুদ' এর দশটি অর্থ প্রমাণাদিসহ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হলো-

১. মকামে মাহমুদ মূলত শাফাআতে কুবরা'র নাম

(কিয়ামত দিবসে মহান সুপারিশের মর্যাদা মকামে মাহমুদ হিসেবে বিবেচিত।)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস এবং তাফসীরকারকগণের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে জানা যায় যে, কিয়ামত দিবসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপারিশ করার যে ক্ষমতা দেয়া হবে এবং তিনি যে সুপারিশ করবেন তা মকামে মাহমুদ হিসেবে স্বীকৃত।

দলিল নং : ১

عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُنًّا كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ : يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ.

হযরত আদম বিন আলী (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সকল লোকজন নিজ নিজ নবী-রাসুলদের পিছনে পিছনে দলে দলে চলতে থাকবে। এবং বলবে ওহে প্রিয় নবী, আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। ওহে নবী আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। এভাবে বলতে বলতে সুপারিশের দাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি যে সুপারিশের ক্ষমতা পাবেন, এটাই মহান আল্লাহ তাঁকে মকামে মাহমুদের পজিশনের মাধ্যমে দান করবেন।^{১৫}

^{১৫} ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুত তাফসীর, সূরা বনী ইসরাঈল পরিচ্ছেদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭২৮, হাদিস : ৪৪৪১

২. তিরমিযি : আস্-সুনান, কিতাবুত তাফসীর, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩০৪, হাদিস : ৩১৩৭

৩. বায়হাকী : আস্-সুনান আল কুবরা, খন্ড : , পৃষ্ঠা : ৩৮১, হাদিস : ৪২৯৫

দলিল নং : ২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ سُئِلَ عَنْهَا قَالَ هِيَ الشَّفَاعَةُ .

হযরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মহান আল্লাহর বাণী, “অচিরেই আপনার রব আপনাকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন” প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বললেন এর অর্থ সুপারিশ করার মর্যাদা।^{১৬}

দলিল নং : ৩

হযরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত (হাদিস যা আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) সংকলন করেছেন) তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمَّتِي فِيهِ .

‘এটা সেই মকাম যেখানে অবস্থান করে আমি উম্মতের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা হাসিল করব।’^{১৭}

দলিল নং : ৪

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ۖ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعِرْقُ نِصْفَ الْأُذُنِ ، فَيَبِينَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَاثُوا بِآدَمَ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، ثُمَّ مُوسَى ، فَيَقُولُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَسْفَعُ ، فَيَقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ ، فَيَوْمِئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا ، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ .

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

^{১৬} ১. তিরমিযী : আস্-সুনান, কিতাবুত তাফসীর, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩০৩, হাদিস : ৩১৩৭
২. ইবনু কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৯
৩. সুয়ূতী : আদ-দুররুল মানসূর ফীত তাফসীর বিল মাছুর, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৫৪৩
^{১৭} ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৪, হাদিস : ১০৮৫১
২. ইবন কাসীর : তাফসীরুল কুরআন, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৯

কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের মস্তকের কাছাকাছি স্থাপিত হবে। (সূর্যের পথের তাপের কারণে) মানুষের ঘাম একন বেশী হবে যে, তা কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তখন সকলে এ কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি চেয়ে হযরত আদম আলাহিস্ সালামের নিকট সুপারিশ পাবার আশায় উপস্থিত হবে। তিনি জানিয়ে দেবেন, “আমার আজ সে অধিকার নেই।” অতঃপর মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট গেলে তিনিও একই জবাব দেবেন। তখন সকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি সুপারিশ করবেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু এগিয়ে জান্নাতের দরজাসমূহ স্পর্শ করবেন। এদিন মহান আল্লাহ তাকে ‘মকামে মাহমুদ’এ অধিষ্ঠিত করবেন। হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলেই তাঁর প্রশংসায় রত থাকবে।^{১৮}

দলিল নং : ৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ : الشَّفَاعَةُ .

হযরত আবু হোরাইরা রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘মকামে মাহমুদ’ বলতে মকামে শাফাআত বা সুপারিশ করার ক্ষমতা বুঝানো হয়েছে।^{১৯}

দলিল নং : ৬

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدَّ اللَّهُ الْأَرْضَ مَدَّ الْأَذِيمِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِبَشَرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَاللَّهُ مَا رَأَاهُ قَبْلَهَا . فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ! إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ أَرْسَلْتَهُ إِلَيَّ ،

^{১৮} ১. তাবরানী : আল মুজামুল আউসাত, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২১১, হাদিস : ৮৭২৫
২. দায়লামী : মুসনদে ফেরদাউস, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৭, হাদিস : ২৬৭৭
^{১৯} ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৪৪, হাদিস : ৪৭৮
২. বাইহাকী : শুয়াবুল ইমাম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮১, হাদিস : ১৯৭
৩. সুয়ূতী : আদ-দুররুল মানসূর, তাফসীর বিল মাছুর, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৯৭
৪. আবু নাঈম : হলিয়াতুল আউলিয়া, তাবাকাতুল আসফিয়া, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৭২

فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَأَقُولُ: أَيُّ رَبِّ عِبَادِكَ عَبْدُكَ فِي أَطْرَافِ
الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

যখন কিয়ামত সংগঠিত হবে, সেদিন মহান আল্লাহ জমিনের অবস্থা (হাশরের মাঠের অবস্থা) এমন সংকুচিত করবেন যে, সেখানে শুধুমাত্র বণী আদমের কদম রাখার স্থান থাকবে। আমি প্রথম সে ব্যক্তি যাকে সর্ব প্রথম ডাকা হবে। আমি গিয়ে দেখব হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ পাকের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লাহর শপথ! আমি জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে এমন সুন্দর অবস্থায় আর কখনো দেখিনি। তখন আমি বলব, ওহে রাব্বুল আলামীন, ইনি সে ফিরিশতা যিনি আপনার সংবাদসমূহ আমার নিকট পৌঁছাতেন। জবাবে আল্লাহ পাক বলবেন, “তিনি সত্য বলেছে”। অতঃপর আমি সুপারিশের প্রার্থনা করব। বলব, “হে আমার রব, আপনার বান্দা পৃথিবীর যে সকল স্থানে ইবাদত করেছেন সে সব স্থান আজ সাক্ষী। আমি এসব স্থানে দাঁড়িয়ে সুপারিশ করব। (বিশেষতঃ) সে স্থানে দাঁড়িয়ে আমি সুপারিশ করব এটা শাফাআতের স্থান বা মকামে মাহমুদ হিসেবে পরিচিত হবে।^{২০}

দলিল নং : ৭

أَنْ يُقِيمَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا مَقَامَ الشَّفَاعَةِ مَحْمُودًا يَحْمَدُكَ الْأَوْلُونَ
وَالْآخِرُونَ.

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মহান আল্লাহর বাণী “আপনার রব আপনাকে অচিরেই মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন” এর অর্থ হলো, এটা শাফা'আতের মকাম বা পজিশন। (যে স্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি পূর্বাপর সকল উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন।) সেখানে উপস্থিত পূর্বাপর (আদি ও অন্তের) সকলে একযোগে তাঁর প্রশংসায় রত থাকবে।^{২১}

দলিল নং : ৮

يَحْمَدُكَ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ.

^{২০}. হিন্দি : কানযুল উম্মাল ফী সুনান আল-আকওয়াল ও আফআল, খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৪০৭, হাদিস : ৪৯০৯৪

^{২১}. ফিরকজ আবাদী : তানতীকুল মিকবাস্ ফী তাফসীর ইবনে আক্বাস, পৃ. ২৪০

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন, যেখানে সৃষ্টির আদি-অন্তের সকলে একযোগে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রত থাকবে এটাই (মকামে মাহমুদ অর্থাৎ) মকামে শাফাআত হিসেবে বিবেচিত।^{২২}

২. শাফাআতের পূর্বে নবী করীম ﷺ কে সবুজ পোশাক পরানো

কাজী আয়াজ (রহ.) বলেন, শাফাআতের পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবুজ পোশাক পরানোর যে মর্যাদা দেয়া হবে তাই মকামে মাহমুদ হিসেবে স্বীকৃতি।

দলিল নং : ১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ
فَأَكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ
يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ عَيْرِي.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমিই সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যার জন্য কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম জমিন খোলা হবে এবং সবার আগে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। অতঃপর আমাকে জান্নাতের বিশেষ পোশাক পরিধান করানো হবে। এর পর আমি পবিত্র আরশের ডানপাশে দাঁড়াবো যে স্থানে আমি ব্যতিত সৃষ্টি জগতের কেউ দাঁড়াতে পারবে না।^{২৩}

দলিল নং : ২

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ وَيَكْسُونِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يُؤَدَّنُ
لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

^{২২}. সুয়ূতী : জালাল উদ্দীন, তাফসীরে জালালাইন, পৃ. ২৯০

^{২৩}. তিরমিযি : আল জামিউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب فضل النبي, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৮৫, হাদিস :

হযরত কা'ব বিন মালিক রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে। তখন আমার উম্মতগণ একটি উঁচু পাহাড়ে অবস্থান করবে। আমার রব আমাকে সবুজ রঙের একসেট গৌরবময় পোশাক পরিধানের ব্যবস্থা করবেন। সেখানে আমাকে কথা বলার অনুমতি দিলে আমি মহান আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা করব। এটাই মকামে মাহমুদ হিসেবে বিবেচিত।^{২৪}

৩. পবিত্র আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থান

হাশরের দিন হজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশ আযীমের ডান পাশে বিশেষ মর্যাদার স্থান (পজিশন) দেয়া হবে। যা কেবল তাঁকেই দেয়া হবে। অন্যকারো জন্যে নয়। এ পজিশনের নাম মূলতঃ মকামে মাহমুদ হিসেবে স্বীকৃত। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা জানা যায়—

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (ذَكَرَ الْحَدِيثُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَإِنِّي لَأَقُومُ الْمَقَامَ الْمُحْمُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: وَمَا ذَلِكَ الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ؟ قَالَ: ذَلِكَ إِذَا جِيءَ بِكُمْ عُرَاءَ، حُفَاءَ، غُرْلًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَقُولُ: اكْسُوا خَلِيلِي، فَيُؤْتَى بِرِيطَيْنِ بِيضَاوَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَسْتَقْبِلُ الْعَرْشَ، ثُمَّ أُوتَى بِكِسْوَتِي، فَأَلْبَسُهَا، فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ مَقَامًا لَا يَقُومُهُ أَحَدٌ غَيْرِي، يَغْطِيَنِي بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ.

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে আমি মকামে মাহমুদে অবস্থান করব। এ কথা শুনে একজন আনসারী জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'মকামে মাহমুদ' বলতে কি বুঝায়? জবাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যে দিন তোমাদেরকে বিবস্ত্র ও খতনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে, সে দিন সবার আগে যাকে কাপড় পড়ানো হবে, তিনি হযরত ইবরাহীম আল্লাইহিস্ সালাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার বন্ধু (খলীল)কে কাপড়

পাড়াও। তখন তাকে দু'টি উন্নতমানের মিহি ও সাদা কাপড় পরিধান করানো হবে। অতঃপর তিনি পবিত্র আরশের দিকে মুখ করে বসবেন। তারপর আমাকে গৌরবময় একজোড়া অতি উত্তম (রেশমী ও সবুজ) কাপড় দেয়া হবে, আমি তা পরিধান করব। অতঃপর আমার জন্যে বরাদ্দকৃত পবিত্র আরশের ডান পাশের নির্ধারিত উঁচু আসনে আমি আরোহণ করব। (এটাই মকামে মাহমুদ)। এ পজিশন দেখে সৃষ্টির আদি-অন্ত সকলেই ঈর্ষা পোষণ করবে।"^{২৫}

৪. মহান আল্লাহ স্বীয় আসনে আরোহণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিশেষ অবস্থান

মহান রাক্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র মর্যাদা অনুযায়ী স্বীয় আসনে আরোহণ করবেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র আরশ আযীমের ডান পার্শ্বে অবস্থান করবেন। মূলতঃ একেই মকামে মাহমুদ বলা হয়েছে। তিনি বলেন,

إِنِّي لَقَائِمٌ يَوْمَئِذٍ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ قَالَ: فَقَالَ الْمُنَافِقُ لِلشَّابِ الْأَنْصَارِيِّ: سَلِّهِ وَمَا الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ؟ قَالَ: يَوْمَ يَنْزِلُ اللَّهُ فِيهِ عَلَى كُرْسِيِّ يَبْطُ بِه كَمَا يَبْطُ الرَّحْلُ مِنْ تَضَائِقِهِ كِسْعَةً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَجَاءُ بِكُمْ حُفَاءَ عُرَاءَ غُرْلًا فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْسُوا خَلِيلِي رِيطَيْنِ بِيضَاوَيْنِ مِنْ رِبَاطِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أُكْسَى عَلَى أَثَرِهِ فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَقَامًا يَغْطِيَنِي فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ وَيُسْقَى لِي نَهْرٌ مِّنَ الْكَوْثَرِ إِلَى حَوْضِي « قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ قَطُّ، لَقَلَّ مَا جَرَى نَهْرٌ قَطُّ إِلَّا وَكَانَ فِي فِخْارَةٍ أَوْ رَضْرَاضٍ فَسَلِّهِ فِيمَا يَجْرِي النَّهْرُ؟ قَالَ: « فِي حَالَةٍ مِنَ الْمَسْكِ وَرَضْرَاضٍ « قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ

^{২৫} ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৮, হাদিস : ৩৭৮৭

২. বাযযার : আল মুসনাদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৪০, হাদিস : ১৫৩৪

৩. তাবারানী : আল মুজামুল কবীর, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৮০, হাদিস : ১০০১৭

৪. আবু নাঈম : হলিয়াতুল আউলিয়া, তাবাকাতুল আস্ ফিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩৮

^{২৪} ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৫৬, হাদিস : ৩৬১১

২. ইবনু হিব্বান : আস-সহীহ, খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৯৯, হাদিস : ৬৪৭৯

كَالْيَوْمِ قَطُّ، لَقَلَّ مَا جَرَى مَهْرَ قَطُّ إِلَّا كَانَ لَهُ نَبَاتٌ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «قَضْبَانُ الذَّهَبِ» قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ قَطُّ، وَاللَّهِ مَا نَبَتَ قَضِيبٌ إِلَّا كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَسَلَّهُ هَلْ لِيَنَّكَ الْقَضْبَانِ نَبَاتٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَلَلُّوْهُ وَالْجَوْهَرُ» قَالَ: فَقَالَ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ قَطُّ، سَلَّهُ عَنِ شَرَابِ الْحَوْضِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا شَرَابُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ مَنْ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا وَمَنْ حَزَمَهُ لَمْ يُرَوْ بَعْدَهَا».

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে আমি 'মকামে মাহমুদ'এ দণ্ডায়মান থাকব। জনৈক মুনাফিক তা শুনে আনসারী এক নবীন সাহাবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চায় 'মকামে মাহমুদ' কী? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ স্বীয় কুরসীর (আসনের) উপর আরোহণ করবেন। সে কুরসীর বিশালতা আসমান ও জমিনের বিশালতার সম-পরিমাণ হবে। সেদিন তোমাদেরকে বিবস্ত্র ও খতনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। সেদিন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম হবেন সে ব্যক্তি যাকে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে। মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে বলবেন, আমার খলিল (বন্ধু)কে জান্নাত থেকে একজোড়া সাদা কাপড় এনে দাও এবং তাকে পরিয়ে দাও। অতঃপর আমাকে কাপড় পরানো হবে। এর পর আমি মহান আল্লাহর ডান পার্শ্বে রক্ষিত আসনে দণ্ডায়মান হব। এটি সেই পজিশন যার উপর অবস্থান করলে সৃষ্টির আদি-অন্ত সকলেই ঈর্ষা করতে থাকবে। এটাই মকামে মাহমুদ হিসেবে স্বীকৃত। অতঃপর হাউজে কাউসার থেকে আমার হাউজ পর্যন্ত বর্ণাধারা একাকার হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, মুনাফিক ব্যক্তিটি বলল, আমি এ বর্ণনা ইতোপূর্বে আর কখনো শুনি নাই। কেননা বর্ণাধারা সাধারণতঃ মাটি বা ছোট ছোট পাথরের অভ্যন্তরের অভ্যন্তর থেকে প্রবাহমান থাকে। এখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট জেনে নাও, ঐ বর্ণাধারা কোন

বস্ত্রর মধ্যে প্রবাহিত? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, এ বর্ণাধারা মিশক আশ্বর মিশ্রিত সুগন্ধিযুক্ত মাটি ও পাথরের অভ্যন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মুনাফিক বলল, আমি এমন কথা ইতোপূর্বে শুনি নি। আপনি তাঁর নিকট জেনে নিন ঐ বর্ণাধারায় কোন গাছ-পালা আছে কিনা? কেননা যে কোন বর্ণায় সাধারণত, ছোট ছোট গাছ-পালা থাকে। জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, সেখানে রয়েছে স্বর্ণের পত্র-পল্লব ও ডাল-পালা বিশিষ্ট (গাছ-গাছালি) উদ্ভিদ। বর্ণনাকারী বলেন, মুনাফিক বলল, আমি এমন কথা আর কখনো শুনি নি। তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করনি ঐ সব উদ্ভিদ গাছ-গাছালিতে কোন ফল-মূল আছে কী? কেননা ডাল-পালা বিশিষ্ট যে কোন উদ্ভিদে ফল থাকে। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সব গাছ-গাছালিতে ফল হিসেবে মণি-মুক্ত এবং হীরা-মানিক শোভা পাবে। মুনাফিক বলল, আমি এমন কথা ইতোপূর্বে আর কোন দিন শুনি নাই। জবাবে তিনি বললেন এটা দুধের চাইতে অধিক সাদা এবং মধুর চাইতেও বেশী মিষ্টি হবে। আল্লাহর হুকুমে যে এটা থেকে এক চুমুক পান করতে সক্ষম হবে, সে আর কখনো পিপাসার্থ হবে না। আর যার ভাগ্যে তা জুটবে না, সে কখনো তৃপ্তি লাভে সক্ষম হবে না।^{২৬}

৫. বিশেষ আহ্বান এবং প্রশংসার বাণী প্রদান

কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সবার আগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে আহ্বান জানাবেন। মূলতঃ সেদিনের কার্যক্রম 'হে মুহাম্মদ! শব্দ দিয়ে আরম্ভ হবে। যেমন আমরা অনুষ্ঠানাদি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু করে থাকি, কিয়ামতের সকল কার্যক্রমের উদ্বোধন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের মধ্য দিয়েই হবে। অতঃপর মহান আল্লাহ হজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশংসার কতিপয় বিশেষ বিশেষ বাণীসমূহ প্রদান করবেন। যা ইতিপূর্বে কোন নবীকেও দেয়া হয়নি। এ বিশেষ মর্যাদা ও পজিশনের নাম হলো 'মকামে মাহমুদ'। যা মহান আল্লাহ তাঁকে দান করবেন।

^{২৬} হাকেম : আল-মুসতাদরাক আলাস্ সহিহাইন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৬, হাদিস : ৩৩৮৫

عَنْ حَدِيثَةٍ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ حَيْثُ بُسِمَتْهُمْ الدَّاعِي،
وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصْرُ حِفَاءً عُرَاءَةً كَمَا خَلِقُوا سَكُونًا لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
فَيَأْتِي مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ..... وَلَكَ وَإِلَيْكَ لَا
مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَ رَبِّ الْبَيْتِ، فَذَلِكَ
الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ.

হযরত হুজাইফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে সকল মানুষকে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানে একত্রিত করবেন। যেখানে আহবানকারীর বক্তব্য একই সাথে সকলে শুনবে এবং আহবানকারীকে দেখতে পাবে। জন্মদিনে মানুষের যে অবস্থা ছিল সেভাবে সকলেই বিবস্ত্র হয়ে উঠবে। সকলেই চুপ থাকবে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো কোন কিছু বলার সাহস হবে না। তখন এ পিনপতন নিরবতার মধ্যে মহান আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করে বলবেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত, আমি কেবল আপনার জন্যেই প্রস্তুত। আপনার দিকেই এগিয়ে এসেছি। সৌভাগ্য সবটুকু আপনার জন্যে। সকল কল্যাণ আপনার হাতে ন্যাস্ত। সবকিছু আপনার জন্যে এবং সকলেই আপনার প্রতি মুখাপেক্ষী। আপনার দরবার ব্যতীত আশ্রয়স্থল এবং মুক্তির আধার আর কোথাও নেই। আপনার সত্তা সর্বোচ্চ, পবিত্র ও বরকতময়। ওহে বায়তুল্লাহর মালিক মহান আল্লাহ! যে স্থানে দাঁড়িয়ে এসব শব্দ ভাঙার দ্বারা তিনি প্রশংসা করবেন তা মকামে মাহমুদ হিসেবে স্বীকৃত।^{২৭}

৬. মু'মিনের সর্বশেষ দলটিকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান

হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের কঠিক দিবসে কোথাও একটু বিশ্রাম নেবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত মু'মিনদের সর্বশেষ গ্রুপটিকে জাহান্নাম থেকে বের করতে পারবেন না, ততক্ষণ তাঁর স্বস্তি নেই। যে পজিশনে

দাঁড়িয়ে তিনি সেদিন সুপারিশ করবেন তাকে মকামে মাহমুদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট জানার জন্যে নিম্ন বর্ণিত হাদিসগুলো প্রণিধানযোগ্য-

দলিল নং : ১

عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيِي مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ، فَخَرَجْنَا فِي عَصَابَةٍ
ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحْجَّ، ثُمَّ نَخْرُجُ عَلَى النَّاسِ قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ! قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ
الْجَهَنَّمِيْنَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ: مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ وَاللهُ يَقُولُ:
﴿إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾ وَ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾
فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ
بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ ﷺ (يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ)? قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ ﷺ
الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ.
وَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ فِي إِخْرَاجِ الْجَهَنَّمِيِّينَ.

ইয়াযিদ ফকির বলেন, খারেজী মতবাদ আমাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছিলেন। (কবির গোনাহে লিগু ব্যক্তির সর্বদা জাহান্নামে থাকবে) অতঃপর আমি একটি বড় কাফেলার সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। (এবং মনে মনে বললাম হজ্জের পর) মানুষের নিকট (নিজের এই ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচার করতে) যাব আমরা মদিনা হয়ে মক্কায় যাচ্ছিলাম। তখন দেখলাম হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু একটি স্তম্ভের পাশে বসে মানুষকে হাদিস বর্ণনা করছেন। আলোচনার মধ্যে তিনি হঠাৎ জাহান্নামীদের প্রসঙ্গ তুললেন, আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, হে রাসুলের সাহাবী! আপনি এটা কি বলতেছেন? আল্লাহ তা'আলা তো (জাহান্নামীদের ব্যাপারে) বলেছেন, (আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেষ্ট করেছেন, তাকে অবশ্যই অপমাণিত করেছেন) অন্য আরেকটি স্থানে বলেন, (যখনই আমি তা থেকে তাদেরকে বের করার ইচ্ছা করব, তখনই আবার তাদেরকে প্রবেষ্ট করে দেয়া হবে)। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড়ো? আমি বললাম, হ্যাঁ।

^{২৭} ১. হাকিম : আল মুসতাদরাক আলাসু সহিহাইন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৫, হাদিস : ৩৩৮৪

২. ইবনু আবি শায়বা : আল মুসান্নাফ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩১৯, হাদিস : ৩১৭৪৪

তখন তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ মকামের কথা পড়েছ- যার উপর তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলা অধিষ্ঠিত করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ মকামে মাহমুদ (প্রশংসিত পদ) যার উপর আসীন হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা যাকে চাইবেন জাহান্নাম থেকে বের করবেন। এরপর তিনি জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভকারী দ্বিতীয় দলটির ব্যাপারে সুপারিশের হাদিসটি বর্ণনা করেন।

অন্য আরেক হাদিসে আছে,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَقِي آخِرُ زُمْرَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَآخِرُ زُمْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَتَقُولُ زُمْرَةُ النَّارِ لِرُؤْمَرَةِ الْجَنَّةِ مَا نَفَعَكُمْ إِيَّانَكُمْ فَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَيَضْجُونَ فَيَسْمَعُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيَسْأَلُونَ آدَمَ وَعَبْرَةَ بَعْدَهُ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُمْ فَكُلُّ يَعْتَذِرُ حَتَّى يَأْتُو مُحَمَّدًا ﷺ فَيَشْفَعُ لَهُمْ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে এবং জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করে দেয়া হবে, তখন দু'টি মাত্র দল জাহান্নামে রয়ে যাবে। তন্মধ্যে একটি দল হচ্ছে- যাদেরকে পরে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং দ্বিতীয় দলটি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। জাহান্নামী দলটি জান্নাতী দলটিকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের ঈমান তোমাদের কি উপকার করেছে? একথা শুনে দলটি (সে দলটি পরে পরিত্রাণ লাভ করবে) স্বীয় রবকে ডাকবে এ ফরিয়াদ করবে- যা জান্নাতীরা শুনেবে। তারা আদম আলাইহিস সালামসহ অন্যান্য নবীদের নিকট তাদের জন্য শাফায়াতের আহ্বান করবে। কিন্তু সকল নবীরা এতে অক্ষমতা প্রকাশ করবে। অবশেষে তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এভাবেই হবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মকামে মাহমুদ।

দলিল নং : ৩

আরেক রেওয়াজতে আছে, যারা জীবনে অন্ততঃ একবার খালেস নিয়তে কালিমা পড়েছে তাদেরকেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصَّرَاطِ إِذْ جَاءَنِي عَيْسَى، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَا مُحَمَّدُ يَسْأَلُونَ أَوْ قَالَ: يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَفَرِّقَ بَيْنَهُمْ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ لِعَمِّ مَا هُمْ فِيهِ؟ وَالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالرَّحْمَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ، قَالَ: قَالَ لِعَيْسَى: أَنْتَظِرُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ: فَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَامَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَقِيَ مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكٌ مُصْطَفَى وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ فَأَوْحَى اللَّهُ ﷻ إِلَيْ جِبْرِيلَ إِذْ هَبَّ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَهُ: اِرْزُقْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشْفَعُ، قَالَ: فَشَفَعْتُ فِي أُمَّتِي أَنْ أُخْرَجَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا وَاحِدًا قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَتَرَدُّ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَلَا أَقُومُ مَقَامًا إِلَّا شَفَعْتُ، حَتَّى أَعْطَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ﷻ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمًا وَاحِدًا مُخْلِصًا وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাশরের দিন আমার উম্মতগণ পুলসিরাত পার হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে থাকব। ইতোমধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাশরীফ আনবেন। তিনি বলবেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সকল নবী-রাসূল আপনার জন্য একত্রিত হয়েছেন। তারা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন, তাদের উম্মত যেনো নাযাতপ্রাপ্ত হয়। আপনার ইচ্ছে (সুপারিশ) অনুযায়ী আশা করা যায় আজ আল্লাহ পাক তাদের জন্য নাযাতের ব্যবস্থা করবেন। সেদিন মানুষ ঘামের সাগরে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হবে। তবে মু'মিনদের জন্য যেন জ্বর-সর্দি সেরে সামান্য ঘাম বের হচ্ছে। কিন্তু কাফিরদের জন্য যেন ঘামের ঘাম। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আপনার নিকট দাঁড়াবেন। সেদিন তাঁর সে মহান মর্যাদা হাসিল হবে যা ইতোপূর্বে কোন ফিরিশতা বা নবী-রাসূল হাসিল করতে পারেন নি।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে ডেকে বলবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বলে দাও, তিনি যেনো তাঁর নূরানী মন্তক উত্তোলন করেন। তিনি আমার নিকট যা চাইবেন, তা দেয়া হবে। যা সুপারিশ করবেন, তা কবুল করা হবে।

হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (এ সৌভাগ্যবান অনুমতি প্রাপ্তি পর) আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। এতে প্রতি ৯৯ তে ১জন (১%) মানুষকে মুক্তির অনুমতি দেয়া হবে। আমি আবারো আরশের পাশে দাঁড়িয়ে একই নিয়মে প্রার্থনা রত থাকব। এ অবস্থাকালীন মহান আল্লাহ আমাকে পরিপূর্ণ সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন এবং বলবেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর সৃষ্টি ও আপনার উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের ব্যবস্থা করুন। যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমান আছে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের আর কোন মাবুদ নেই এ সাক্ষ্য প্রদানের উপর যার মৃত্যু হয়েছে তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দাখিল করুন।^{২৬}

৭. সর্ব প্রকার উম্মতের জন্য মহান সুপারিশের অধিকার

কিয়ামতের ভয়ানক দিবসে সকল নবী ও রাসূল নিজেদের উম্মতসহ হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হবেন। তাঁরা বলবেন, একটু জলদি হিসাব গ্রহণের জন্য মহান আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন। আমাদেরকে হাশরের দিনের কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেবার ব্যবস্থা করুন। যেন আমরা নাযাত পেয়ে যাই। সে সময় হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান রবের নিকট উপস্থিত হয়ে শান্তি সমূহ লঘু করার এবং দ্রুত বিচার কার্য শুরু করার প্রার্থনা করবেন। মহান আল্লাহ তা কবুল করবেন এবং বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নিবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই যে মহান সুপারিশের সুযোগ দেয়া হল তাই 'মকামে মাহমুদ' হিসেবে স্বীকৃত।

১. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৮, হাদিস : ১২৮৪৭

২. ইবন কাসীর : আল বিদায়্যা ওন্ নিহায়্যা, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪৫০

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَآجِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه خليل الله، فيأتون موسى، فيقول: لست لها ولكن عليكم بـعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد ﷺ فيأتوني فأقول: أنا لها.....

কিয়ামতের দিন মানুষ সাগরের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়বে। সকলে দিশেহারা অবস্থায় হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হবে আর বলবে, “মহান আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমরা এ কঠিন বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করি।” জবাবে তিনি বলবেন, “এটা আমার পজিশন নয়- এ কাজের যোগ্য আমি নই, তোমরা ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও। সকলে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হলে তিনিও একই উত্তর দিবেন এবং বলবেন “এ পাওয়ার আমার নেই। তোমরা মুসা আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও।” তারা মুসা আলাইহিস্ সালামের খিদমতে গেলে তিনি বলবেন, এটা আমার ক্ষমতার অন্তর্ভূত নয়। তোমরা ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও। তখন সকলে তার খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি বলবেন এটা আমার পজিশন নয়, তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তখন সকলে আমার নিকট আসলে আমি সুপারিশ করব, এটাই আমার পজিশন (এটাই মকামে মাহমুদ)।^{২৭}

১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ. বাবু কালামির বর ইয়াউমাল কিয়ামাহ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭২৭, হাদিস : ৭০৭২

২. মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবু আদনা আহলিল জান্নাত মানযিলাহ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮২-১৮৩

৩. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৩০, হাদিস : ১১১৩১

৪. আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩১১, হাদিস : ৪৩৫০

৫. ইবনু মুনদাহ : আল ঈমান, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৪১, হাদিস : ৮৭৩

সালামের নিকট যাও। তিনি পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত প্রথম নবী ছিলেন। তখন তারা নূহ আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। জবাবে তিনি বলবেন আমি সে পজিশনের যোগ্য নই। তিনি পুত্রের বিষয়ে না জেনে প্রার্থনার কথা স্মরণ করে বলবেন আমি নিজকে বাঁচাতে ব্যস্ত। তোমরা খলিলুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও। তখন সকলে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হবেন। জবাবে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম বলবেন, আমি সে পজিশনের যোগ্য নই। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে আমার জীবনের তিনটি অসত্য বক্তব্যের স্মরণে চিন্তিত। নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম আমি অসুস্থ।^{১০} মূর্তি ভাঙার পর বলেছিলাম 'তাদের দলপতি এ কাজ করেছে।'^{১১} জালিমদের খপ্পরে পড়লে স্ত্রীকে বলেছিলাম "তুমি আমাকে ভাই পরিচয় দেবে আর আমি তোমাকে বোন পরিচয় দেব।" তাই আজ আমি নিজকে বাঁচাতে ব্যস্ত। তোমরা মুসা আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও। যার সাথে মহান আল্লাহ কথা বলেছেন এবং যাকে তাওরাত দিয়ে ধন্য করেছেন। তারা তখন মুসা আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলবেন, "সুপারিশ এ পজিশনের যোগ্য আমি নই।" একজন ব্যক্তিকে হত্যা করার কথা আমার স্মরণে পড়েছে। আমি নিজকে বাঁচাতে ব্যস্ত। তোমরা ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও। তখন তারা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হবে। যেহেতু তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাঁর বিশেষ বাণী যা মরিয়ম আলাইহাস্ সালামকে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি বলবেন আমি সে পজিশনের উপযুক্ত নই বরং তোমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, যার সুপারিশ গৃহীত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সকলেই তখন আমার নিকট উপস্থিত হবে। আমি তখন আল্লাহ পাকের অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। অতঃপর মহান আল্লাহকে দেখামাত্র আমি তার সামনে সিজদায় লুটে পড়ব। আল্লাহর মরজি মোতাবেক যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সিজদায় থাকব। অতঃপর তিনি বলবেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মস্তক উত্তোলন করুন। যা বলবেন তাই শুনব। যে সুপারিশ করবেন তাই গৃহীত হবে,

^{১০} আল-কোরআন, সূরা আস্ সাফফাত : ৩৭:৮৯

^{১১} আল-কোরআন, সূরা আল্ আমিয়া : ২১:৬৩

যে আবেদন করবেন, মঞ্জুরি হবে। তখন আমি মস্তক উত্তোলন করবো, এর পর আমি সুপারিশ করব। আমার জন্য সুপারিশের সীমা বেঁধে দেয়া হবে। আমি সে পরিমাণ লোকদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করব। অতঃপর দ্বিতীয় বার আমি আমার রবের অনুমতি প্রার্থনা করব। তিনি আমাকে অনুমতি দিলে পুনরায় সিজদায় পড়ব। যতক্ষণ তার মর্জি হয় ততক্ষণ থাকব। অতঃপর মস্তক উত্তোলন করতে বললে মস্তক উঠিয়ে নিলে তিনি বলবেন, "আপনি যা বলবেন শুনব, যা সুপারিশ করবেন কবুল করব, যা আবেদন করবেন তা মঞ্জুর করব। তখন আমি মস্তক উত্তোলনের পর আমার রবের শিখানো বাণীসমূহ দ্বারা তার প্রশংসা করতে থাকব। অতঃপর আমাকে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে, সে অনুযায়ী আমি জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করব। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তৃতীয় বার আমার রবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব, অনুমতি প্রাপ্তির পর তাঁকে দেখে সিজদায় পড়ে যাব, তিনি যতক্ষণ মর্জি করেন ততক্ষণ আমি সিজদায় থাকব। অতঃপর বলবেন, "হে মুহাম্মদ মস্তক উত্তোলন করুন, আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে, যা আবেদন করবেন মঞ্জুর করা হবে। অতঃপর আমি আমার মস্তক উত্তোলন করে আমার প্রভুর শেখানো বাণীসমূহ দ্বারা তার প্রশংসা করতে থাকব। আর সুপারিশ করতে থাকব। অতঃপর আমাকে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। আমি সে অনুযায়ী সুপারিশ করে জাহান্নামীদেরকে জান্নাতপানে নেয়ার ব্যবস্থা করব। বর্ণনাকারী হুমাম বলেন, আমি হযরত আনাস্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ইরশাদ করেন, সকল জাহান্নামী উম্মতকে জান্নাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে থাকব। তবে পবিত্র কুরআন যাদেরকে বিরত রাখবে, তাদের ব্যতিত সকলকে। অর্থাৎ কুরআনে যাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে তারা ব্যতিত। অতঃপর তিনি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন, "নিঃসন্দেহে আপনার রব আপনাকে অচিরেই মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন।"^{১২} এবং বললেন এটাই সে 'মকামে মাহমুদ' যে পজিশনের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাক দান করেছেন।^{১৩}

^{১২} আল-কোরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ১৭:৭৯

^{১৩} ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৪, হাদিস : ১৩৫৬২

২. ইবনু আবি আসিম : আস্ সুন্নাহ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৭৪, হাদিস : ৮০৪

৩. খাজেন : লুবাবুত তাভীল ফী মাআনিত্ তানযীল, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪১

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম আমার মস্তকের উপর থেকে মাটি সরিয়ে নেয়া হবে। আমার কবর খুলে দেয়া হবে। আমি এটা অহংকার করে বলিনি। (বরং শুকরিয়া আদায় করে বলেছি।) কিয়ামতের দিন হাম্দ এর ঝাড়া-পতাকা আমার হাতেই শোভা পাবে। আমি এটা অহংকার করে বলি নাই। সেদিন আমি সকল বণী আদমের সরদার হিসেবে স্বীকৃত থাকবো। এটাও আমি গর্ব করে বলছি না। আমি সর্ব প্রথম জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাব, জান্নাতের তোরণের নিকট পৌঁছা মাত্র জানতে চাইবে আমি কে? জবাবে বলব আমি মুহাম্মদ। তখন জান্নাতের তোরণ খুলে দেয়া হবে। আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখবো মহান রাজাধিরাজ রাব্বুল আলামীন আমাকে রাজকীয় সংবর্ধনা প্রদানের জন্য আমার সামনে উপস্থিত। তখন আমি তাঁর সামনে সিজদাবনত হবো। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, “আপনি মস্তক উত্তোলন করুন এবং কথা বলুন। আপনি যা বলবেন শুনব, আপনি যা আবেদন করবেন মনজুর করব, আপনি যা সুপারিশ করবেন তাই গৃহীত হবে।”^{১৫}

উল্লেখ্য, এ বর্ণনাটি কাযী আয়াজ (রহ.) (ওফাত : ৫৪৪ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘আশশিফা বি’তা’রীফি হুকুকিল মোস্তফা (পৃ. ২৭৭)’ তে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মরওয়াজী (ওফাত : ২৯৪ হি.) প্রায় একই ধারায় স্বীয় গ্রন্থ ‘তাজীমু কদরিস্ সালাত (পৃ. ২৭৮)’ তে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় দলিল

أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنفَلِقُ الْأَرْضَ عَنْ جُمْجُمَتِهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا فَخْرَ وَمَعِيَ لَوْاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَفْتَحُ لَهُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرَ
فَأَيُّ فَاحِذٍ بِحَلَقَةِ الْجَنَّةِ يُقَالُ مِنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ، فَيَفْتَحُ لِي فَيَسْتَقْبِلُنِي
الْجِبَّارُ تَعَالَى فَأَخْرَجَهُ لَهَا سَاجِدًا.

^{১৫} ১. দারমী : আস্ সুনান, আল মুকাদ্দামাহ্ , باب ما أتى النبي من الفضل , ১, পৃষ্ঠা : ৪১, হাদিস : ৫২

২. আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ৩, পৃষ্ঠা : ১৪৪, হাদিস : ১২৪৯

৩. ইবনু মুনাহ : আল ইমান, ২, পৃষ্ঠা : ৮৪৬, হাদিস : ৮৭৭

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমিই প্রথম সে ব্যক্তি, যার জন্যে সর্বপ্রথম কবরের উপরের মাটি সরিয়ে দেয়া হবে এবং উখিত হবো। এটা কোন গর্ব বলিনি (বরং কৃতজ্ঞতার সূরে বলছি) আমিই কিয়ামত দিবসে সকল বণী আদমের সরদার হিসেবে স্বীকৃত হবো। এটাও গর্ব করে বলি নাই। আমার হাতে হামদের (প্রশংসার) পতাকা শোভা পাবে। এটাও আমি গর্ব করে বলছি না। আমার জন্যেই সর্ব প্রথম জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। এটাও আমি গর্ব করে বলতে চাইনা। আমি জান্নাতের দরজায় কড়াঘাত করলে জানতে চাইবে আমি কে? জবাবে বলব, আমি মুহাম্মদ। তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। তথায় দেখবো আমার রব আমাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য উপস্থিত। দেখা মাত্র আমি সিজদায় অবনত হয়ে যাব।

ইমাম আবু ইয়াল্লা আল-মুসনাদ (৭/১৫৮, হাদিস : ৪১৩০) এর মধ্যে উক্ত রেওয়ায়তকে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَفْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ بَابَ مَنْ دَهَبَ
وَحَلَقَهُ مِنْ فِضَّةٍ، فَيَسْتَقْبِلُنِي التُّورُ الْأَكْبَرُ، فَأَخْرَجُ سَاجِدًا، فَأَلْقِي مِنَ الثَّنَاءِ
عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَلْقَ أَحَدٌ قَبْلِي، فَيَقَالُ لِي: اِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يَسْمَعُ
، وَاشْفَعُ تُشْفَعُ.....»

হযরত আনাস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করার সুযোগ পাব। দরজাটি স্বর্ণের তৈরী আর কড়াগুলো সিলভার মিশ্রিত স্বর্ণের। দরজা খোলা হলে মহান নূর আল্লাহ পাক আমার সংবর্ধনায় হাজির হবেন। সেখানেই আমি সিজদায় পড়ে যাব। আমার পূর্বে সাক্ষাতের এমন সুযোগ আর কেউ পাবে না। আমাকে বলা হবে (হাবীব!) আপনি মস্তক উত্তোলন করুন। আপনি যা চাইবেন তা দেয়া হবে, আপনি যা বলবেন তা শুনব এবং যে সুপারিশ করবেন তা কবুল করা হবে।

মহান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি সংবর্ধনা জানানো মূলতঃ গভীর মমতা, দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাবনত হওয়া মূলতঃ আল্লাহ পাকের বন্দেগীর চরম বহিঃপ্রকাশ।

থহুকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মনে হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশে আযীমের উপর বসানোর মর্যাদা প্রদান নফল ইবাদতের বিনিময়ে প্রাপ্ত হবেন। আর স্বয়ং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রাজকীয় সংবর্ধনা ফরজ ইবাদতের বিনিময়ে প্রাপ্ত হবেন।

১০. আল্লাহ হুজুর ﷺ কে বিশেষ আসনে বাসানো

কাজী আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি মকামে মাহমুদ-এর তাৎপর্য বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের পাশাপাশি বিশেষ মর্যাদার আসনে বসানোর ব্যবস্থা করবেন। তিনি রাজকীয় মেহমান হিসেবে উক্ত আসনে উপবিষ্ট হবেন। এ মর্যাদাপূর্ণ পজিশনের নাম ‘মকামে মাহমুদ’ হিসেবে গণ্য হবে।

দলিল নং : ১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾، قَالَ: يُجْلِسُهُ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَبْرِيلَ، وَيُسْفَعُ لَأَمْتِهِ، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

মহান আল্লাহর বাণী, “আপনার রব আপনাকে অচিরেই ‘মকামে মাহমুদ’এ অধিষ্ঠিত করবেন” প্রসঙ্গে বলেন, মহান আল্লাহ আপনাকে স্বীয় আসন এবং জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের অবস্থান স্থলের মাঝামাঝি বিশেষ একটি আসনে বসাবেন। সেখানে অবস্থান করে আপনি আপনার উম্মতের জন্য সুপারিশ করার কাজে গিয়োজিত থাকবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পজিশনকে ‘মকামে মাহমুদ’ নামে অভিহিত করা হয়।^{১৫}

দলিল নং : ২

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قَالَ: يَجْلِسُنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ».

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর

^{১৫} ১. দায়লামী : মুসনদুল ফেরদৌস, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৫, হাদিস : ৪১৫৯

২. সুয়ুতী : আদ দুররুল মনসুর, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৭

বাণী “আপনার রব আপনাকে অচিরেই মহামে মাহমুদ-এ অধিষ্ঠিত করবেন” এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর সাথে বিশেষ আসনে বসাবেন।^{১৬}

দলিল নং : ৩

عَنْ جُهَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قَالَ: يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى عَرْشِهِ.

মহান আল্লাহর বাণী “আপনার রব আপনাকে অচিরেই মকামে মাহমুদ-এ অধিষ্ঠিত করবেন” এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মহান আল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পাশে পবিত্র আরশ আযীমের উপর বসাবেন।^{১৭}

দলিল নং : ৪

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ قَالَ: «يُجْلِسُهُ عَلَى السَّرِيرِ».

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু বলেন, মহান আল্লাহর বাণী “আপনার রব আপনাকে অচিরেই মহামে মাহমুদ-এ অধিষ্ঠিত করবেন” এ আয়াতটি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করার পর বললেন যে, “মহান আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।^{১৮}

^{১৬} ১. তাবরানী : আল মুজামুল কবীর, খন্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৬১, হাদিস : ১২৪৭৪

২. সুয়ুতী : আদ দুররুল মনসুর, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৭

^{১৭} ১. তাবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরুল কোরআন, খন্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৯৮

২. সুয়ুতী : আদ দুররুল মনসুর, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৭

৩. আসকালানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪২৬

^{১৮} সুয়ুতী : আদ দুররুল মনসুর, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৫৬

মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওয়ী (রহ.) এর তাফসীর

ইমাম ইবনুল জাওয়ী (৫০৮-৫৯৭ হি.) তাঁর বিশ্বখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘যাদুল মাসীর ফী উলুমিত তাফসীর’ এর ৫ম খন্ড পৃ: ৭৬ এ ‘মকামে মাহমুদ’ এর দু’টি তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. কিয়ামত দিবসে হুজুর ﷺ সকল লোকের জন্য সুপারিশ করবেন

এটাই মূলতঃ মকামে মাহমুদ এর তাৎপর্য। এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে যে সব সাহাবী হাদিস বর্ণনা করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর, হযরত সালমান ফারসী, হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ এবং বিখ্যাত তাবৈয়ী হযরত হাসান বসরী রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহুম প্রমুখ।

২. কিয়ামত দিবসে প্রিয়নবী ﷺ কে পবিত্র আরশে বসানো হবে

এটাও মকামে মাহমুদ এর তাৎপর্য বিশেষ। হযরত আবু ওয়ালিল, হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহুম প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আয়াতের তাফসীর স্বরূপ এ মতামত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানো হবে এটাই মকামে মাহমুদের তাৎপর্য। অভিন্ন শব্দ ও অর্থে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহু থেকে উপরোক্ত তাৎপর্য বিখ্যাত তাবৈয়ীন যথাক্রমে হযরত দাহ্বাক, হযরত লাইছ এবং হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন।

সাহাবীদের নাম ও সূত্র উল্লেখ করার পর ইবনুল জাওয়ী (রহ.) এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেন নি। যেহেতু সাহাবীদের বর্ণনা বিশুদ্ধ এবং অধিক গ্রহণযোগ্য।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) এর মতে মকামে মাহমুদ এর তাৎপর্য ও প্রয়োগ

ইমাম কুরতুবী (আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ) (ওফাত : ৬৭১ হি.) স্বীয় তাফসীর ‘আল-জামে’ লি আহকামিল কুরআন’ গ্রন্থের ৩০৯-৩১২ পৃ: এর মধ্যে আল্লাহর বাণী “عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا” মধ্যে তাফসীর প্রসঙ্গে চারটি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

১. মকামে মাহমুদ প্রকৃত পক্ষে সুপারিশ করার মর্যাদা

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো এর দ্বারা শাফায়াতের মকাম, বা সুপারিশ করার মর্যাদা বুঝানো হয়।

দলিল নং : ১

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاجِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ اشْفَعْ لِنَدْرَتِكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيُؤْتِي مُوسَىٰ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيُؤْتِي عِيسَىٰ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأُوتَى فَأَقُولُ أَنَا لَهَا.....

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলে, হাশরের কাঠিন্দিবসটি যখন সংগঠিত হবে তখন মানুষেরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় একে অপরের দিকে ছুটে বেড়াবে। সর্ব প্রথম তারা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের নিকট ছুটে যাবে এবং বলবে ‘আপনি দয়া করে নিজের সন্তানদের জন্য সুপারিশ করুন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম জবাবে বলবেন, এটা আমার পজিশন নয়। অবশ্য তোমরা ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও, যেহেতু তিনি আল্লাহর খলীল (বন্ধু)। (তার নিকট গেলে) তিনিও বলবেন, “এটা আমার ক্ষমতাভুক্ত নয়।” তোমরা মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও। তিনি ‘কলীমুল্লাহ’। (তাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন) হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হলে তিনিও বলবেন “এটা আমার ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়

নয়”। তোমরা ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট যাও। তিনি আল্লাহর প্রিয় আত্মা ও বাণী বিশেষ। ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হলে তিনিও অভিন্ন উত্তর দিয়ে বলবেন, “এটা আমার ক্ষমতাভুক্ত নয়।” তোমরা (শাফিয়ে মাহশার) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তখন সকলে আমার নিকট উপস্থিত হলে আমি বলব, ‘হ্যাঁ, এটা অবশ্যই আমার পজিশন, আমি সুপারিশ করব।’^{১০}

দলিল নং : ২

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ سَأَلَهَا قَالَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ.

মহান আল্লাহর বাণী “আপনার রব আপনাকে অচিরেই মহামে মাহমুদ-এ অধিষ্ঠিত করবেন” প্রসঙ্গে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাওয়া হয়, তখন জবাবে তিনি বলেন, এটা হল শাফাআতের মর্যাদা ও পজিশন।^{১১}

বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মকামে মাহমুদ এক ব্যাপক মর্যাদার নাম। কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার যে মহান মর্যাদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাপ্ত হবেন তা মূলতঃ মকামে মাহমুদের প্রতিচ্ছবি।

শাফায়াতের প্রকার

হাদিসসমূহ বর্ণনার পর ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাজী আজাজ রাহমতুল্লাহি আলাইহির সূত্রে শাফায়াতের ব্যাপারে পাঁচ প্রকার বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। যেহেতু কিয়ামত দিবসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^{১০}. ১. মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب أدنى أهل الجنة منزلة, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮২-১৮৩, হাদিস : ১৯৩

২. নাসায়ী : আস্ সুনাযুল কুবরা, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৩০, হাদিস : ১১১৩১

৩. আবু ইয়া'লা : আল মুসনাদ, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৩১, হাদিস : ৪৩৫০

^{১১}. ১. তিরমিযী : আস্ সুনা, আবওয়াবুত তাফসীর, باب من سورة بني اسرائيل, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩০৩, হাদিস : ৩১৩৭

২. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআনীল আযীম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৯

৩. সূয়ুতী : আদ দুররুল মনসুর, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৫৪৩

ওয়াসাল্লামের সুপারিশ পাঁচ প্রকার বা পাঁচটি স্তরে সাজানো থাকবে। এ সকল প্রকার শাফাআত মূলতঃ মকামে মাহমুদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কাস্তালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় গ্রন্থ ‘ইরশাদুস্ সারী’ এবং ইবনে হাজর আস্কালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় গ্রন্থ ‘ফতহুল বারী’তে কাজী আয়াজের বরাত দিয়ে পাঁচ প্রকার শাফাআত উল্লেখ করেছেন।

১. শাফায়াতে আম্মাহ বা সর্ব সাধারণের জন্য সুপারিশ

কিয়ামতের দিন সকল নবী ও রাসূল স্বীয় উম্মতদের বিচারকার্য দ্রুত আরম্ভ করার প্রার্থনার জবাবে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে বিচারকার্য দ্রুত শুরু করার সুপারিশ করবেন এর ভিত্তিতে হিসাব-কিতাব অতিসত্ত্বর শুরু হবে। যে সুপারিশের ভিত্তিতে দ্রুত বিচার কার্য আরম্ভ হবে এটাকে বলা হয় শাফায়াতের উম্মাহ বা শাফায়াতে কুবরা (সুপারিশের সুমহান মর্যাদা)। আর এটাই মকামে মাহমুদের স্তর হিসেবে বিবেচিত। তখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা শুরু হবে। কিয়ামত দিবসে সর্বত্র তাঁরই প্রশংসা ও গুণকীর্তনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি চলতে থাকবে। জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রশংসার এ ধারা অব্যাহত থাকবে। মূলতঃ কিয়ামতের দিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র শুধু মকামে মাহমুদ বিস্তৃত থাকবে। কিয়ামতের দিন যখন সূর্য মানুষের মাথার উপরে খুবই নিকটে স্থাপন করা হবে। সে সময় সূর্যের প্রখর তাপে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবন্ত থাকবে। হিসাব-কিতাব বা বিচারকার্য আরম্ভ হবে না। কখন শুরু হয় তাও কারো জানা থাকবে না। তখন পরস্পর বলাবলি করে এ কঠিন মুহূর্তে কোন বুয়র্গ রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে আমাদের জন্য সুপারিশের ব্যবস্থা করা উচিত। সকল নবী-রাসূল সেদিন নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। সকলেই নিজ নিজ উম্মতসহ হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট আরজ করবেন তিনি যেন মহান আল্লাহর দরবারে দ্রুত বিচার-ফয়সালা করার বিষয়ে সুপারিশ করেন। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর নিকটে যে সুপারিশ করবেন তা হবে সর্ব সাধারণের জন্য সুপারিশ। এ অভূতপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে উপস্থাপন করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ

اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبَّنَا حَتَّىٰ يَرْجِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَمَا

تَرَى النَّاسَ خَلَاقَ اللَّهِ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ
 اشْفَعْنَا لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ
 خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَهَا وَلَكِنْ ائْتُوا نُوْحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رُسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ
 الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنْ
 ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ
 خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا وَلَكِنْ ائْتُوا مُوسَىٰ عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا
 فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنْ
 ائْتُوا عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُ لَسْتُ
 هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونَ
 فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا
 فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يُقَالُ لِي ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَىٰ
 وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ عَلَمِيَّهَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمْ
 الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي
 ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَىٰ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ
 عَلَمِيَّهَا رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي
 وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ يُسْمَعُ
 وَسَلْ تُعْطَىٰ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ عَلَمِيَّهَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا
 فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ
 وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

.....তখন আমি জানতে চাইব, ওহে রাব্বুল আলামীন জাহান্নামে কেউ আছে কি? বলবেন যাদেরকে কুরআন বিরত রেখেছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, যারা অন্ততঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু স্বীকৃতি দিয়েছে তারা সকলেই জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর যারা একবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলেছে তারাও বের হয়ে আসবে এমন কি যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণ কল্যাণ আছে তারাও বেরিয়ে আসবে।^{৪২}

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানের পর বলবেন,

يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

‘ওহে রব! এখন জাহান্নামে শুধু সে সব কাফির ও মুশরিক অবস্থান করছে যাদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার কথা পবিত্র কুরআনে রয়েছে।’^{৪৩}

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, জাহান্নামের রক্ষী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবে,

يَا مُحَمَّدُ، مَا تَرَكْتَ لِلنَّارِ لِيُغْضِبَ رَبِّكَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ بَقِيَّةٍ.

‘হে মুহাম্মদ! আপনি তো আপনার সকল উম্মতকে জাহান্নামের আগুন এবং আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করে নিয়েছেন।’^{৪৪}

^{৪২} ১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ, মা খলقت بيدي, باب قول الله : لا خلاق لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء, ৬, পৃষ্ঠা : ২৬৯৫, ২৬৯৬, হাদিস : ৬৯৭৫

২. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুত তাফসীর, علم آدم الأسماء كلها, ৪, পৃষ্ঠা : ১৬২৪, হাদিস : ৪২০৬

৩. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুর রেকাক, باب صفة الجنة والنار, ৫, পৃষ্ঠা : ২৪০১, হাদিস : ৬১৯৭

৪. মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها, ১, পৃষ্ঠা : ১৮০, হাদিস : ১৯৩

৫. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৩, পৃষ্ঠা : ১১৬, হাদিস : ১২১৫৩

^{৪৩} বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ, মা খলقت بيدي, باب قول الله : لا خلاق لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء, ৬, পৃষ্ঠা : ২৬৯৬, হাদিস : ৬৯৭৫

^{৪৪} ১. হাকেম : আল মুসতাদরাক, ১, পৃষ্ঠা : ১৩৫, হাদিস : ২২০

মূলতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরকালে সুপারিশের জন্য এ বিশাল ক্ষমতা প্রদান করা হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে তারই সম্ভবতার নিমিত্তে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

“আপনার রব আপনাকে এত অধিক পরিমাণ দান করবেন এতে আপনি সম্ভুষ্ট হয়ে যাবেন।”^{৪৫}

নবী করীম ﷺ অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেন

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, পরকালীন বিষয়সমূহের সংবাদ, আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থা, করুণ দৃশ্যাবলী, জান্নাতের সুসংবাদ, জাহান্নামের ভয়াবহতা, উর্ধ্ব জগতের সকল খবরাখবর যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাই প্রমাণিত যে, তার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের নিকট তিনি এসব অবগতি দান করা তিনি ইলমে গায়ব জানার সুস্পষ্ট দলিল।

কিয়ামত দিবসে উসিলা ও শাফায়াত

এ হাদীস হতে এ আকীদাটিও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, মানুষ কিয়ামতের দিন আল্লাহর বান্দাদের নিকট সুপারিশের আবেদন জানাবে। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষী কথা হচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার বিচারালয় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মানুষ আল্লাহর নবীদের নিকট সুপারিশের আবেদন জানাবে। আল্লাহ তা‘আলা এতে অসম্ভব হবেন না যে, বিপদ-মুসিবত তো আমিই দূরীভূত করি। তা সত্ত্বেও অন্যদের কাছে কেন প্রার্থনা করা হচ্ছে? সৃষ্টি কাছে কেন ধরনা দেয়া হচ্ছে? আমারই নিকট প্রার্থনা কর। আল্লাহ তা‘আলা একথা বললেন না। বরং তিনি আপন নবী-ওলী ও সালেহীনদের সুপারিশ কবুল করবেন। একথা অন্তরস্থ করে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার চেয়ে কিয়ামতের দিন তাওহীদের উর্ধ্বমুখীতা অধিক হবে। যখন আল্লাহ তা‘আলা আরশের উপর অধিষ্ঠিত হবেন এবং এ আওয়াজ ধ্বনিত হবে-

لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٨٥﴾

“আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর।”^{৪৬}

এ সকল আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হওয়া আবস্থায় তাওহীদের উর্ধ্বমুখীতা অবস্থায় উসিলা ও সুপারিশ হতে থাকবে। যে রব কিয়ামতের দিন উসিলা ও সুপারিশকে স্বীয় পদ্ধতি বানিয়ে রেখেছেন, তিনি আজ উসিলা ও সুপারিশকে কিভাবে নিষিদ্ধ করবেন? কিয়ামতের দিনের আকীদা ও বিধি ব্যবস্থাও এটাই হবে এবং আজকের আকীদা ও বিধি ব্যবস্থাও এটাই। আল্লাহ তা‘আলা কি একথা পছন্দ করবেন যে, কিয়ামতের তা শিরিক হবে? কিয়ামতের দিন মানুষ নবীদের ধারে ধারে ঘুরবে এবং তাদের মান-মর্যাদা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করবে। এতপর তাদের নিকট সুপারিশের আবেদন করবে। কিন্তু এতে অসম্ভব প্রকাশ করবেন না। বুঝা গেল উসিলা ও সুপারিশ তাওহীদের পরিপন্থী নয়। প্রথমবার সকল উম্মত সুপারিশের জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিকট যাবে, এমন কি এটা তো সকল উম্মতদের কর্ম পন্থাও ছিল। কিন্তু তারা নবীদের কথার উপর অন্যান্য নবীদের নিকট যাবে। সুতরাং এটা আশ্বিাদের কর্ম নীতি বনে যাবে। নবীরা অন্য নবীদের নিকট পাঠাবে, কিন্তু একথা বলবেনা যে, সোজা আল্লাহর নিকট চলে যাও। কবুল অধিকারী তো একমাত্র তিনিই। সকল উম্মতেরা নবীদের কাছে যেতে যেতে অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, أَلَيْسَ (এ মকাম আমারই) এই কাজ আমাকেই করতে হবে।

মোটকথা সুপারিশ প্রার্থনার ধারাবাহিকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেই শেষ হবে এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুপারিশ করবেন। আর এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মকামে মাহমুদ।

২. তাবরানী : আল মুজামুল আউসাত, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৮, হাদিস : ২৯৩৭

৩. তাবরানী : আল মুজামুল কবীর, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩১৭, হাদিস : ১০৭৭১

৪. মুনযরী : আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৪১, হাদিস : ৫৫১৫

৪৫. আল-কোরআন, সূরা আদ্ দোহা : ৯৩:৫

৪৬. আল-কোরআন, সূরা মুমিন : ৪০:১৬

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

إِنَّ النَّاسَ يَصْبِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُنًّا كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانٌ أَشْفَعُ
يَا فُلَانٌ أَشْفَعُ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ
الْمُحْمُودَ.

‘কিয়ামতের দিন মানুষ দলে দলে নিজেদের নবীর পশ্চাতে চলবে এবং এ মর্মে আবেদন করবে যে, হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ প্রার্থনা করুন। হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। এভাবে সুপারিশ প্রার্থনা ধারাবাহিকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে শেষ হবে। এটা হচ্ছে ঐ দিন, যে দিন আল্লাহ তা’আলা তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মকামে মাহমুদের উপর অধিষ্ঠিত করাবেন।^{১৪৭}

২. সমগ্র উম্মতকে বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ

ইমাম কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আল্লামা কাজী আয়াজ শাফায়াতের দ্বিতীয় যে প্রকার বর্ণনা করেছেন তা হলো হজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতগণকে বিনা বিচারে জান্নাতে দাখিলের সুপারিশ করবেন। এটা হবে তাঁর উম্মতের সকল ওলী, বুযর্গ, সুফী-সাধক ও সৎকর্মশীলদের একটি বিশাল অংশ।

এখানে একটি ধারণার অপনোদন লক্ষ্যণীয় যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব হবে। মূলতঃ প্রত্যেকের হিসাব ও পরীক্ষা সে দিন নেয়া হবেনা। যারা দুনিয়ায় থাকতে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষার সম্মুখীন ছিলেন, যাদের শয়নে-স্বপনে আল্লাহর স্মরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহকে সাথে রেখে পরীক্ষা দিয়েছেন, যাদের রাত দিন প্রতি মুহূর্তে কঠিন পরীক্ষায় অতিবাহিত হয়েছে তারা আজ সুপারিশের বিনিময়ে বিনা বিচারে পার হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাসিল করবেন। পবিত্র হাদিসে এমন লোকের সংখ্যা কোথাও সত্তর হাজার আবার

^{১৪৭} ১. বোখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুত তাফসীর, কিতাবুত তাফসীর, باب قوله: عسى أن يعينك ربك مقاما محمودا, خذ : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭৪৮, হাদিস : ৪৪৪১

২. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৮১, হাদিস : ১১২৯৫

৩. ইবনে মুনতা : আল-ঈমান, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৭, হাদিস : ৯২৭

৪. কুরতুবী : আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩০৯

৫. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৬

কোথায় এক লক্ষ বর্ণিত রয়েছে। কোন হাদিসে এর সংখ্যা সাত লক্ষও বর্ণিত আছে।

দলিল নং : ১

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ
سَبْعَ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْخُلُ أَوْهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ
الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

‘হযরত সাহল বিন সা’দ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সত্তর লক্ষ লোক বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরা একে অপরের সাথে এভাবে সম্পৃক্ত থাকবে যে, এদের সর্ব প্রথমটি যেমন জান্নাতে প্রবেশ করবে সর্বশেষ জনও তেমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রত্যেকের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।^{১৪৮}

দলিল নং : ২

ইমাম তিরমিযী উক্ত রেওয়াজতকে এ শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يَدْخُلَ
الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ
أَلْفًا وَثَلَاثُ حَيَاتٍ مِنْ حَيَاتِهِ.

‘হযরত আবু উমামাহ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার রব আমার নিকট এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

^{১৪৮} ১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুর রেকাক, باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب, خذ : ৫, পৃষ্ঠা : ২৩৯৬, হাদিস : ৬১৭৭

২. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবু বদয়িল খলকে, باب ماجاء في صفة الجنة انها مخلوقة, خذ : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৮৬, হাদিস : ৩০৭৫

৩. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুর রেকাক, باب صفة الجنة والنار, خذ : ৫, পৃষ্ঠা : ২৩৯৯, হাদিস : ৬১৮৭

৪. মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب الدليل على دخول طوائف... الخ, خذ : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৮, হাদিস : ২১৯

৫. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৩৫, হাদিস : ২২৮৩৯

যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এদের প্রতি হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এ ছাড়াও নিজের কুদরতের হাতের আরো তিন অঞ্জলী জাহান্নামীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।^{৪৯}

দলিল নং : ৩

فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فَأَتِي تَحْتَ
الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الشَّاءِ
عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلِّ تَعْطُهُ
وَاشْفَعْ تُشَفِّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيُقَالُ
يَا مُحَمَّدُ أَدْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ
الْجَنَّةِ.

‘সমস্ত লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলবে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আল্লাহর প্রিয় রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আপনার ওসিলায় মহান আল্লাহ উম্মতের পূর্বাধিক সকল গুনাহ ক্ষমা করেছেন। এখন আপনি মহান আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কী আমাদের এ কঠিন অবস্থা অবলোকন করছেন না? (হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন), আমি একটু এগিয়ে যাব এবং মহান আরশের নীচে অবস্থান করব। আমার রবের নিকট সিজদায় লুটে পড়ব। এ অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসার দ্বারা এতো উত্তমভাবে আমার জন্যে উন্মুক্ত হবে, যে কারো জন্যে হয়টি বা কখনো হবেনা। এ অবস্থার এক পর্যায়ে মহান

৪৯. ১. তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, আবওয়ালু সিফাতুল কিয়ামতে ওয়ার রেকাক..., باب في الشفاعة..., খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬২৬, হাদিস : ২৪৩৭

২. ইবনে মাজাহ : আস সুনা, কিতাবু যুহুদ, باب صفة محمد, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৩৩, হাদিস : ৪২৮৬

৩. আহমদ বিন হামল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৬৮, হাদিস : ২২৩০৩

৪. ইবনে আবী শায়বাহ : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩১৫, হাদিস : ৩১৭১৪

৫. ইবনে আবু আসেম : আস সুনা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬০, হাদিস : ৫৮৮, ৫৮৯

আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি নূরানী মস্তক উত্তোলন করুন। আপনি আবেদন করুন। আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে, আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। অতঃপর আমি স্বীয় মস্তক উত্তোলনের পর বলবো, হে আল্লাহ আমার উম্মত, আমার উম্মত, তখন আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যে সব লোকদের জান্নাতের ডান পার্শ্বের তোরণ দিয়ে জান্নাতে দাখিল করুন যাদের কোন বিচার কার্য নেই।^{৫০}

উপর্যুক্ত হাদিস থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নির্ধারিত সংখ্যক লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না, বরং নিজেই স্বীয় মর্জি মুতাবেক সংখ্যা বাড়তে পারবেন।

দলিল নং : ৪

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي رُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِصْأَاءَ الْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيِّ يَرْفَعُ نَمْرَةَ عَلَيْهِ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبِّكَ بِهَا
عَكَاشَةُ.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু

৫০. ১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুত তাফসীর, الخ...الغ, باب ذرية من حملنا مع نوح...الخ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭৪৫-১৭৪৭, হাদিস : ৪৪৩৫

২. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল আশিয়া, الخ...الغ, ولقد أرسلنا نوحا...الخ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২১৫, ১২১৬, হাদিস : ৩১৬২

৩. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল আশিয়া, الخ...الغ, واتخذ الله ابراهيم خليلا, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২২৬, হাদিস : ৩১৮২

৪. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল ইমান, باب أذن أهل الجنة منزلة فيها, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৪, হাদিস : ১৯৪

৫. আহমদ বিন হামল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩৫, হাদিস : ৯৬২৩

তা'আলা আনছ বলেন এ সময় হযরত উক্বাশা বিন মিহসন স্বীয় চাদর জড়াতে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার জন্য দোয়া করুন। আমাকে যেন আল্লাহ পাক তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর আনসারের একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। জবাবে তিনি বললেন উক্বাশা তোমার আগেই অন্তর্ভুক্ত হলেন।^{৫১}

দলিল নং : ৫

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ   قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُعْطِيَتْ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزِدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَرَأَيْتُ مَعِ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ   : فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَافَاتِ الْبَوَادِي .

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে সত্তর হাজার এমন লোক দেয়া হবে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশিত হবে। যাদের চেহেরা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে, তাদের সকলের হৃদয় একজন মাত্র লোকের হৃদয়ের মত একাকার হয়ে যাবে। তখন আমি আমার রবের নিকট আরো অধিক চাইতে থাকব। অতঃপর তিনি আমার জন্য প্রতি হাজারের সাথে সত্তর হাজার করে বাড়ানোর সুযোগ করে দেবেন (অর্থাৎ ৭০,০০০×৭০,০০০ =

^{৫১} ১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুর রেকাক, باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৩৯৬, হাদিস : ৬১৭৬

২. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল লেবাস, باب البرود والحمر والشملة, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২১৮৯, হাদিস : ৫৪৭৪

৩. মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল ঈমান, الخ, باب الدليل على دخول طوائف... الخ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৭, হাদিস : ২১৬

৪. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০০, হাদিস : ৯২০২

৫. ইবনে মুন্দাহ : আল-ঈমান, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৯২, হাদিস : ৯৭০

৪,৯০০,০০০,০০০/- বা এর চাইতেও বেশী) সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনছ বলেন, আমার ধারণা এ সুসংবাদ সম্ভবতঃ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে জুটতে পারে। নগ্ন পায়ে যারা চলাফেরা করে এমন লোকদেরও তা মনে হয় হাতছাড়া হবে না।^{৫২}

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, সত্তর হাজারের সাথে প্রতি জনে সত্তর হাজার করে একটি বিশাল সংখ্যক উম্মতকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন।

৩. শান্তিযোগ্য উম্মতদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ

কাজী আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি শাফাআতের যে সব পর্যায় বর্ণনা করেছেন এর তৃতীয় পর্যায় হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব উম্মতদের বাছাই করে জান্নাতে দাখিলের সুপারিশ করবেন যাদের জন্য জাহান্নামে পাওয়া অবধারিত হয়েছে। এদের ব্যাপারে রায় চূড়ান্ত হয়েছে, তবে এখনো জাহান্নামে দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে তিনি সুপারিশ করে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশের সিদ্ধান্ত স্থগিত করাবেন এবং সকলকে জান্নাতে দাখিলের সকল আয়োজন সম্পন্ন করবেন।

عَنْ أَنَسٍ   قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِيَّي لَأَوَّلِ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ مُجْمَعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَعْطَى لِرِوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَإِيَّي آتَى بَابَ الْجَنَّةِ فَأَخَذَ بِحَلْقَتِهَا فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا فَيَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُونَ لِي فَأَدْخُلُ فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمْ يَسْمَعُ مِنْكَ وَقُلْ يُقْبَلُ مِنْكَ وَاشْفَعْ تَشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيَقُولُ اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتِ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبِيٍّ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْإِبْرَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ فَأَقْبِلْ فَمَنْ وَجَدْتِ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ ارْفَعْ

^{৫২} ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬, হাদিস : ২২

২. আবু ইয়াল্লা : আল-মুসনাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৪, হাদিস : ১১২

৩. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআনীল আযীম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৩

رَأْسِكَ يَا مُحَمَّدٌ وَتَكَلَّمْتُ يُسْمَعُ مِنْكَ وَقُلُّ يُقْبَلُ مِنْكَ وَاشْفَعْتُ تُشْفَعُ فَأَرْفَعُ
رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي أَيُّ رَبِّ فَيَقُولُ أَذْهَبُ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي
قَلْبِهِ نِصْفَ حَبِيَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي
قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ فَإِذَا الْجُبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ
فَيَقُولُ ارْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدٌ وَتَكَلَّمْتُ يُسْمَعُ مِنْكَ وَقُلُّ يُقْبَلُ مِنْكَ وَاشْفَعْتُ تُشْفَعُ
فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ أَذْهَبُ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالَ حَبِيَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ وَفَرَعَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ
أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا فَيَقُولُ الْجُبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ فِعْرَتِي لِأَعْتَقْتُهُمْ مِنَ
النَّارِ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ وَقَدْ اْمْتَحَشُوا فَيَدْخُلُونَ فِي مَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ
فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي عُثَاءِ السَّبِيلِ وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هَوْلَاءُ عُتَقَاءِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ فَيَذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَوْلَاءُ الْجَهَنَّمِيِّونَ
فَيَقُولُ الْجُبَّارُ بَلْ هَوْلَاءُ عُتَقَاءِ الْجُبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ.

‘হয়রত আনাস রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাশরের দিন সর্ব প্রথম আমার (পবিত্র) শরীর থেকে মাটি সরে যাবে, আমি উঠে দাঁড়াব, এটা আমি অহংকারের ছলে বলিনি বরং কৃতজ্ঞতার সূরেই বলছি। সেদিন সর্ব প্রথম আমার হাতে হামদের পতাকা শোভা পাবে। এটা কোন গর্ব নয়। সর্বপ্রথম আমি জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাব, এটাও কোন গর্ব নয়। আমি জান্নাতের তোরণের নিকট এসে জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করলে তারা জানতে চাইবে কে? জবাবে আমি বলল “মুহাম্মদ, তখন আমার জন্য দরজা খুলে দেয়া হবে। সেখানে দেখবো মহান রাজাধিরাজ রাব্বুল আলামীন আমার সামনে উপস্থিত। তাকে দেখামাত্র আমি সিজদায় পড়ে

যাব। আমাকে বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন করুন, কথা বলুন, আপনার সব কথা শুনব, সুপারিশ করুন, সুপারিশ গৃহীত হবে। আমি বলব, “হে আল্লাহ আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন তিনি বলবেন, যাও তোমার উম্মতের নিকট গিয়ে দেখ, যাদের অন্তরে যব পরিমাণও ঈমান রয়েছে তাদেরকে জান্নাতে দাখিল কর। আমি সেখানে উপস্থিত হব। তখন আমি হঠাৎ দেখব আমার রব আমার সামনে উপস্থিত। আবার তাঁর সামনে সিজদাবনত হলে তিনি বলবেন, মস্তক উত্তোলন করুন, যা সুপারিশ করবেন গৃহীত হবে, যা বলবেন তাই শুনব। তখন আমি বলব, হে আমার রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত! তখন তিনি বলবেন, যান, যার হৃদয়ে অর্ধ যব পরিমাণও ঈমান আছে তাদের জান্নাতে দাখিল করুন। আমি সেখানে গিয়ে এ পরিমাণ ঈমানদার যাদের পাব সবাইকে জান্নাতে পৌঁছে দেব।

জান্নাতে উপস্থিত হলে আবারো আমার সামনে দেখব আমার রব উপস্থিত। দেখামাত্র আবার সিজদায় লুটে পড়ব। বলবেন মস্তক উত্তোলন করুন। যা বলবেন শুনব, যা সুপারিশ করবেন, গৃহীত হবে। আমি বলব, ‘হে আল্লাহ আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন তিনি বলবেন, এখন গিয়ে দেখুন আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ ঈমানও আছে তাদেরকে বের করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করুন। তখন আমি এ পরিমাণ ঈমান যাদের মধ্যে দেখবো, তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেব।

বিচারকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তি থেকে যাবে, যাদেরকে পাপীদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামীগণ তাদের নিকট জানতে চাইবে, তোমরা কেমন যে আজ এখানে এসেছে। অথচ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে তার সাথে কাউকে শরীক করতে না। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ দয়ার আধিক্যে বলবেন, আমার ইজ্জতের কসম, আমি এদেরকে অবশ্যই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেব। ফিরিশতাদের প্রতি আল্লাহ পাক নির্দেশ দেবেন যে, এদেরকে জাহান্নাম থেকে তুলে আন। দেখা যাবে এদের শরীর আগুনে জ্বলে কয়লার মতো হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ বলবেন, এদেরকে আবে হায়াতের বর্ণাধারা থেকে গোসল করাও এবং নিয়ে আস। তখন তারা এত সুন্দর হয়ে আসবে যেন লোকের নিকট নতুন উদ্ভিদ গজিয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের ললাটে “উতকাউল্লাহ” বা “আল্লাহর পক্ষ থেকে

মুক্তিদান” লিখে দিবেন। এরপর এদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। জান্নাতীগণ আশ্চর্য হয়ে বলবে, এরা জাহান্নামী ছিল, জান্নাতে কীভাবে আসল! মহান আল্লাহ্ বলবেন, এরা “উতকাউল্লাহ্ জাব্বার” অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এরা মুক্ত।^{৫৩}

নিম্ন বর্ণিত হাদিসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **فَمَا أَرَأَى أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطِيَ صِكَكَأَ بِرَجَالٍ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَأَيُّ مَالِكًا حَازِنِ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، مَا تَرَكْتُ لِلنَّارِ لِعِصْبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ بَقِيَّةٍ»**।

‘পরকালের কঠিন দিবসে আমি কেবল সুপারিশ অব্যাহত রাখব। এক পর্যায়ে এমন পারমিট পেয়ে যাব যে, আমার যেসব উম্মতের জন্য জাহান্নামে প্রেরণের ফয়সালা চূড়ান্ত হয়েছে তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করাতে পারব। তখন জাহান্নামের রক্ষী আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, “হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি নিঃসন্দেহে আপনার উম্মতের সকলকে আল্লাহর শাস্তি ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। (সুপারিশের মাধ্যমে সব ব্যবস্থা করেছেন।)”^{৫৪}

৪. উম্মতগণকে জাহান্নাম থেকে এনে জান্নাতে দাখিলের সুপারিশ

হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও সম্মান এতো অধিক থাকবে যে, তিনি স্বীয় উম্মতগণকে যারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়েছে তাদেরকে সেখান থেকে এনে জান্নাতে দাখিলের সুপারিশ করবেন। কাজী আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি শাফায়াতের ৪র্থ প্রকারে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

^{৫৩} ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪৪, হাদিস : ১২৪৬৯

২. দারিমী : আস্ সুনান, الفضل النبي من الفضل, باب ما أعطي النبي من الفضل, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১, হাদিস : ৫২

৩. মুকাদ্দেসী : আল-আহাদিসুল মুখতার, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩২৩, হাদিস : ২৩৪৫

৪. ইবনে মুনদাহ : আল-ঈমান, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৪৬, হাদিস : ৮৭৭

৫. মরওয়য়ী : তা’যিমু কদরিস সালাতে, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৬, হাদিস : ২৬৮

^{৫৪} ১. হাকেম : আল মুস্তাদারক, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৫, হাদিস : ২২০

২. তাবরানী : আল মুজামুল আউসাত, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৮, হাদিস : ২৯৩৭

৩. তাবরানী : আল মুজামুল কবীর, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩১৭, হাদিস : ১০৭৭১

দলিল নং :

عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُخْرَجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّونَ.

‘হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠী থাকবে যাদেরকে সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে এনে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। যাদেরকে মূলতঃ জাহান্নামী বলেই আখ্যায়িত করা হত।^{৫৫}

ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এক বর্ণনায় বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় আল্লাহ্ পাক তাঁর উম্মতকে জাহান্নামীদের তালিকা থেকেও বাদ দিবেন। এদের কাউকে জাহান্নামী (দোষখী) বলা হবে না।

দলিল নং : ২

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَدْخُلُ قَوْمٌ مِنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِدُنُوبِهِمُ النَّارَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَشْرِكُونَ: مَا أَعْنِي عَنْكُمْ إِيَّائِكُمْ وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ مُعَذَّبُونَ، فَيَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ، فَيَأْمُرُ مَالِكًا فَلَا يَدْعُ فِي النَّارِ أَحَدًا يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَخْرُجُونَ وَقَدْ احْتَرَفُوا حَتَّى صَارُوا كَالْحُمَّةِ السَّوْدَاءِ إِلَّا وُجُوهُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا تَرْرُقُ أَعْيُنُهُمْ فَيُوتِي بِهِمْ نَهْرُ الْحَيَوَانِ، فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، فَيَذْهَبُ عَنْهُمْ كُلُّ فِتْرَةٍ وَأَدْيٍ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ: طِبْتُمْ فَادْخُلُواهَا خَالِدِينَ، فَيَدْعُونَ الْجَهَنَّمِيِّونَ، ثُمَّ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَذْهَبُ

^{৫৫} ১. তিরমিযী : আল জামেউস সহীহ, আবওয়াবু সিকাতুল জান্নাতে, الخ, باب ما جاء أن النار نفسين... الخ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭১৫, হাদিস : ২৬০০

২. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, কিতাবু যুহুদ, باب ذكر الشفاعة, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৪৩, হাদিস : ৪৩১৫

৩. তাবরানী : আল মুজামুল কবীর, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩১৭, হাদিস : ১০৭৭১

৪. আসকালানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪২৯

عَنْهُمْ ذَلِكَ الْإِسْمَ فَلَا يَدْعُونَ بِهِ أَبَدًا، فَإِذَا خَرَجُوا مِنَ النَّارِ قَالَ الْكُفَّارُ :
يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا
مُسْلِمِينَ ﴾

‘হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনদের একটি দল পাপের কারণে জাহান্নামবাসী হলে কাফিরগণ তাদের উদ্দেশ্যে বলবে, “তোমরা ঈমানদার, অথচ ঈমান তোমাদের কাজে আসেনি। আমাদের সাথে তোমাদেরকেও একই স্থানে আযাব দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহ এটা শ্রবণে কাফিরদের উপর আরো রাগান্বিত হবেন। জাহান্নামের রক্ষীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, “যার হৃদয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এর স্বীকৃতি দিয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে নিয়ে আস; এ রকম সকলকে। অতঃপর তাদেরকে এমন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, যখন তাদের চেহারা ব্যতীত সর্বাস্ত্র জ্বলে কয়লা যেমন হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে আবে হায়াতের (অমৃতের) বর্ণাধারায় গোসল করানো হবে। এতে তারা নতুন জীবন ও যৌবন লাভ করবে। ফিরিশতাগণ তাদের উদ্দেশ্যে বলবে, ‘সুসংবাদ তোমাদের জন্য, যেহেতু তোমরা এখন থেকে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। কিছুদিন পর জাহান্নামীদের তালিকা থেকেও মহান আল্লাহ তাদের নাম বাদ দিয়ে দিবেন। এদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার সময় কাফিরগণ আক্ষেপ করে বলবে, হায়! আমরা যদি মুসলমান হতাম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, “পরকালে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও মায়া দেখে কাফিরগণ আক্ষেপ করতে থাকবে আর বলবে তারা মুসলমান হতে পারত, কতই না ভাল হত।”^{৫৬}

ইমাম আজম রাহমতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা গুনাহগার উম্মতদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

দলিল নং : ৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ
الْإِيمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ يَزِيدُ : فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : وَمَا هُمْ
بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، قَالَ جَابِرٌ : إِقْرَأْ مَا قَبْلَهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إِنَّمَا هِيَ
فِي الْكُفَّارِ .

‘হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের মাধ্যমে মুমিনদের একদল জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। হযরত ইয়াযিদ বলেন, আমি তখন হযরত জাবির রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম মহান আল্লাহ তো বলেছেন, “তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হবে না।” জবাবে হযরত জাবির রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহু বললেন, আপনি আয়াতের শুরু থেকে পড়ুন। সেখানে আছে “যারা কুফরী করেছে” কাজেই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার কথা শুধু কাফিরদের জন্য।”^{৫৭}

দলিল নং : ৪

অপর এক অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতদের জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আনার বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنِّي آتِي
جَهَنَّمَ ، فَأَضْرِبُ بِأَبْيَا ، فَيُتَّخَذُ لِي ، فَأَدْخُلُ ، فَأَحْمَدُ اللَّهَ مَحْمِدًا مَا حَمَدَهُ أَحَدٌ
قَبْلِي مِثْلَهُ ، وَلَا يَحْمَدُهُ أَحَدٌ بَعْدِي ثُمَّ أُخْرَجُ مِنْهَا مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُخْلِصًا ، فَيَقُومُ إِلَيَّ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَيَنْسَبُونَ لِي ، فَأَعْرِفُ نَسَبَهُمْ ، وَلَا
أَعْرِفُ وُجُوهُهُمْ ، وَأَثَرُهُمْ فِي النَّارِ .

^{৫৬} ১. আবু নায়ীম : মুসনদুল ইমাম আবু হানিফা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬০

২. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআনীল আযীম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫

৩. আলুসী : রুহুল মানী, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩১

‘হযরত আবু হোরায়রা রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হব, জাহান্নামের দ্বারে করাঘাত করলে আমার জন্য তা খুলে দেয়া হবে। তথায় আমি আমার রবের প্রশংসা করতে থাকব যে প্রশংসা ইতোপূর্বে কারো পক্ষে করা সম্ভব হয় নি। অতঃপর সে সব লোকদের জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবো যারা খালিস নিয়তে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়েছে তথায় কিছু (মুশরিক) কুরাইশ বংশের লোক এসে আমার নিকট তাদের বংশধারা বর্ণনা করবে, আমি বংশধারা চিনতে পারব কিন্তু তাদের চেহারা চিনতে সক্ষম হবো না বিধায় এদেরকে জাহান্নামে রেখে চলে আসতে হবে।^{৫৮}

৫. জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ

হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে স্বীয় উম্মতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও সুপারিশ করবেন। তারা সুপারিশ নিয়ে নিম্ন মানের জান্নাতীগণও সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তিতে ধন্য হবেন। এতে সুস্পষ্ট সুপারিশ বিচার কার্য সমাপ্তি হওয়ার পর জান্নাতেও অব্যাহত থাকবে।

জান্নাতের মর্যাদাসমূহ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ غَرْبٌ سَهْمٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا هَبْلَتْ أَجَنَّةً وَاحِدَةً هِيَ إِنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى.

‘হযরত আনাস রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধে একটি তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণকারী হযরত হারেসা রাদিআল্লাহ তা’আলা আনহুর মাতা যুদ্ধের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি তো জানেন, হারেসার শাহাদাতে আমার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। সে যদি জান্নাতে থাকে আমি কাঁদবো না। আর

^{৫৮} ১. তাবরানী : আল মুজামুল আউসাত, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫০৩, হাদিস : ৩৮৫৭

২. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ালেদ, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৭৯

যদি ব্যতিক্রম হয়, তবে জোরে জোরে কাঁদব। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ওহে হারেসার মা, জেনে নাও, জান্নাতে অনেক স্তর ও মর্যাদা রয়েছে। আর আপনার সন্তান সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করেছেন।”^{৫৯}

ইমাম বায়হাকী স্বীয় কিতাবে এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ‘উমদাতুল কারী ফী শরহে বুখারী’তে উল্লেখ করেছেন যে,

قَالَ : فَأَنْصَرَفْتُ وَهِيَ تَضْحَكُ وَتَقُولُ : بَيْحٌ بَيْحٌ لَكَ يَا حَارِثَةُ.

‘হারেসার মা হেসে হেসে বাড়ী ফিরলেন আর বলতে রইলেন “বাহ-বাহ বেশ তো হে হারেস এই তোমার সুসংবাদ।”^{৬০}

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্নাতে মুমিনদের মর্যাদা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকবে। কাউকে দেয়া হবে জান্নাতের বিভিন্ন রাজমহল। কাউকে দেয়া হবে বিশাল বিশাল বাগান যা এ পৃথিবীর চাইতে দশগুণ বেশী হবে। এমনকি যে ব্যক্তি সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবেন তাকেও এ দুনিয়ার অন্ততঃ দশগুণ জান্নাত দেয়া হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُورًا فَيَقُولُ اللَّهُ أَذْهَبَ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيَحْتَلِبُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى فَيَقُولُ أَذْهَبَ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيَحْتَلِبُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا مَلَأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى فَيَقُولُ أَذْهَبَ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ تَسْحَرُ مِنِّي أَوْ

^{৫৯} ১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুর রেকাক, باب صفة الجنة والنار, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৪০১, হাদিস : ৬১৯৯

২. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬৪, হাদিস : ১৩৮১৩

৩. আবু ইয়াল্লা : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৮৫, হাদিস : ৩৭৩০

৪. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২০৩, হাদিস : ১৯৩২০

^{৬০} ১. বায়হাকী : শুআবুল ইমান, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৬৩, হাদিস : ১০৫৯০

২. আইনী : উমদাতুল স্কারী শরহে বুখারী, খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১০৭

تُصْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ
نَوَاجِدُهُ وَكَانَ يَقُولُ ذَاكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً.

‘হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে, আমি তার ব্যাপারে অধিক অবগত। তাকে উপড় অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আনা হবে। তাকে বলা হবে, যাও জান্নাতে চলে যাও। সে দৌড়ে জান্নাতে পৌছে তার মনে হবে জান্নাত পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহর নিকট এসে বলবে, রাব্বুল আলামীন জান্নাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এটা পরিপূর্ণ দেখেছি। তিনি বলবেন আবার যাও। আবার গেলেও তার মনে হবে জান্নাত পরিপূর্ণ। বলবে, হে আল্লাহ্ জান্নাত তো পরিপূর্ণ সেখানে কোন স্থান নেই। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে যাও। জান্নাতে তোমার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে পৃথিবীর দশগুণ। তখন সে বলবে, (যেহেতু একথা তার বিশ্বাসে কুলাবে না) হে রব, হে মহান মালিক, মহান বাদশা! আমাকে নিয়ে কী ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি রাজাধিকারাজ। এ পর্যন্ত পৌছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে জান্নাতীদের সর্বনিম্ন মর্যাদা। অর্থাৎ একজন নিম্নমানের জান্নাতীকে এ দুনিয়াতে দশগুণ স্থান দান করা হবে।^{৬১}

কিয়ামতের দিন জান্নাতীগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী জান্নাত প্রাপ্ত হবেন। এর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও অধিক ভালবাসার দৃষ্টিকোণে সকলের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবেন। সেখানে নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে সুপারিশ করবে উঁচু শ্রেণীর জান্নাতে পৌছানো হবে। এসব মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়ত, সাহাবা আজমাঈন এবং আউলিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেও হয়ে থাকবে। এসব হজরাত নিজেদের অনুসারী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৬১. ১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুর রেকাক, باب صفة الجنة والنار, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৪০২, হাদিস : ৬২০২
২. মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب آخر أهل الجنة عروجا, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৩, হাদিস : ১৮৬
৩. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, কিতাবুয যুহুদ, باب صفة الجنة, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৫২, হাদিস : ৪৩৩৯
৪. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, খন্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৫১৭, হাদিস : ৭৪৭৫
৫. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬০, হাদিস : ৪৩৯১

ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হবেন। তিনি স্তর অনুযায়ী সকলের মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ করবেন এবং সকলের প্রাপ্য মর্যাদায় তাদের পৌছানোর ব্যবস্থা নিবেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ
الْغُرُفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكُوكَبَ الدَّرِّيَّ الْعَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ
أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَقَاصُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلَ الْأَنْبِيَاءِ لَا
يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجَالَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا
الْمُرْسَلِينَ.

‘হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতীগণ নিজেদের বাসস্থানে থাকা অবস্থায় তাদের উপরের মর্যাদা প্রাপ্ত জান্নাতীগণকে এভাবে দেখবেন যেন পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে তারা উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখছেন। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এটা তো নবী-রাসূলদের মর্যাদা। সেখানে কী কেউ পৌছতে পারবে। জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! সেখানে ঐসব লোক পৌছবে যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের বিশ্বাস করেছে।^{৬২}

পবিত্র কুরআন স্বয়ং তার পাঠকদের মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ করবে এবং সে অনুযায়ী তাদের মর্যাদা বাড়বে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُقَالُ لِصَاحِبِ
الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَقْرَأَ وَأُصْعِدَ فَيَقْرَأُ وَيُصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ حَتَّى يَقْرَأَ
أَخْرَجَ شَيْءٌ مَعَهُ.

৬২. ১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবু বদয়িল খলকে, باب ما جاء في صفة الجنة وأهلها مخلوقة, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৮৮, হাদিস : ৩০৮৩
২. মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল জান্নাহ, باب ترائى أهل الجنة... الخ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২১৭৭, হাদিস : ২৮৩১
৩. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৯, হাদিস : ২০৯

‘হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিতকে (আলেম ও হাফেজগণ) কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের পর বলা হবে, “কুরআন পড়তে থাক এবং জান্নাতে উঁচু মর্যাদা হাসিলে এগিয়ে যাও।” প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে জান্নাতবাসী এক ধাপ করে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। অতঃপর তার মুখস্ত যা ছিল এর সর্বশেষ আয়াতটিও না পড়ে সে থাকবে না (সর্বশেষ আয়াত যেখানে শেষ হবে মর্যাদা চূড়া সে পরিমাণ উঠে দাঁড়াবে।) ^{৬০}

নেক সন্তানদের প্রার্থনার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাদের পিতা-মাতার মর্যাদা জান্নাতে বৃদ্ধি করবেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنْتَ لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدَيْكَ لَكَ.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ পরকালে নেক বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তখন তারা আশ্চর্য হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের এ মর্যাদা এভাবে বৃদ্ধি হলো কীভাবে? জবাবে আল্লাহ পাক বলবেন, “তোমাদের নেক সন্তানগণ তোমাদের জন্য মাগফিরাতের যে প্রার্থনা করেছে এর বিনিময়ে আমি জান্নাতে তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি।” ^{৬১}

^{৬০} ১. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, কিতাবুল আদব, باب ثواب القرآن, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৪২, হাদিস : ৩৭৮০

২. আহমদ বিন হাম্বল: আল-মুসনাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪০, হাদিস : ১১৩৭৮

৩. আবু ইয়ালা: আল-মুসনাদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৬, হাদিস : ১০৯৪

^{৬১} ১. আহমদ বিন হাম্বল: আল-মুসনাদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০৯, হাদিস : ১০৬১০

২. বায়হাকী: আস সুনানুল কুবরা, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৭৮

৩. তাবরানী: আল মুজামুল আউসাত, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২১০, হাদিস : ৫১০৮

৪. আবু নায়ীম: হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৫৫

৫. ইবনে কাসীর: তাফসীরুল কোরআনীল আযীম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫

২. বিচার দিবসে হামদ (প্রশংসা)’র পতাকা প্রদান করা হবে

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘মকামে মাহমুদ’এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ বিচার দিবসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হামদ (প্রশংসা)এর (বাড্ডা) পতাকা প্রদান করবেন। পূর্ববর্তী বর্ণিত অর্থ শাফাআতের ক্ষমতা প্রদান এর সাথে এ অর্থাটি সামঞ্জস্যহীন নয় বরং সহায়ক। কেননা, তিনি বিচার দিবসে হামদের পতাকা ধারণ করতঃ পতাকাতলে সমবেত সৃষ্টির আদি-অন্ত সকলের জন্য সুপারিশ করবেন।

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي....

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিবসে আমি সকল আদম সন্তানের সরদার হিসেবে থাকব। এটা কোন গৌরব করে বলিনা! কিয়ামতের দিন আদম আলাইহিস সালামসহ সকল নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতগণ আমার পতাকাতলে সমাবেশ হবেন। (অতঃপর তিনি সুপারিশ সংক্রান্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন।) ^{৬২}

হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিশেষ মর্যাদা এবং তাঁকে সুউচ্চ আসন প্রদান করা সবকিছু ‘মকামে মাহমুদ’ এর অন্তর্ভুক্ত। সকল নবী-রাসূল ও সব উম্মত তাঁর পতাকাতলে সেদিন সমবেত হবেন। এটাই মূলত ‘মকামে মাহমুদ’।

অন্য বর্ণনায় তিনি স্বীয় মর্যাদা এভাবে বর্ণনা করেন। হাদিসটি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا وَآنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحْرَكُ حِلَقُ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فَقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ.

^{৬২} তিরমিযী: আল জামেউস সহীহ, আবওয়ালুত তাফসীর, باب ومن سورة بني إسرائيل, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩০৮, হাদিস : ৩১৪৮

‘সবাধান! (আমার পজিশন জেনে নাও) আমি আল্লাহর হাবীব। এ বিষয়ে আমার কোন গৌরব নেই। কিয়ামতের দিবসে আমি মহান আল্লাহর হামদ (প্রশংসার)’র পতাকা বহন করব। এটা আমি গর্ব করে বলছি। কিয়ামতের দিন আমি সবার আগে জান্নাতের দরজার কড়া নাড়াব। আল্লাহ তা’আলা এটা স্বয়ং আমার জন্য খুলে দেবার নির্দেশ দিবেন। আমি সেখানে প্রবেশ করবো। তথায় আমার সাথে ধনী-দরিদ্র মুমিনগণও থাকবেন। সৃষ্টির আদি ও অন্ত সকলের মধ্যে সেদিন আমি সম্মাণিত হব। এটাও আমি গর্ব করে বলতে চাই না।’^{৬৬}

অন্য এক হাদিসে বর্ণনাটি এভাবে এসছে যে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفِّعٍ، بِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ، تَحْتِي آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ».

‘হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (কিয়ামত দিবসে) আমি সকল আদম সন্তানের সরদার হব। এটা আমি অহংকার করে বলিনি। কবর থেকে উত্তোলনের জন্য সর্বপ্রথম আমার মস্তকের উপর থেকে জমির মাটি সরানো হবে। আমিই সকলের আগে সুপারিশ করতে সক্ষম হবে এবং আমার সুপারিশ সর্বাত্মক গৃহীত হবে। আমার হাতেই সেদিন হামদ (প্রশংসা)’র ঝাড়া শোভা পাবে। যার নিচে আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে সকল মানুষ সমবেত হবেন।’^{৬৭}

^{৬৬} ১. তিরমিযী : আল জামেউস সহীহ, আবওয়াবুল মানাকিব, باب في فضل النبي, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৮৭, হাদিস : ৩৬১৬

২. দারমী : আস্ সুন্নান, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯, হাদিস : ৪৭

৩. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআনীর আযীম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৬১

^{৬৭} ১. ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৯৮, হাদিস : ৬৪৭৮

২. আবু ইয়াল্লা : আল-মুসনাদ, খন্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৮০, হাদিস : ৭৪৯৩

৩. ইবনে আবু আসেম : আস্ সুন্নাহ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৯, হাদিস : ৭৯৩

৪. মুকাদ্দেসী : আল আহাদিসুল মুখতারাহ, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৫৫, হাদিস : ৪২৮

৫. হাইসমী : মাজমাউয় যাওয়ারয়েদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২৩, হাদিস : ২১২৭

৩. মহান আল্লাহ স্বীয় আরশের উপর নবী করীম ﷺ কে বসাবেন

ইমাম কুরতুবী রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু বর্ণনা করেন, ‘মকামে মাহমুদ’ এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের ময়দানে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ স্বীয় আরশের উপর বসাবেন। মহান আল্লাহ স্বীয় মর্যাদা অনুযায়ী আরশের উপর একটি বিশেষ আসনে বসাবেন এবং নিজের পাশে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টির সেরা মর্যাদার অধিকারী হিসেবে একটি আসনে বসাবেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তাবয়ী হযরত মুজাহিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ أَنْ يَجْلِسَ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ أَنْ يَجْلِسَ اللَّهُ ‘মকামে মাহমুদ’ এমন এক পজিশনের নাম সেদিন মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর খুবই নিকটে বিশেষ একটি আসনে বসাবেন।

মুফাস্‌সির এবং মুহাদ্দিসগণের অভিমত

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে,

১. ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী ‘সাহেবুস্ সুন্নান’ বর্ণনা করেন, যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরশের উপর বসানোর বিষয়ে অস্বীকার করে তারা আমাদের মতে তিরস্কৃত।

২. ইমাম আবু দাউদের বর্ণিত বক্তব্যের স্বপক্ষে ইমাম তাবারী এবং কুরতুবী ছাড়াও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كُرْسِيِّ الرَّبِّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

‘নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর অতি নিকটে তাঁর জন্যে রক্ষিত আসনে আরোহণ করবেন।’^{৬৮}

৩. ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম বদরুদ্দীন আইনী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু ছাড়াও হযরত

^{৬৮} ১. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরুল কোরআন, খন্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১৪৮

২. আসকালানী : ফতহুল বারী শরহে বুখারী, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৮০

৩. আইনী : উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, খন্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ১২৩

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহুম থেকে উপরোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শরীয়তের আলিমগণ এ পর্যন্ত উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে এসেছেন। যারা এ ব্যাখ্যায় দ্বিমত পোষণ করেন তাদের সম্পর্কে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদি কেউ এ ব্যাখ্যার বিপক্ষে অবস্থান নেন, তাহলে তাদের জানিয়ে দিতে হবে পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াতের বিশ্লেষণ কী?

১. মকামে মাহমুদ সংক্রান্ত আয়াত

۲. وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ أَلِي رِبِّهَا نَاصِرَةٌ

কেননা সেদিন সকল বনী আদম পুণ্য প্রাপ্তির আশায় মহান আল্লাহর দিকে এক পলক চেয়ে থাকবেন।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এ সকল ব্যাখ্যা ইবনে শিহাব হতে হাদিসে তানযিলের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ হতে এ আয়াতের অধীনে একথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরশের উপর উপবিষ্ট করাবেন।

এই ব্যাখ্যাটি অসম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আরশ ও অন্যান্য সকল বস্তু সৃষ্টির পূর্বে হতেও আপন সত্তায় বিরাজমান ছিলেন। এতপর তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাতে তার সত্তাগত প্রয়োজন ছিলনা। বরং এগুলো সৃষ্টি করেছেন আপন শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করার জন্য। যাতে তার অস্তিত্ব, একত্ব ও পরাক্রমশালী শক্তিকে পরিচয় করা যেতে পারে এবং তার সকল বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজগুলো সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। অতঃপর তিনি নিজের জন্য আরশ সৃষ্টি করলেন এবং আপন ইচ্ছানুযায়ী এর উপর অধিষ্ঠিত হলেন। তবে এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, তিনি এ আরশের সাথে বিশেষিত হয়ে যাবেন কিংবা আরশ তার স্থায়ী নিবাস হয়ে যাবে। বলা হয়েছে যে, তিনি আজও ঐ সমস্ত গুণাবলী নিয়ে বিরাজমান আছেন যে গুলোর সাথে তিনিই বিরাজমান ছিল স্থান ও কাল সৃষ্টি করার পূর্বে। সুতরাং এ ভিত্তিতে একথাটি সমার্থক যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের অধিষ্ঠিত হবেন কিংবা বিছানার উপর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আরশের উর অধিষ্ঠিত হওয়া এর উপর দণ্ডায়মান ও উপবেশন হওয়া আরশে যাতায়াত করা আরশ হতে নিচে অবতরণ করা এবং যে সমস্ত কর্মকান্ড আরশ কেন্দ্রিক পক্রিয়াধীন, সেগুলো এ অর্থে নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা তো আরশের উপর অধিষ্ঠিত। যেভাবে তিনি নিজের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরশের উপর উপবেশন

করা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য প্রভুত্বের গুণ প্রমাণ করা নয়। আর না তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাসত্বের গুণ হতে বের করার জন্য। বরং এটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মকাম-মর্যাদা এবং তাঁর মান-মর্যাদাকে অন্যান্য সৃষ্টিকূল হতে সমুচ্চ করার জন্য। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদের বক্তব্য ছিল مَعَهُ আল্লাহ পাক প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পাশেই বসাবেন। মূলত কুরআন এ বক্তব্যকে সত্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

۱. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

১. “নিশ্চয় যেসব ফিরিশতা আপনার রবের সাথেই থাকেন।”^{৬৯}

۲. رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

২. “হে আমার রব! আমার জন্য আপনার পাশেই জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করুন।”^{৭০}

۳. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

৩. “নিশ্চয় মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন।”^{৭১}

এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর পাশেই আসন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত হতে কোন প্রতিবন্ধক নেই। যেহেতু আয়াতগুলো সাধারণ মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪. (শাস্তিপ্রাপ্ত) স্বীয় উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান

ইমাম কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘মকামে মাহমুদ’এর ৪র্থ অর্থ হল, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে (যারা শাস্তিপ্রাপ্ত) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দাখিলের ব্যবস্থা করবেন। এটা ‘মকামে মাহমুদ’এর অর্থ।

ইতোপূর্বে এ বিষয়ে কতিপয় হাদিস কাছী আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত শাফাআতের প্রকারভেদ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে আলোচিত হয়। আল্লামা কাজী আয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি এবং কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণিত হাদিস দু'টির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে কাজী আয়াজ এটাকে শাফাআতের প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন আর ইমাম কুরতুবী এটাকে ‘মকামে

^{৬৯} আল-কুরআন : সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ২০৬

^{৭০} আল-কুরআন : সূরা আত তাহরীম, আয়াত : ১১

^{৭১} আল-কুরআন : সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯

মাহমুদ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এই মকামের ভিত্তিতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজাপ্রাপ্ত স্বীয় উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের ব্যবস্থা করবেন। তিনি বলেন,

فَيَأْتُونِي وَلِيَّ عِنْدَ رَبِّي ثَلَاثَ شَفَاعَاتٍ وَعَدَنِيَهُنَّ، قَالَ فَأَتَى الْجَنَّةَ فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَفْتَحُ لِي فَتُحَا فَأَكْمَلُهُ وَيُرْحَبُ بِي فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلْتُهَا نَظَرْتُ إِلَى رَبِّي عَلَى عَرْشِهِ خَرَرْتُ سَاجِدًا فَأَسْجُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَسْجُدَ فَيَأْذَنُ اللَّهُ لِي مِنْ حَمْدِهِ وَمَنْجِيئِهِ بِشَيْءٍ مَا أُذِنُ لِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَاشْفَعْ تَشْفَعُ إِسْأَلُ تُعْطَاهُ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَنْ وَقَعَ فِي النَّارِ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفَتْ صُورَتَهُ فَأَخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ فَيَخْرُجُ أَوْلَيْكَ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُوا فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ دِينَارٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ ثَلَاثِي دِينَارٍ ثُمَّ يَقُولُ نِصْفَ دِينَارٍ ثُمَّ يَقُولُ فَيُرَاطِ ثُمَّ يَقُولُ اذْهَبُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ قَالَ فَيَخْرُجُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَعْرَفَ فِي الدُّنْيَا بِمَسَاكِينِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِمَسَاكِينِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ.

‘সমস্ত উম্মত সেদিন আমার নিকট উপস্থিত হবে। মহান আল্লাহ সেদিন আমার জন্য তিন স্তরের সুপারিশ বরাদ্দ করেছেন। আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাব। জান্নাতের তোরণের ‘কলিংবেল’ টিপে করাঘাত করব। তখন আমার জন্য প্রধান ফটক খুলে দেয়া হবে। আমাকে সালাম ও সম্ভাষণ দিয়ে বরণ করা হবে। সেখানে পৌঁছেই দেখব আমার রব আরশের উপর সমাসীন। আমি দেখামাত্র সিজদায় পড়ে যাব এবং তিনি যতক্ষণ চান ততক্ষণ আমি সিজদায় থাকব। সে সময় আমি এমন সব শব্দ দ্বারা তাঁর প্রশংসা করার সুযোগ পাব যা ইতিপূর্বে কোন বান্দাকে সুযোগ দেয়া হয়নি। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য

করে বলবেন, “মুহাম্মদ আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। আপনি যা আবেদন করবেন তা মনজুর করা হবে। তখন আমি বলল, হে আমার রব, আমার (কতিপয়) উম্মত জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি সেখানে যাও এবং যাদের চেহেরা চিনতে পাও সকলকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর। অতঃপর তাদেরকে মুক্ত করা হবে। একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি আবার যাও। যাদের অন্তরে স্বর্ণ-মুদ্রা পরিমাণ ঈমান দেখবে তাদেরকে মুক্ত করে আন। অতঃপর বলে যাবেন যাদের অন্তরে দুই তৃতীয়াংশ স্বর্ণ-মুদ্রা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের মুক্ত করে আনুন। আবার বলবেন যাদের অন্তরে অর্ধেক স্বর্ণ-মুদ্রা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের মুক্ত করে আনুন। অতঃপর বলবেন যাদের অন্তরে এক ‘কিরাত’ অর্থাৎ স্বর্ণ-মুদ্রার বিশ ভাগের একভাগ পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে আসুন। সর্বশেষে বলবেন, যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসুন। অতঃপর আমি সকলকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা নিব। সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতবাসী জান্নাতের প্রবেশের পর নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেভাবে চিনবে যেভাবে পৃথিবীতে পরস্পর জীবন যাপন করেছে।^{১২}

^{১২} ১. ইবনে রাহযাই : আল মুসনাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৪, হাদিস : ১০

২. ইবনে হায়ান : আল ইয়মাহ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৩৫, হাদিস : ৩৮৬

৩. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কোরআনীল আযীম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৮, ১৪৯

‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে ইমাম খাজেন (রহ.) এর অভিমত

ইমাম খাজেন রাহমতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত : ৭২৫ হি.) স্বীয় তাফসীর ‘লুবারুত তাভীল ফী মা’নীত তানযীল’ এর তয় খন্ড ১৪২ ও ১৪৩ পৃষ্ঠায় ‘মকামে মাহমুদ’ এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দুইটি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

১ম বক্তব্য :

وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّهُ يُحْمَدُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ.

‘মকামে মাহমুদ’ মূলত শাফাআতের মর্যাদাপূর্ণ পজিশন। কেননা এ স্তরে উন্নিত হওয়ার কারণে সেদিন সৃষ্টি জগতের আদি-অন্ত সকলেই তাঁর (প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রশংসায় রত থাকবে।

তিনি ও ইমাম বাগাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মতামতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, শাফাআতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তির নাম ‘আমর বিন উবাইদ’ খারেজী। আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণের সর্বসম্মত রায় হলো এ ব্যক্তিটি কউর বিদআতপন্থী।

যারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ অস্বীকার করে তারা মূলত তাঁকে ওসীলাও মানেনা। প্রকৃতপক্ষে এরা রিসালাতে মুহাম্মদীকে অস্বীকার করে। তাফসীর শাফের ইমামগণের মতে তাই এরা সর্বসম্মতভাবে বিদআতপন্থী।

২য় বক্তব্য :

ইমাম খাজেন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দ্বিতীয় বক্তব্য হলো ‘মকামে মাহমুদ’ অর্থ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক স্বীয় আরশের উপর অথবা বিশেষ আসনে বসাবেন।

رَوَى أَبُو وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلَ اللَّهِ وَأَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأَ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قَالَ : يُقْعِدُهُ عَلَى الْعَرْشِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ؓ قَالَ : يُقْعِدُ عَلَى الْكُرْسِيِّ.

‘হযরত আবু ওয়ায়েল রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু হযরত আবদুল্লাহু বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকে

বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। আর তোমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবীব এবং সৃষ্টি জগতের মধ্যে মহা সম্মানিত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন “নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ আপনাকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত কববেন” এ আয়াতের অর্থ হলো মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজহিদও এ ধরনের বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহু বিন সালাম রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ আসনে বসাবেন।

পবিত্র আরশের উপর বসানোর ক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ ইমাম খাজেন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবদুল্লাহু বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহুর হাদিস বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদদের বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। এ সব বর্ণনার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের বিশাল সমাবেশের ষ্টেইজ হবে পবিত্র আরশ আযীমে। এর উপর দু’টি আসন শোভা পাবে। একটি আসনে মহান আল্লাহ স্বীয় মর্যাদার ভিত্তিতে বসবেন। তিনি হবেন রাজসভার সর্বাধিনায়ক ও সভাপতি। আর বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্য আসনটি অলংকৃত করবেন নবী কুলের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার অভিমত

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (৬২৮-৬৬১ হি.) স্বীয় গ্রন্থ ‘মাজমুউল ফাতওয়া’তে মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে দু’টি প্রসিদ্ধ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১ম বক্তব্য :

মকামে মাহমুদ বলতে মকামে শাফাআত বুঝানো হয়। দলীল স্বরূপ হযরত ‘কাতাদাহ’ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন।

قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ هُوَ شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

হযরত কাতাদা রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহর বাণী “নিঃসন্দেহে আপনার রব আপনাকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন।” আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ওলামায়েদ্বীনের অভিমত এই যে, এটা দ্বারা হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপরিশের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।^{৯০}

২য় বক্তব্য :

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, মহান রাব্বুল আলামীন হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন। তিনি বলেন,

إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَقَدْ حَدَّثَ الْعُلَمَاءُ الْمُرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمُتَّبِعُونَ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ.

رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي تَفْسِيرِ :

﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ وَذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِهِ أُخْرَى مَرْفُوعَةً وَعَنْ مَرْفُوعَةٍ.

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এ বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হলো যে, প্রসিদ্ধ ওলামায়ে দ্বীন এবং আল্লাহর প্রিয়ভাজন আউলিয়া কিরামের অভিমত এই যে, বিচার

^{৯০} ইবনে তাইমিয়া : মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৯০

দিবসে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের পাশে পবিত্র আরশ আযীমে বসাবেন।

একই বিষয়টি হযরত লাইছ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে হযরত মুহাম্মদ বিন ফুযাইল রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু হযরত মুজাহিদ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহুর বরাত দিয়ে এ আয়াত مَقَامًا رَبُّكَ مَحْمُودًا এর তাফসীর বর্ণনা করেছেন।^{৯৪}

অতঃপর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ইবনু জারীর তাবারীর বর্ণনা ও সংকলনে এনেছেন। তারপর তিনি বলেন,

বর্ণিত সব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, মকামে মাহমুদ বলতে মকামে শাফাআত বা সুপারিশের মহান পজিশন উদ্দেশ্য। এবং হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর বিষয়টি এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা কোন ইমাম এ বিষয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নি। কেবল খারেজীদের একটি শাখা ‘জাহামিয়া সম্প্রদায়’ এটাকে অস্বীকার করেছে।

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর বিষয়টি তার বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ ‘ফাতওয়া আনু কুরীরা’ এর ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪০৫ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছে।

^{৯৪} ইবনে তাইমিয়া : মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭৪

মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কাইয়িমের সুস্পষ্ট অভিমত

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার পাশাপাশি আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওয়যিয়াহ (৬৯২-৭৫১ হি.) 'মকামে মাহমুদ' প্রসঙ্গে দু'টি প্রসিদ্ধ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

১. সৃষ্টির আদি-অন্ত সকলেই হুজুর নবী করীম ﷺ এর প্রশংসায় রত থাকবে

তিনি বলেন, 'মাহমুদ' শব্দটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুনবাচক নাম। এর অর্থ যার অধিক প্রশংসা করা হয়। কিয়ামতের মহান দিবসে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হবেন তখন সৃষ্টির আদি-অন্ত সবাই, জীন, ফিরিশতা, নবী-রাসূল সকল উম্মত এমনকি কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সবাই সম্মিলিতভাবে তাঁর প্রশংসায় রত থাকবে।^{৭৫}

২. নবী করীম ﷺ কে পবিত্র আরশের উপর বসানো হবে

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহমতুল্লাহি আলাইহি তার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'ইজতিমা', 'আল-জুযুশ আল-ইসলাম' পৃঃ ১২০ এ লিখেছেন, মহান আল্লাহর বাণী 'عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا' এর ব্যাখ্যায় তিনি উল্লেখ করেছেন, 'يُجْلِسُهُ عَلَي الْعَرْشِ' মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন।

এ বক্তব্য দু'টি বর্ণনার পর আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আলোচনা আর বর্ধিত করেন নি। এতে প্রমাণিত যে, তার ব্যক্তিগত মতামত ও এর ব্যতিক্রম নয়।

'মকামে মাহমুদ' প্রসঙ্গে ইবনে হাজর আসকালানীর বিশ্লেষণ

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৭৭৩-৮৫২ হি.) তার বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' এর ৮ম খন্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় মহান আল্লাহর বাণী 'عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন।

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْجَبَّارِ وَبَيْنَ جَبْرَيْلَ، فَيَغْبِطُهُ بِمَقَامِهِ ذَلِكَ أَهْلُ الْجَمْعِ.

'ইবনু আবি হাতিম হযরত সাঈদ বিন আবু হেলালের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, তার নিকট এ বাণীর বিবরণ পৌঁছে যে, মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মূতাবেক কিয়ামতের ময়দানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে মাকামে মাহমুদ প্রদান করা হবে তা হচ্ছে মহান আল্লাহ এবং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মধ্যখানে পবিত্র আরশের উপর তাঁকে বসাবেন। এ পজিশন দেখে সৃষ্টি জগতের পূর্বাপর (আদি-অন্ত) সকলে ঈর্ষা করতে থাকবে।'

ইমাম ইবনে হাজর বর্ণনা করেন, উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত। তিনি আরো বলেন, হযরত ইমাম আলী বিন হোসাইন বিন আলী (অর্থাৎ ইমাম যয়নুল আবেদীন) ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী স্বীয় গ্রন্থে 'মকামে মাহমুদ' এর আরো কতিপয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

۱- إِنْ الْمَرَادُ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ أَخَذَهُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ.

১. মকামে মাহমুদ অর্থ হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের দরজার কড়া সর্বপ্রথম নাড়বেন (এবং জান্নাতে প্রবেশ করবেন।)

۲- قِيلَ إِعْطَاؤُهُ لِرِوَاءِ الْحَمْدِ.

২. তাঁকে হামদ (প্রশংসা)র পতাকা প্রদান করা হবে। এটাই মকামে মাহমুদ।

۳- وَقِيلَ جُلُوسُهُ عَلَي الْعَرْشِ.

৩. তাঁকে পবিত্র আরশের উপর বসানো হবে।

^{৭৫} ইবনে কাইয়িম : জালাউল আফহাম, পৃ. ১৭৮

হযরত আবদ ইবনে হামীদ (রহ.) এ বক্তব্যটি বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি শাফাআতের হাদিসসমূহের বিবরণ দিয়েছেন। পূর্বে একাধিকবার বর্ণিত ইয়াজীদ ফকীরের হাদিস যিনি হযরত জাবির রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি খারেজীদের একটি প্রসিদ্ধ দলের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে, তারা কটর বিদআত পন্থী ছিল। যারা শাফায়াতকে অস্বীকার করেছে। পরবর্তীতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একাধিক হাদিসের মাধ্যমে এর জবাব দিয়েছেন।

অতঃপর ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত ওমর রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, একদিন হযরত ওমর রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু মিশরে দাঁড়িয়ে বলেন, আমাদের উম্মতের মধ্যে এমন একদল আসবে যারা দণ্ডবিধি অস্বীকার করবে, যারা দজ্জালের আগমনকে অস্বীকার করবে, যারা কবরের আযাবকে অস্বীকার করবে। তারা সুপারিশকে অস্বীকার করবে এবং হাশরের দিন জাহান্নাম থেকে উম্মতকে নাজাত দানের বিষয়কেও অস্বীকার করবে।

অতঃপর ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মকামে মাহমুদ বিষয়ে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন।

১. ইমাম ইবনে জাবীর তাবারী বলেন, মকামে মাহমুদ সে পবিত্র পজিশনকে বলা হয় যেখানে অবস্থান করে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন। এটা মূলত শাফায়াতের উচ্চ স্তরের নাম।
২. হযরত সালমান রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু বক্তব্য বর্ণনা করে ইমাম আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উম্মতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুপারিশ কবুল করেন, তাই মকামে মাহমুদ।
৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিন সবুজ পোশাক পরিধান করানো হবে যা তাঁকে অসাধারণ দেখাবে। মকামে মাহমুদের পর্যায়ে পড়ে এমন বিশেষ বিবরণও ইমাম আসকালানী প্রদান করেছেন।
৪. হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের ডান পাশে যে স্থানে বসানো হবে এটাও মকামে মাহমুদের তাৎপর্য।

(উল্লেখ্য যে, এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে)

৫. অতঃপর হযরত লাইছের রবাতে ইবনে হাজর (রহ.) বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদের বিবরণ উল্লেখ করে বলেন মকামে মাহমুদ অর্থ হল 'يَجْلِسُ مَعَهُ عَلَيَّ عَرْشُهُ' মহান আল্লাহ তাঁর পাশে আরশের উপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসাবেন।

এসব বিবরণের উপর ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি শ্বীয় মন্তব্য উপস্থাপন করে বলেন,

মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে বর্ণিত ১ম বক্তব্যটি যা দ্বারা শাফাআতের স্তর প্রমাণিত এটাই আমার মতে সর্বোত্তম মনে করি। কিন্তু মকামে মাহমুদের যে অর্থে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর প্রসঙ্গ এসেছে এটা কোন প্রকার দলীল দ্বারা খন্ডন করাও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন। তিনি বলেছেন, “আরশের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসানোর বিষয়টি যারা অস্বীকার করবে তারা আমাদের মতে তিরস্কৃত।

অতঃপর ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ বিষয়ে অস্বীকৃতির কোন সুযোগ নেই। যেহেতু এ ধরনের বর্ণনা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং হযরত মুজাহিদ (বিখ্যাত তাবেয়ী) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ مُحَمَّدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيَّ كُرْسِيِّ الرَّبِّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّبِّ.

“কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে তাঁর বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হবেন।”

এখানে বর্ণিত ‘كُرْسِيِّ الرَّبِّ’ বলতে মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে মর্যাদার আসন সজ্জিত করবেন তাই বুঝানো হয়েছে। যেমন পবিত্র কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ বলা হয়।

অতঃপর ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবীর বরাত দিয়ে হযরত সাঈদ বিন হিলালের বিবরণে নিম্নোক্ত হাদিস উদ্ধৃত করেন।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْجَبَّارِ وَبَيْنَ جَبْرَيْلَ، فَيَغْبِطُهُ
بِمَقَامِهِ ذَلِكَ أَهْلُ الْجَمْعِ.

‘হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্ এবং জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের মধ্যখানে বিশেষ আসনে অবস্থান করবেন যা দেখে হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলেই ঈর্ষা করতে থাকবে।’

সবশেষে ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) স্বীয় মতামত ব্যক্ত করে বলেন,

কিয়ামতের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হামদের পতাকা প্রদান করা, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রশংসা করা, তাঁকে মহান আল্লাহর আরাধনের উপর বসানো, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের চাইতেও অতি নিকটে আসন প্রদানসহ সকল কিছু ‘মকামে মাহমুদ’এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বিশেষ। যে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে থাকবেন।^{৭৬}

‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী^{৭৭}র বিশ্লেষণ

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (ওফাত : ৮৫৫ হি.) যিনি পবিত্র বুখারী শরীফের অন্যতম ভাষ্যকার। তিনি হিজরী নবম শতকের প্রসিদ্ধ ও বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি পবিত্র কুরআনের বাণী ‘عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا’^{৭৮} প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

وَالْجَمَهُورُ عَلَىٰ أَنْ الْمُرَادَ بِهِ الشَّفَاعَةُ وَبَالِغَ الْوَاحِدِيِّ فَنَقَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَقَالَ
الطَّرِيقِيُّ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ الَّذِي يَقُومُهُ النَّبِيُّ
لِيُرِيَهُمْ مِنْ كُرْبِ الْمَوْقِفِ، وَرَوَى أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَقَامَ
الْمَحْمُودَ الشَّفَاعَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَعَنِ أَبِي
مَسْعُودٍ كَذَلِكَ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَتَادَةَ.

وَقَالَ الطَّرِيقِيُّ أَيُّضًا قَالَ لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ مَقَامًا مَحْمُودًا يَجْلِسُهُ مَعَهُ
عَلَىٰ عَرْشِهِ ثُمَّ أَسْنَدَهُ وَبَالِغَ الْوَاحِدِيِّ فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْلِ وَنَقَلَ النَّقَّاشُ عَنْ
أَبِي دَاوُدَ صَاحِبِ السُّنَنِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَهُوَ مُتَّهَمٌ وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ عِنْدَ الثَّعْلَبِيِّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ
ﷺ أَنَّ مُحَمَّدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ كُرْسِيِّ الرَّبِّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّبِّ.

‘জমহুর উলামাদের দৃষ্টিতে ‘মকামে মাহমুদ’ অর্থ শাফাআতের মর্যাদাকে বুঝানো হয়। ইমাম ওয়াহেদী বলেছেন এ বক্তব্যের উপর ইমামদের ঐক্যমত্য রয়েছে। ইমাম ইবনে জরীর তাবারী বলেন এটা সেই পজিশন যে স্তরে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত দিবসে বিপদগ্রস্তদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। অতঃপর শাফাআতের বেশ কিছু হাদিস তিনি বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আবু হোরায়রা, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত হাসান বসরী এবং হযরত কাতাদাহ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহুম থেকে এ বিষয়ক হাদিসও তিনি বর্ণনা করেন।

^{৭৬} আসকালানী : ফতহুল বারী শরহে বুখারী, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৭৯-৪৮১

ইমাম তাবারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইমাম লাইচের বরাতে প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদের নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, ‘মকামে মাহমুদ’ অর্থ মহান আল্লাহ্ স্বীয় আরশের উপর বসাবেন। ইমাম ওয়াহেদী বক্তব্যটি খন্ডন করতে চাইলে ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরশের উপর আরোহন করার বিষয়টি যারা অস্বীকার করে তারা তিরস্কৃত। ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহুর বরাতে হযরত ছালাবী থেকে এবং আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহুর বরাতে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম থেকে বর্ণনায় এসেছে যে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সম্মুখেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক তাঁর নির্ধারিত আসনে বসাবেন।^{৭৭}

বর্ণিত সকল বিবরণ উপস্থাপনের শেষে আল্লামা আইনী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালামের ঐতিহাসিক বর্ণনটুকু উপস্থাপন করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, ‘মকামে মাহমুদ’ এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পবিত্র আরশের উপর বসাবেন।

‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে ইমাম কুস্তালানীর সম্পূর্ণক বর্ণনা

ইমাম কুস্তালানী (ওফাত : ৯২৩ হি.) সহীহ বুখারী শরীফের ভাষ্যকারগণের মধ্যে তৃতীয় স্থানের ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বীয় গ্রন্থ ‘المواهب اللدنية بالمنح المحمدية’ এর ৩য় খন্ডের ৪৪৮-৪৫০ পৃষ্ঠাসমূহে ‘মকামে মাহমুদ’ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করছেন। এছাড়াও তিনি ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে চারটি বক্তব্যের বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন,

قِيلَ: هُوَ إِجْلَاسُهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَقِيلَ عَلَى الْكُرْسِيِّ، رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يُقْعَدُ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَرْشِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ.

‘মকামে মাহমুদ বলতে কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, “নবী করীম ﷺ কে পবিত্র আরশের উপর বসানো হবে। আবার কেউ বলেছেন, “তাঁকে বিশেষ আসনের উপর বসানো হবে।” হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “আল্লাহ্ পাক নবী করীম ﷺ কে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন।” এদিকে প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু বলেন, নবী করীম ﷺ কে মহান আল্লাহ্ তাঁর সাথেই পবিত্র আরশের উপর বসাবেন।’

এ বিষয়ে ইমাম কাস্তালানী নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে বলেন, “বর্ণিত বক্তব্যের (নবী করীম ﷺ কে আরশের উপর বসানো) সাথে কেবল ইমাম ওয়াহেদ ছাড়া বিজ্ঞ কোন ইমাম ও আলেম দ্বিমত পোষণ করেন নি। তিনি যতটুকু বিশ্লেষণ করেছেন সেখানেও নবী করীম ﷺ কে পবিত্র আরশ বা বিশেষ আসনে বসানোর ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন নি। অবশ্যই তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহর পক্ষে কুরসী বা আসনে বসা কী করে সম্ভব? সৃষ্টির সাথে এতে তো তুলনা হয়ে যায়।

ইমাম কাস্তালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ বক্তব্যের জবাবে বলেন, “মহান আল্লাহ পবিত্র আরশের উপর স্বীয় কুদরত ও অবস্থান নিয়ে তশরীফ রাখবেন, কোন সৃষ্টির মত তিনি উপবিষ্ট হবেন না। আর নবী নবী করীম ﷺ এর মর্যাদা যেহেতু আপরাপর সকল সৃষ্টির চাইতে বেশী সেহেতু সে মর্যাদা অনুযায়ী তাঁকে বিশেষ আসনে বসাবেন।

^{৭৭} আইনী : উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, খন্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ১২৩

বিখ্যাত তাবেরী হযরত মুজাহিদ যে বলেছেন, “আল্লাহর সাথে বসাবেন” এর তাৎপর্য হলো নিম্নবর্ণিত আয়াত দু’টি,

﴿ ۱۰۰ ۱ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

“নিঃসন্দেহে যারা আপনার রবের অতি নিকটে থাকে।”^{৯৮}

﴿ ۱۰০ ২ ﴾ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ يَتًا فِي الْجَنَّةِ

হে রব! জান্নাতে আপনার নিকট আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করুন।^{৯৯}

এসব উদাহরণ যেমন বিশেষ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তেমনি আল্লাহর সাথে আরশের উপর বসানোর বিষয়টিও বিশেষ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে কাজী ছানা উল্লাহ পানীপথীর বিশ্লেষণ

কাজী ছানা উল্লাহ পানীপথী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (১১৪৩-১২২৫ হি.) উপমহাদেশ আঞ্চলের একজন বিশ্বখ্যাত মুফসসির ছিলেন। তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় তাফসীরগ্ৰন্থ ‘তفسیر المظهری’ এর ৫ম খন্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় যা উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে ‘মকামে মাহমুদ’ এর ব্যাখ্যা বা তাফসীর প্রসঙ্গে দু’টি বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

১ম বক্তব্য :

মকামে মাহমুদ থেকে উদ্দেশ্য শাফায়াত।

২য় বক্তব্য :

মহান আল্লাহর নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানো হবে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি ইমাম বগভী রাহমতুল্লাহি আলাইহির বরাত দিয়ে নিম্ন বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করেন।

رَوَى أَبُو وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِخْتَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَيْهِ . ثُمَّ قَرَأَ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قَالَ : يُقْعِدُهُ عَلَى الْعَرْشِ . وَعَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ؓ قَالَ : يُقْعِدُ عَلَى الْكُرْسِيِّ .

‘হযরত আবু ওয়ায়ের হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে এবং তিনি হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকে স্বীয় খলিল (বন্ধু) বনিয়েছেন। তেমনিভাবে তোমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর হাবীব- অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তিনি সৃষ্টির মধ্যে অধিক সম্মানিত। অতঃপর তিনি ‘عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا’ আয়াতটি পড়লেন। তিনি বললেন, এর অর্থ হলো মহান আল্লাহ তাঁকে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন। হযরত মুজাহিদ থেকেও একই রকমের রেওয়াজ বর্ণিত আছে।

^{৯৮} আল-কুরআন : সূরা আরাফ, আয়াত : ২০৬

^{৯৯} আল-কুরআন : সূরা আত তাহরীম, আয়াত : ১১

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে তিনি বলেন, ‘মহান আল্লাহ তাঁকে কুরসী বা বিশেষ আসনের উপর বসাবেন।’

কাজী ছানাউল্লাহর নিকট প্রথম বক্তব্যটি অধিক গ্রহণযোগ্য হলেও শেষোক্ত বক্তব্যের কোন সমালোচনা করেন নি। এতে প্রমাণিত যে, তাঁর নিকট এ বক্তব্যটিও গ্রহণ যোগ্য।

‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে ইমাম শওকানীর বিশ্লেষণ

ইমাম শওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (১১৭৩-১২৫০ হি.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ ‘فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية في علم التفسير’ এর ৩য় খন্ডের ২৫১ ও ২৫২ পৃষ্ঠায় মকামে মাহমুদের চারটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

১. ‘মকামে মাহমুদ’ শাফায়াতের মকামকে বলে

ইমাম শওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে প্রথম বক্তব্য হল, কিয়ামতের দিন হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুপারিশ করবেন এটা দ্বারা সে পজিশন উদ্দেশ্য। প্র প্রসঙ্গে যথেষ্ট দলীল ও প্রমাণাদি রয়েছে। ইবনে জরীর তাবরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি প্রসঙ্গে প্রামাণ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ইমাম ওয়াহেদী বলেছেন, সকল ইমাম ও মুফাসসিরের ঐক্যমত্য রয়েছে যে, মকামে মাহমুদ অর্থ শাফায়াতের মর্যাদা বিশেষ।

২. হুজুর নবী করীম ﷺ কে হামদের পতাকা প্রদান করা হবে।

ইমাম শওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, ‘মকামে মাহমুদ’ অর্থ হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামতের দিন হামদের পতাকা প্রদান করা হবে। আবার এ বক্তব্যের সাথে প্রথম বক্তব্যের দ্বন্দ্ব নেই। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘হামদ’ এর পতাকা হাতে নিয়ে সেদিন সুপারিশ করতে থাকবেন।

৩. নবী করীম ﷺ কে পবিত্র আরশের উপর বসানো

ইমাম শওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে তৃতীয় বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, মকামে মাহমুদের তাৎপর্য হচ্ছে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন নিজের অতি নিকটে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন। এ ধরনের অভিন্ন বক্তব্য ইবনে জরীর তাবরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সহ অনেকেই উপস্থাপন করেছেন। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদও এ মর্মে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কিয়ামতের দিন হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর বিষয়টি যারা অস্বীকার করে তারা আমাদের মতে অভিযুক্ত এবং তিরস্কৃত।

অতঃপর ইমাম শওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি অন্যসব বক্তব্য খণ্ড করেছেন। তবে এতে শাফায়াতের মর্যাদা এবং পবিত্র আরশের উপর বসানোর বিষয়ের কোন বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায় নি।

৪. নবী করীম ﷺ এর শুধু প্রশংসা

ইমাম শওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মকামে মাহমুদের চতুর্থ বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, মকামে মাহমুদ অর্থ হজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুধু প্রশংসা হতে থাকবে। পরকালে তাঁর সর্বোচ্চ আসন দেখে সকলেই তাঁর প্রশংসায় রত থাকবে। একই অর্থ তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থকার (যমখশারী) উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর ইমাম শওকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যেহেতু সমস্ত হাদিস দ্বারা মকামে মাহমুদের অর্থসমূহ নির্ধারিত, কাজেই সামগ্রিকভাবে বা সাধারণভাবে এর অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসেমীর বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসেমী (ওফাত : ১৩৩২ হি./১৯১২ খৃ.) স্বীয় বক্তব্যের নিরিখে ‘হজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর’ বিষয়ে চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসেমী বিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। তিনি দামেশকের অধিবাসী। তাঁকে সাধারণত সালাফী বা আহলে হাদিসের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হত, যা কিন্তু ভুল। মিশর ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গেল শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন যেমন- আল্লামা রশীদ রেজা, শহীদ হাসান আল-বান্না, আল্লামা জামাল উদ্দীন আফগানী, মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু এবং আল্লামা জওহারী তান্তাভী প্রমুখ দুনিয়া কাঁপানো আলেমগণ আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসেমীর শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত। লোকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা উনি নাকি সলফী আকীদার নিশান বরদার। অথচ তা মোটেই ঠিক নয়। ইতোপূর্বে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে এ ধারণা ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। এমনকি ইমাম হাফেজ ইবনে কাসীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কেও এ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত যে, তিনি নাকি সলফী আকীদার চিন্তনায়ক বিশেষ। অথচ তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। অধিকন্তু তার বিশ্বখ্যাত তাফসীর দ্বারা প্রমাণিত তিনি আহলুস সুন্নাতে ওয়ালা জামা’আতের ইমাম এবং তার তাফসীরে আহলুস সুন্নাতে যে সব প্রামাণ্য দলীল রয়েছে তা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতীর তাফসীর ছাড়া অন্য কোন তাফসীরে পাওয়া দুস্কর।

আল্লামা কাসেমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তার বিশ্বখ্যাত তাফসীর التاويل এর ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪৯১-৪৯৫ পৃষ্ঠায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘মকামে মাহমুদ’ প্রসঙ্গে দু’টি প্রসিদ্ধ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

১. ‘মকামে মাহমুদ’ বলতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘শাফায়াতে কুবরা’ বা সুমহান শাফাআত বুঝাবে, যা মহান আল্লাহ তাঁকে দান করবেন।
২. মহান আল্লাহ তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র আরশের উপর বসাবেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি ইবনে জারীর তাবারীর বিশ্বখ্যাত বক্তব্য উপস্থাপন করেন, মকামে মাহমুদের একটি অর্থ এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাথে পবিত্র আরশে বসাবেন। অভিন্ন এ বক্তব্যটি হযরত লাইছ হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করে উপস্থাপন করেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ওয়াহেদীর আপত্তিসমূহ

অতঃপর আল্লামা কাসেমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উপরোক্ত বিষয়ে কেবল ইমাম ওয়াহেদী আপত্তি তোলেন। তিনি অবশ্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর বিষয়ে আপত্তি করেন নি। শুধু তার আপত্তি মহান আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির মতো আরশের বসবেন? কেননা, বসানোর বিষয়টি যদি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হয় তবে তিনি আপরাপর সৃষ্টির মতো সীমাবদ্ধ হয়ে যাবেন। অথচ তিনি তো অসীম!

ইমাম ওয়াহেদীর আপত্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে-

১ম আপত্তি

যেহেতু মহান আল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মকামে মাহমুদে (مبعوث) প্রেরণ করবেন তাই (مبعوث) অর্থ নিতে হবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে কবর থেকে উঠে দণ্ডায়মান হওয়া এবং অবস্থান করা। আর بعث (উত্তোলন) শব্দটি কিন্তু جلوس বা 'বসার' বিপরীত। তাই আরশের উপর বসানোর প্রশ্ন আসেনা।

২য় আপত্তি

মহান আল্লাহ এখানে 'মকামে মাহমুদ' উল্লেখ করেছেন। মকআদ (مقعد) শব্দ উল্লেখ করেন নি। 'মকাম' হলো দণ্ডায়মানের স্থান, বসার স্থান নয়।

৩য় আপত্তি

মহান আল্লাহ যদি পবিত্র আরশের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসেন তবে এতে আল্লাহ পাকের সত্তা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। যা অসম্ভব।

৪র্থ আপত্তি

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহর সাথে বসানোর বিষয়ে আলাদা কোন মর্যাদা পরিলক্ষিত হয় না। কেননা জান্নাতে আল্লাহ পাক সাধারণ জান্নাতবাসীদের সাথে বসবেন, সাক্ষাৎ করবেন ও তাদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। কাজেই আল্লাহর সাথে বসানোর বিষয়ে বিশেষ কোন মর্যাদা হতে পারে না; যেহেতু সকল মুমিন এ সুযোগ হাসিল করবেন।

৫ম আপত্তি

যদি বলা হয় 'রাজা অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন' এর অর্থ হবে অমুক ব্যক্তি সে বিশেষ জাতির নিকট গিয়ে তাদের সংশোধনে তৎপর হবেন। এর অর্থ কী এই যে, তিনি বসে থাকবেন।

আপত্তি সমূহের জবাব

আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসেমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত আপত্তি ও প্রশ্ন সমূহের জবাব প্রদান করতে গিয়ে বলেন, এখানে আমি আল্লামা ওয়াহেদী আরোপিত ৫টি আপত্তি ও প্রশ্ন সমূহের জবাব উপস্থাপন করতে চাই, যেসব আপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন।

১ম আপত্তির জবাব

হযরত মুজাহিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বর্ণনায় بعث এর কোন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন নি। বরং তিনি শুধু এ কথাই বলেছেন যে, মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন। (এর ব্যাখ্যায় তিনি আরশের উপর বসানোর বিষয় উল্লেখ করেছেন।)

২য় আপত্তির জবাব

مقام (মকাম) শব্দের আভিধানিক অর্থ দণ্ডায়মানের স্থান ছাড়াও এর দ্বারা সুউচ্চ মর্যাদা ও মহান পজিশন বুঝানো হয়। যা সর্বজন বিদিত।

৩য় আপত্তির জবাব

আল্লাহর সাথে সৃষ্টি জগতের তুলনা বিষয়টি অবাস্তব। কেননা মহান আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার সমকক্ষ কেউ নেই। আল্লাহর কোন গুনবাচক নাম কুরআন-সুন্নাহতে পাওয়া যাবেনা যার সাথে সৃষ্টির সমকক্ষ থাকবে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

৪র্থ আপত্তির জবাব

যদি বাদশাহ কোন মহা সম্মানিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান এবং তার জন্য শাহী আসনের পাশে একটি বিশেষ আসন সজ্জিত করে তাকে সেখানে বসানোর ব্যবস্থা করেন। তখন এ বিশেষ মর্যাদা উপস্থিত সকলের চাইতে কী অনেক বেশী নয়? (অতএব, এটাও এর ব্যতিক্রম নয়।)

৫ম আপত্তির জবাব

আলোচ্য প্রশ্নটি অর্থাৎ কোন স্থানে প্রেরণের বিষয়টি এখানে প্রযোজ্য নয়। কেননা পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী **يَعْنِكَ** অর্থ প্রেরণ করা নয় বরং অধিষ্ঠিত করা ও বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাঁকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন।

তাই হযরত মুজাহিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ বিশেষ পজিশনের ব্যাখ্যা এভাবেই দিয়েছেন (মহান আল্লাহর সাথে পবিত্র আরশে বিশেষ আসন প্রদান করার কথা বলেছেন।)

কাজেই এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি।

মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে আপরাপর ইমামগণের বক্তব্যের বিরোধ

অতঃপর আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসেমী হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর বিষয়ে (মকামে মাহমুদের তাৎপর্য) তাফসীর শাস্ত্রের বিদগ্ধ কতিপয় আলেমে দীন ও মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যে সমূহ উপস্থাপন করেন।

১. ইমাম যাহাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি

হাফেজ ইমাম যাহাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (৬৭৩-৬৪৮ হি.) স্বীয় কিতাব **العروة العظمى** এ ইমাম দার-কুত্নী জীবন চরিত উল্লেখ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করেছেন।

حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ فِي أَحْمَدَ إِلَى أَحْمَدَ الْمُصْطَفَى نَسْنِدُهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ بِإِقْعَادِهِ عَلَى الْعَرْشِ أَيْضًا فَلَا نَجْحِدُهُ
أَمْرًا وَحَدِيثُ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا تَدْخُلُوا فِيهِ مَا يُفْسِدُهُ

শাফায়াতের হাদিসটি আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকেই সম্বন্ধ করি। তাঁকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর বর্ণনাটিও আমরা অস্বীকার করিনা। কাজেই হাদিসকে তার আপন গতিতে চলতে দিন। এত নিজস্ব এমন কোন বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করবেন না যাতে পূর্ণ হাদিসের উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়।

অতঃপর ইমাম যাহাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত গ্রন্থে শায়খ বাগদাদ মুহাম্মদ বিন মুসআরের জীবন চরিত বর্ণনা করতে গিয়ে এবং মকামে মাহমুদ প্রসঙ্গে তার বিশ্লেষণ উল্লেখ করে বলেন,

وَقَالَ الْمَرْوُذِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْخَفَّافِ، سَمِعْتُ ابْنَ مَصْعَبٍ وَتَلَا:

﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قَالَ: نَعَمْ يَقْعُدُهُ عَلَى الْعَرْشِ.

ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، مُحَمَّدُ بْنُ مَصْعَبٍ فَقَالَ: قَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ.

ইমাম মিরওয়াযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু আবদিলাহ আল খাফ্ফাফ থেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি শায়খুল বাগদাদ হযরত ইবনু মুসআর থেকে শুনেছি, তিনি মহান আল্লাহর বাণী 'عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا' তিলাওয়াত করলেন আর বললেন, হ্যাঁ, এর তাৎপর্য হচ্ছে, মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন।

হযরত আহমদ বিন হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি শায়খুল বাগদাদ মুহাম্মদ বিন মাসআবের হাদিস বর্ণনা করে বলেন, আমি তার নিকট হতে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছি (অর্থাৎ তিনি আমার শায়খদের অন্তর্ভুক্ত)।

২. ইমাম মরওয়াযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশ আযীমের উপর উপবেশন করানোর বিষয়ে ইমাম মরওয়াযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে হযরত মুজাহিদদের ঐতিহাসিক উক্তিসহ হযরত লাইছ বিন সুলাইম, আতা বিন সাযিব, আবু ইয়াহ ইয়া আল কাত্তাহ এবং যাবির বিন ইয়াযীদ প্রমুখ বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে উপরোক্ত মতটি উপস্থাপন করেন। সেই সাথে ঐ যুগে যেসব মুফতী ও মুহাদ্দেসীন হযরত বিখ্যাত তাবেরী হযরত মুজাহিদদের বক্তব্যের সমর্থনে কথা বলেছেন তাদের বিবরণগুলো উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি হযরত আবু দাউদ সিজিসতানী (সাহেবুস সুনান) এবং ইবরাহীম হারবী প্রমুখ ইমামদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সুযোগ্য সন্তান এক পর্যায়ে হযরত মুজাহিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্যের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে বলেন,

أَنَا مُنْكَرٌ عَلَى كُلِّ مَنْ رَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ. وَهُوَ عِنْدِي رَجُلٌ سُوءٌ مُتَمِّهِمٌ.

سَمِعْتُهُ مِنْ جَمَاعَةٍ. وَمَا رَأَيْتُ مُحَدِّثًا يُنْكِرُهُ. وَعِنْدَنَا إِنَّمَا تُنْكِرُهُ الْجَاهِلِيَّةُ. وَقَدْ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنِ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قَالَ: يُعْقَدُهُ عَلَى الْعَرْشِ. فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: لَمْ يُقَدَّرْ لِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ ابْنِ فَضَيْلٍ.

‘যে ব্যক্তি ইমাম মুজাহিদের বর্ণিত হাদিসের বিরোধিতা করে আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করি। কেননা বিরোধীজন আমাদের মতে অভিযুক্ত ও নিন্দনীয়। আমি এ বর্ণনাটি হযরতে মুহাম্মদসীনে কেরামের একটি বিশাল অংক থেকে অভিন্নভাবে শুনেছি। কেউ ইমাম মুজাহিদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে, এমন কথা আমার জানা নেই। শুধুমাত্র খারেজীদের ‘জাহামিয়া’ নামক সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করেছে। আমাকে হযরত হারুন বিন মারুফ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন ফুজাইল হাদিসটি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত লাইছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছি। তিনি মহান আল্লাহ বাণী ‘عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا’ তিলাওয়াত করে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, এর তাৎপর্য হচ্ছে, মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন। মূলত এ হাদিসটি আমার সম্মানিত পিতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকেও আমি শুনেছি।’

এ প্রসঙ্গে ইমাম মিরওয়াযী হযরত ইব্রাহীম বিন আরফার বরাত দিয়ে বলেন,

سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هَذَا قَدْ تَلَقَّيْتُهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ.

‘আমি ইবনে উমাইর রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর বিষয়টি উম্মতের আলেমগণের নিকট গৃহীত হয়েছে।’

ইমাম মরওয়াযী আরো বলেন, এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وَقَالَ الْمَرْوَزِيُّ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ التَّقْفِيُّ. ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا سَلَمُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَكَانَ ثِقَةً، ثَنَا الْجَرِيرِيُّ، ثَنَا سَيْفُ السُّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ؓ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِيءَ بِنَبِيِّكُمْ ﷺ حَتَّى يَخْلُسَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُرْسِيِّهِ.

‘ইবনু আবি সাফওয়ান ছাকাফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া বিন কাসীর হাদিস বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেন, সুলাইম বিন জাফর হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে হযরত জরিরী হাদিস বর্ণনা করে বলেন, আমাকে সাইফুদাউসী হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, তিনি বর্ণনা করেন, হাশরের দিবসে তোমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহর সামনে যখন আনা হবে তথায় তিনি তাঁর রক্ষিত বিশেষ আসনে মহান আল্লাহর সামনে তাশরীফ রাখবেন।’

মূলতঃ হযরত মুজাহিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহির এ বক্তব্যটি ইমাম ইবনু জারীর তাবারী রাহমতুল্লাহি আলাইহির স্বীয় একটি হৃদয়গ্রাহী স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছেন।

এ কথার সমর্থনে ইমাম আবু বকর আল-খল্লাল স্বীয় কিতাব আস্ সুন্লাহতে একটি চিত্তাকর্ষক স্বপ্ন উল্লেখ করেছেন।

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ الْعَطَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّاجِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ: إِنَّ فَلَانًا التَّرْمِذِيُّ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُقْعِدُكَ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ. وَنَحْنُ نَقُولُ: بَلْ يُقْعِدُكَ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ شِبْهَ الْمَغْضَبِ وَهُوَ يَقُولُ: بَلَى، وَاللَّهِ! بَلَى، وَاللَّهِ! يُقْعِدُنِي عَلَى الْعَرْشِ. فَانْتَبَهْتُ.

‘হযরত সালেহ বিন আত্তার হযরত মুহাম্মদ বিন আলী আস্-সারাজ থেকে বর্ণনা করে হযরত হাসান বিন সালেহ আল্ আত্তার বলেন, যে মুহাম্মদ বিন আলী আস্ সারাজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলে তাঁর নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক তিরমিযবাসী আপনাকে পবিত্র আরশের উপর

বসানোর বিষয়টি অস্বীকার করে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা রাগের স্বরে বললেন, হাঁ, অবশ্যই আমাকে সেখানে বসাবেন। এরপর আমার চক্ষু খুলে গেল এবং নিদ্রা ভেঙ্গে গেল।

কাজী আবু ইয়াল্লা আল ফাররা বর্ণনা করেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা আবু বকর আহমদ বিন সোলায়মান আন-নাজ্জার বর্ণনা করেন,

لَوْ أَنَّ حَالِفًا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا؛ إِنَّ اللَّهَ يُقْعِدُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَرْشِ،
وَاسْتَفْتَانِي، لَقُلْتُ لَهُ: صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ.

‘মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর বিষয়টি যদি অসত্য ও অবাস্তব হয় তবে জেনে নাও যে আমার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে। এর পরও এ বিষয়ে আমি বলব এটা সত্য ও সঠিক।’

সারকথা এই যে, উপরে বর্ণিত সকল বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হলো, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিবসে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসাবেন। যারা এখানে মহান আল্লাহকে বান্দার সাথে সাদৃশ্য খোঁজেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসালে আল্লাহর সাদৃশ্য হবে মনে করেন, তাদের খিদমতে নিবেদন করতে চাই যে, মহান আল্লাহ পবিত্র আসনের উপর সাধারণ সৃষ্টির মতো বসবেন না। আর তাঁর পবিত্র আসনটি সাধারণ রাজা বাদশাহর আসনের মতোও হবেনা। মূলত তিনি স্বীয় মর্যাদা ও কুদরত নিয়ে স্বীয় আসনে সমাসীন হবেন। কাজেই তাঁর বসা এবং আমলটি সৃষ্টির কারো সাথে তুলনা করা অবাস্তব।

মহান আল্লাহ যেমন স্বীয় মর্যাদা ও ক্ষমতা নিয়ে স্বীয় আসনে সমাসীন হলে তার প্রভুত্ব ও উলুহিয়াতের কোন সমস্যা হয় না, তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালে তাঁর জন্য রক্ষিত আসনে উপবিষ্ট হলে আবদীয়ত তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সীমা অতিক্রম করবেন না। তিনি এতে না মাবুদ হবেন না সৃষ্টিকর্তা হবেন (নাউযুবিল্লাহ)।

মহান আল্লাহর বসার বিষয়টি হবে তাঁর উলুহিয়াতের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপবেশনের বিষয়টি হবে তাঁর শানে মাহবুবীয়ত (প্রিয়ভাজন হওয়ার মর্যাদা) এবং শানে মখলুকীয়ত (সৃষ্টির সেরা হওয়ার) বহিঃপ্রকাশ।

পবিত্র আরশে উপবিষ্ট হওয়া আর দণ্ডায়মান থাকা এ দু’টি বর্ণনার সমন্বয় হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণের বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পবিত্র আরশের উপর বসাবেন। এবং মহান আল্লাহ তাঁর জন্য রক্ষিত বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হবেন।

আবার কতিপয় হাদিস দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরশের উপর বসানো হবে না বা তিনি বসবেন না বরং তিনি তথায় দণ্ডায়মান থাকবেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে এ মর্মে একটি বিবরণ এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرٌ مِنْ ذَهَبٍ»، قَالَ: «فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَيَبْقَى مِنِّي مَنْبِرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ أَوْ لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيَّ رِيًّا خَافَةَ أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَيَبْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي».

‘হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে সকল নবী রাসূলের জন্য সোনালী মিম্বর (ষ্টেইজ) স্থাপন করা হবে। তারা সেখানে উপবিষ্ট থাকবেন কিন্তু আমার ষ্টেইজ খালি থাকবে। আমি সেখানে বসবো না; বরং আমার রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো। যেহেতু আমার মধ্যে একটি আশংকা থাকবে যে, এদিকে আমাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে আর আমার উম্মতগণ অভিভাবকবিহীন পড়ে থাকবে।’

এ দু’টি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা যায় যে, সর্ব প্রথম যখন বিচার কার্য শুরু হবে তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে আরশের উপর তার জন্যে রক্ষিত আসনে বসে পড়বেন। মূলত এতে তিনি আল্লাহর হুকুম তামিল করবেন।

দ্বিতীয় বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন শিষ্টাচার হেতু স্বীয় আসনে বসবেন না। এদিকে তিনি উম্মতের চিন্তায় ব্যাকুল থাকবেন। তাদের জন্য সুপারিশ ও তাদের মাগফিরাতের বিষয়ে তিনি তৎপর থাকবেন। তাই সংরক্ষিত আসনে তিনি বসবেন না।

হাশরের বিস্তীর্ণ ময়দানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর বসানোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শানে

মাহবুবীয়ত তথা তাঁর প্রিয় ভাজনদের সম্মানের আয়োজনের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হবে। আর পবিত্র আসনে না বসে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিষ্টাচার এবং (আবদীয়ত) তথা ইবাদতের প্রতি নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন।

সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেরীয়ন হযরাতের বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, মকামে মাহমুদ মূলত শাফায়াতের একটি বিশেষ পজিশনকে বলা হয়। আর এর তাৎপর্য হিসেবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র আরশের উপর উপবেশন করানো হবে। যাতে উপস্থিত সকল সৃষ্টি জানতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পজিশন আসলে কতটুকু? সারা বিশ্ববাসী যেন জেনে নেয়, তাঁর মর্যাদা কত উর্ধ্ব?

যারা আজীবন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে পাক বর্ণনা করেছেন, এ কাজে জীবন অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু তারা মকামে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে কতটুকু অনুভব করেছেন? সারা জীবন পবিত্র সীরতের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের আলোকপাত করেছে, সেখানে মকামে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এসেছে বার বার। কিন্তু এ মকাম কী আয়ত্ত্ব করা যায়? একে কী কোন সীমারেখার আওতায় আনা যায়.....? এর ভার কী ওজন করার মতো....?

অনেককে দেখা যায় এ মকামের পরিমাপ করতে ব্যস্ত....। কেউ তো আবার তাঁকে সাধারণের কাতারে রাখতে তৎপর...। কেউ আবার তাঁকে নিজেদের মতোই মনে করার দুঃসাহস দেখায়....। কেউ অন্যদের তুলনায় সামান্য উচু মর্যাদার মনে করে....। আবার কেউ বলেন, তাঁকে শুধু মাত্র বার্তাবাহক রূপে প্রেরণ করা হয়, আবার কেউ মনে করে রাসূল অর্থ যিনি কেবল ওহীর বাহক... ইত্যাদি।

তবে লক্ষ্য করুন! হাশরের ময়দান যে দিন সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত হবে, সেদিন মহান আল্লাহ প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলবেন।

হে আমার হাবীব, পৃথিবীতে মানুষ আমার দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত ছিল। আমি তাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করি নি। তাদের চোখে আবরণ ছিল। যার যেমন অনুভূতি তেমন আমার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। হে আমার হাবীব, আজ সকল পর্দা উঠিয়ে দেয়া হল। আজ আমি তাদেরকে আপনার মকান (পজিশন) দেখাতে চাই। হাশরের মাঠে ঘোষণা দেয়া হবে পবিত্র আরশের উপর আমার আসনের ডান পাশে আমার হাবীবের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষিত থাকবে। মানুষ

যেন সহজে বলতে পারে ইনি আমাদের রব এবং এর পাশে যিনি উপবিষ্ট তিনি মাহবুবে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মহান আল্লাহ যে আসনে উপবিষ্ট হবেন তা হবে সভাপতির আসন। আর ডান পাশের রক্ষিত আসনে বিশেষ মেহমান হিসেবে উপবিষ্ট থাকবেন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সকল মানুষের দৃষ্টি সেদিন একবার মহান আল্লাহর দিকে আর এক দৃষ্টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে। এতেই 'মকামে মাহমুদ' সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সেদিন সকল কষ্ট রুদ্ধ হবে, সব ধারণার অবসান ঘটবে, যারা এ পৃথিবীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সঠিক মর্যাদা বুঝতে পারে নি, তাদেরও সেদিন বুঝে আসবে মকামে মুস্তফা এবং মকামে মাহমুদের বিশেষত্ব কী? এটি সে মকামে মাহমুদ যা প্রাপ্তির জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র হাদিসসমূহের বিবরণ এসেছে। মকামে মাহমুদ প্রাপ্তির প্রার্থনা যারা করবে তাদের জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ অবধারিত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ
آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ
شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আযান শুনার পর যে ব্যক্তি এ মর্মে প্রার্থনা করে, "হে আল্লাহ এ পরিপূর্ণ আহবান, রহমত ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের (নামাযের) আপনিই রব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলার মকাম সুমহান মর্যাদায় তাঁকে মকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁর সাথে করেছেন।" এমন-প্রার্থনাকারীর জন্য পরকালে আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে।"^{১০}

এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে মকামে মাহমুদ যার উপর পৌঁছার কারণে সৃষ্টি জগতের আদি-অন্তসহ সকলে এবং স্বয়ং মহান আল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রত থাকবেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সবটুকু ভালবাসা, মমতা ও নৈকট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে “وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ” আমি আপনার পজিশনকে সবার উর্ধে স্থান দিয়েছি। এ ঘোষণার সাথে এর কার্যক্রম সৃষ্টির শুরু থেকে যেভাবে আরম্ভ হয়েছে তার পরিসমাপ্তি কিয়ামতের দিনসহ জান্নাতে দাখিল হওয়া পর্যন্ত অব্যহত থাকবে। সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারা সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে ধন্য হয়ে যাবে। যেন মহান আল্লাহ কিয়ামতের দৃশ্য থেকে শুরু করে জান্নাতে অবস্থান পর্যন্ত সমগ্র পরিবেশকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মকামে মাহমুদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব এর মাধ্যমে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সর্বোচ্চে স্থান দেয়া হবে এবং তাঁর আলোচনা সর্বাধিক গুরুত্ববহ হবে। সকলেই তাঁর প্রশংসায় রত থাকবে।

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম
২. আলুসী : শিহাবুদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (ওফাত : ১২৮০ হি.) রুহুল মা'আনী, দারুত তুরাসুল আরবী।
৩. আহমদ বিন হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), আল-মুসনাদ : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।
৪. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), আত-তারিখুস সগীর : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ ইং।
৫. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), আল-জামিউস সহীহ : বৈরুত, লেবানন, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।
৬. বাযযার : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ ইং), আল-মুসনাদ, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হি।
৭. বগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মাসউদ বিন মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি./১০৪৪-১১২২ ইং) মুআলিমুত তানযীল : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং।
৮. বাযযাতী : নাসিরুদ্দীন আবু সাঈদ আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন মুহাম্মদ সিরাজী, বাযযাতী (৭৯১ হি.) আনওয়ারুত তানযীল : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ ইং।

২. তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুস সালাত, الخ...باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤمن... الخ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৩, হাদিস : ২১১

৩. আবু দাউদ : আস্ সুনান, কিতাবুস সালাত, باب ما جاء في الدعاء عند الأذان, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৬, হাদিস : ৫২৯

৪. নাসায়ী : আস্ সুনান, কিতাবুল আযান, باب الدعاء عند الأذان, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭, হাদিস : ৬৮০

৫. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, কিতাবুল আযান, باب ما يقال إذا أذن المؤمن... الخ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৯, হাদিস : ৭২২

৯. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), দালায়িলুন নুবুওয়াহ : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।
১০. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), আস-সুনানুল কুবরা : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায়, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।
১১. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), গু'আবুল ঈমান : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।
১২. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), আল-জামেউস সহীহ : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।
১৩. ইবনে তাইমিয়া : আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম হাররানী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ ইং), মাজমুউল ফাতাওয়া : কায়রো, মিশর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।
১৪. ইবনে তাইমিয়া : আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম হাররানী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ ইং), আল-ফতোয়া আল-কুবরা : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৩৮৬ হি.।
১৫. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), যাদুল মসীর ফি ইলমিত তাফসীর : বৈরুত, লেবানন, আল-মকতবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি.।

১৬. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং।
১৭. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), আস-সহীহ : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ ইং।
১৮. হাস্‌সান বিন সাবিত : ইবনে মুনযির জয়রী (৫৬ হি./৬৭৪ ইং) দিওয়ান : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।
১৯. ইবনে হাইয়ান : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন জাফর আল-আনসারী (২৭৪-৩৬৯ হি.) আল-ইজমাহ : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল আসেমা, ১৪০৮ হি.।
২০. খাযেন : আলী বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন ওমর বিন খলিল (৬৭৮-৭৪১ হি./১২৭৯-১৩৪০ ইং) লুবাবুত তাবীল ফি মা'নিত তানযীল : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা + দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
২১. ইবনে খুযাইমা : আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন আল-মুগীরাহ বিন সালেহ বিন বকর আস্ সলমী, আন নশিাপুরী (২২৩-৩১১ হি./৮৩৮-৯২৪ ইং) আত তাওহীদ : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশ্দ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।
২২. খওয়ারযমী : আবুল মুআওবিদ মুহাম্মদ বিন মাহমুদ (৫৯৩-৬৬৫ হি.) জামেউল মাসানিদ লি আবি হানিফা : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
২৩. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ ইং), আস-সুনান : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।
২৪. দারমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি./৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), আস-সুনান,

- বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবুল আরবী, ১৪০৭ হি.।
২৫. দায়লামী : আবু সুজা' শায়রবিয়া ইবনে শহরদার ইবনে শায়রবিয়া ইবনে ফানাখসরু হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি./১০৫৩-১১১৫ ইং), আল-ফিরদাউস বিমা'সুরিল খিতাব, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।
২৬. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), সি'আরু আলামিন নুবালা, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪১৩ হি.।
২৭. রাজী : মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হাসান বিন হোসাইন বিন আলী তাইমী (৫৪৩-৬০৬ হি./১১৪৯-১২১০ ইং) তাফসীরুল কবির : তেহরান, ইরান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
২৮. ইবনে রাহুআই : আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ (১৬১-২৩৭ হি./৭৭৮-৮৫১ ইং), আল-মুসনাদ, মদিনা মুনাওয়্যারাহ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং।
২৯. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে আল-ওয়ান মিসরী, আযহারী, মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি./১৬৪৫-১৭১০ ইং), শরহুল মওয়াহিবুল লুদুনিয়া : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ ইং।
৩০. যেমহশরী : ইমাম জারুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর বিন মুহাম্মদ খওয়ারযমী (৪২৭-৫৩৮ হি.) তাফসীরে কাশ্শাফ : কায়রো, মিশর, ১৩৭৩ হি./১৯৫৩ ইং।
৩১. সুযুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), আদ-দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিলমা'সূর :

- বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'ফিরা + দারুল ইয়াহইয়ায়ি আত তুরাসুল আরবী।
৩২. সুযুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং) + মহল্লী : জালালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন আহমদ বিন হাশেম (৭৯১-৮৬৪ হি./১৩৮৯-১৪৫৯ ইং) তাফসীরুল জালালাইন : বৈরুত, লেবানন, দারুল ইবনে কাসীর, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।
৩৩. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং), ফতহুল কাদীর, মিসর, মাতবা' মুস্তাফা আল-বাবী, আল-হালবী ওয়া আওলাদুহ, ১৩৮৩ হি./১৯৬৪ ইং।
৩৪. শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং), ফতহুল কাদীর, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর।
৩৫. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), আল-মুসান্নাফ : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.।
৩৬. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), আল-মু'জামুল আওসত : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।
৩৭. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), আল-মু'জামুল কবির : মুসিল, ইরাক, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকম, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ ইং।
৩৮. তাবারী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং), জামিউল বয়ান

- ফি তাফসিরিল কুরআন, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।
৩৯. ইবনে আবু আসেম : আবু বকর বিন আমর বিন দাহ্হাক বিন মাখলাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ ইং) আস্-সুন্নাহ, বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতবুল ইসলামী, ১৪০০ হি.।
৪০. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), ফতহুল বারী : লাহোর, পাকিস্তান, দারুল নশরুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।
৪১. আইনী : বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মূসা বিন আহমদ বিন হোসাইন বিন ইউসুফ বিন মাহমুদ, (৭৬২-৮৫৫ হি./১৩৬১-১৪৫১ ইং) উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং।
৪২. কাসেমী : মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন বিন মুহাম্মদ সাঈদ বিন কাসেম বিন সালাহ বিন ইসমাঈল আদ দিমশকী (১২৮৩-১৩৩২ হি./১৮৬৬-১৯১৪ ইং) মুহাসিনুত তাবীল : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪২৬ হি./২০০৫ ইং।
৪৩. পানিপথি : কাযী সানা উল্লাহ পানিপথি (১১৪৩-১২২৫ হি.) তাফসীরে মায়হারী : বৈরুত, লেবানন, দারুল ইয়াহইয়ায়ি আত তুরাসিল আরবী + বলুজিস্তান বুক ডিপো, কুআইটা, পাকিস্তান।
৪৪. কাযী আয়াজ : আবুল ফজল আয়াজ বিন মূসা বিন আয়াজ বিন আমর বিন মূসা বিন আয়াজ বিন মুহাম্মদ বিন মূসা বিন আয়াজ ইয়াহসবী (৪৭১-৫৪৪ হি./১০৮৩-১১৪৯ ইং) আশ্ শেফা বি তা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফায়হা + মাকতাবাতুল গাজ্জালী, দেমশক, সিরিয়া, ১৪২০ হি./২০০০ ইং।

৪৫. কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া উমুবী (২৮৪-৩৮০ হি./৮৯৭-৯৯০ ইং), আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, বৈরুত, লেবানন, দারুল ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।
৪৬. কুসতালানী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আবদুল মালিক বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী (৮৫১-৯২৩ হি./১৪৪৮-১৫১৭ ইং) ইরশাদুস সারী শরহু সহীহিল বুখারী : মিশর, মাতবাআ কুবরা আমিরীয়া, ১৩০৪ হি.।
৪৭. কুসতালানী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আবদুল মালিক বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী (৮৫১-৯২৩ হি./১৪৪৮-১৫১৭ ইং) আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মনহিল মুহাম্মদিয়া : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
৪৮. কুসতালানী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আবদুল মালিক বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী (৮৫১-৯২৩ হি./১৪৪৮-১৫১৭ ইং) আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মনহিল মুহাম্মদিয়া : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১২ হি./১৯৯১ ইং।
৪৯. ইবনে কাইয়িম : আবু আবদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আয়ুব আয়-যরয়ী (৬৯১-৭৫১ হি.) জালাউল আফহম : কুয়েত, দারুল আরবা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং।
৫০. ইবনে কাইয়িম : আবু আবদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আয়ুব আয়-যরয়ী (৬৯১-৭৫১ হি.) ইজতেমাউল জুয়ুসুল ইসলামিয়া আলা গজবিল মুআত্তলা ওয়াল জাহমিয়া : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং।

৫১. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), তাফসিরুল কুরআনিল আযিম : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং + দারু তায়বাহ লিন নাশর ওয়াত তাওয়ী'।
৫২. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), তাফসিরুল কুরআনিল আযিম : আমজদ একাডেমী, উর্দু বাজার, লাহোর, পাকিস্তান, ১৪০৩ হি./১৯৮২ ইং।
৫৩. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযবেনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ ইং), আস-সুনান : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।
৫৪. মরওয়যী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন নসর বিন আল-হাজ্জাজ (২০২-২৯৪ হি.) তা'যীমু কদরিস সালাত: মদিনা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪০৬ হি.।
৫৫. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), আস-সহীহ : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।
৫৬. মাকদিসী : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ হাম্বলী (৬৪৩ হি.), আল-আহাদিসুল মুখতারাহ, মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদিসা, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।
৫৭. ইবনে মানদাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া (৩১০-৩৯৫ হি./৯২২-১০০৫ ইং) আল-ঈমান : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা: ১৪০৬ হি.।
৫৮. মুনযারী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযিম ইবনে আবদুল কাবী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'আদ (৫৮১-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ ইং), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৭ হি.।

৫৯. নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান আহমদ বিন শুয়াইব বিন আলী বিন সেনান বিন বাহার বিন দিনার (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং), আস-সুনান, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ ইং।
৬০. নাসায়ী : আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং), আস-সুনানুল কুবরা, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯১ ইং।
৬১. নসফী : আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ বিন আহমদ নসফী (৭১০ হি.) মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তাভীল : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।
৬২. আবু নায়ীম : আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।
৬৩. আবু নায়ীম : আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), মুসনদে ইমাম আবু হানিফা : মাকতাবাতুল কওসার, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪১৫ হি.।
৬৪. হিন্দী : আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হেসামুদ্দিন (৯৭৫ হি.), কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আফআলে ওয়ালা আকওয়ালা, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং।
৬৫. হাইসমী : নুরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং), মাযমাউজ জাওয়য়িদ, কায়রো, মিসর, দারুল রায়আন লিত তুরাহ + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং।

৬৬. হাইসমী

: নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং), মাওয়ারিদুয জাময়ান ইলা যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা।

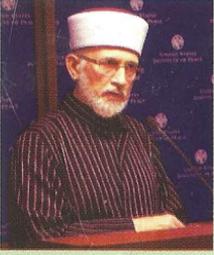
৬৭. ফিরুজাবাদী

: ইমাম আবু তাহের মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম (৭২৯-৮১৭ হি.) তানবীরুল মিক্বাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা।

৬৮. আবু ইয়াল্লা

: আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ ইং), আল-মুসনাদ : দামিষ্ক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং।

লেখক পরিচিতি



বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাযার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, ওলাদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদনা তাহের আল-উদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকাত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য়্ব অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলুনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলিমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়দে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিভিকিট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য, আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহসভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি লাহোর'।

উর্দু, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্মত্যাগ প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেরার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।
৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
৫. বিশেষ শতাধিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব'-এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।
৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।
৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।
৮. বিশেষ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিিনিধি।

